Selected Essays of Lu Xun in Bengal

মূল্য দশ টাকা

শ্রীমতী চন্দনা ঘোষ কর্তৃক নব সাহিত্য প্রকাশনী, ১২৮/১এ রাজা রামমোহন সরণী, কলকাতা-৯ হইতে প্রকাশিত এবং অনিল কুণ্ডু, গীতা প্রিণ্টার্স, ২১ পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা-৯ হইতে মুদ্রিত। প্রচ্ছদ-শিল্পী ॥ অমলেশ ঘোষ।

কিছু কথা

লু স্যুনের নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ প্রকাশিত হল। বাংলা ভাষায় এর আগে লু স্যুনের কোন প্রবন্ধ-সংগ্রহ প্রকাশিত হয় নি। যতদূর জানা আছে, ভারতীয় অন্যান্য ভাষাতেও লু স্যুনের কোন প্রবন্ধ-সংগ্রহ অনূদিত হয় নি। সেদিক থেকে বাংলা ভাষায় অনূদিত "লু স্যুনের নির্বাচিত প্রবন্ধ" পুস্তকটি আশা করি সাহিত্যানুরাগী পাঠকমহলে বিশেষভাবে সমাদৃত হবে।

লু স্যুন বিপ্লবপূর্ব চীন দেশের শিল্প-সাহিত্য আন্দোলনের পুরোধা-পুরুষ ছিলেন। তাঁর এই পৌরুষ এক অসাধারণ বীর্যবান ব্যক্তিত্বে ভরপুর। বিপ্লবোত্তর চীনদেশেও শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর অপ্রতিহত এবং তর্কাতীত নেতৃত্ব সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি পেয়ে চলেছে। শুধু চীনদেশে নয়, সমগ্র বিশ্ব-সাহিত্যে সুমহান ব্যক্তিদের সাথে একই আসনে লু স্যুন সমমর্যাদায় বন্দিত। কমিউ-নিস্ট পার্টি-সংগঠনের ভেতরকার লোক না হয়েও তাঁর সমস্ত চিন্তা-ভাবনায়, কাজকর্মে এবং লেখায় তিনি অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিকভাবে মার্কসীয় দর্শনকে প্রয়োগ করেছিলেন। সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে, পুরনো অন্ধ অবক্ষয়ী ধ্যান-ধারণার বিরুদ্ধে ব্যক্তি লু স্যুন এবং শিল্পী লু স্যুন একই সাথে গর্জে উঠেছেন, পরিচালনা করেছেন নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম। তিনি বুঝেছিলেন, সংগ্রাম ছাড়া মানুষের সামগ্রিক মুক্তি সম্ভব নয়; মানুষের কাছ থেকে, সংগ্রামের ময়দান হতে বিচ্ছিন্ন থাকার অর্থ হচ্ছে আত্মহত্যা। লু স্যুনের সমগ্র সাহিত্য সৃষ্টি এই জাগ্রত বিশ্বাসে ভরপুর। কথাসাহিত্যে এবং কাব্যে এই চিন্তা-ভাবনাকে তিনি রূপ দিয়েছেন সামাজিক অভিজ্ঞতালব্ধ বিভিন্ন দ্বন্দ্বসংঘাতের চরিত্রায়নে এবং শৈল্পিক বস্তুনিষ্ঠ প্রকাশের মধ্য দিয়ে। প্রবন্ধসাহিত্যে এই চিন্তা-ভাবনাই ব্যবহৃত হয়েছে যুক্তিনির্ভর সুতীক্ষ্ন অস্ত্রের অবয়বে, যার মাধ্যমে তাঁর সমগ্র চিন্তারাজ্য জুড়ে চলেছে এক সুমহান সংগ্রাম। মাও সেতুঙ লু স্যুনের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে প্রদত্ত ভাষণে বলেন: "লু স্যুন ছিলেন চরম বাস্তববাদী, সর্বদাই আপোষহীন, সর্বদাই স্থির-সংকল্প। তাঁর একটি প্রবন্ধে তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে কুকুর জলে পড়ে গেলে তাকে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রহার করা উচিত। যদি আপনি তা না করেন, তবে সে জল থেকে লাফিয়ে উঠে এসে হয় আপনাকে কামড়াবে, না হয় অন্ততঃ আপনার গায়ে নোংরা জল ছেটাবে। সুতরাং বেদম

প্রহার দিতে হবে। লু স্যুন সামান্যতম ভাবাবেগ বা ভণ্ডামীকে প্রশ্রয় দেন নি……। আমাদের অবশ্যই লু স্যুনের এই মনোভাব শিক্ষা করতে হবে এবং সমগ্র দেশে তা প্রয়োগ করতে হবে।" বস্তুবিরোধী, ক্ষয়প্রাপ্ত, কাল্পনিক এবং তথাকথিত নান্দনিক শিল্পভাবনার বিরুদ্ধে তীব্র ব্যঙ্গকৌতুকে এবং সংবন্ধ চেতনায় লেখা তাঁর প্রবন্ধ-সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যেরই এক অমূল্য সম্পদ।

লু স্যুনের প্রবন্ধসাহিত্যের পরিধিও সুবিশাল। বর্তমান গ্রন্থে মাত্র তেইশটি প্রবন্ধ সংকলিত হল। ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ প্রেস, পিকিং হতে ১৯৫৭ সালে ইংরাজীতে চারখণ্ডে প্রকাশিত 'সিলিকটেড ওয়ার্কস অব লু স্যুনের' দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড হতে প্রবন্ধগুলো নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন স্বাদে অথচ একই লক্ষ্যে লেখা তাঁর এই প্রবন্ধাবলীর রচনাভঙ্গী অসাধারণ। বাক্যবিন্যাস, শব্দচয়ন, উপমা, চিত্রকল্প, ভাষা, যুক্তির সহজ বহমান পারম্পর্য অপূর্ব সুষমায় বিন্যস্ত। অনুবাদকেরা যথাসাধ্য প্রয়াসী হয়েছেন যাতে করে অনুবাদকর্মে এই অন্তর্নিহিত রূপলাবণ্যটি অক্ষুন্ন রাখা যায়। ফলে অনুবাদক হিসেবে সমর ঘোষ, শশাংক মিত্র, দেবব্রত পাল এবং অনিতা চট্টোপাধ্যায় সাহিত্যানুরাগী পাঠকের কাছে প্রশংসিত হবেন, আশা রাখি। কেননা ধ্রুপদী আঙ্গিকে লেখা লু স্যুনের ভাষার যথাযথ শৈল্পিক অনুবাদ নিঃসন্দেহেই এক শ্রমসাধ্য কাজ। বিশেষত সেটা যখন অনুবাদেরও অনুবাদ হয়ে পড়ে। অনুবাদকেরা নিষ্ঠার সাথেই এই শ্রম স্বীকারে ব্রতী হয়েছেন।

বাংলা সাহিত্যে যখন মৌলিক চিন্তাশীল বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ-সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস বর্তমানে খুব বেশী নজরে পড়ছে না, সেই সময়ে, অনুবাদকর্ম হলেও লু স্যুনের প্রবন্ধ-সংগ্রহটির প্রকাশ একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত হবে। প্রবন্ধ তার সমস্ত বৈশিষ্ট্য নিয়ে যে রীতিমত জনচিত্ত-জয়ী সাহিত্য হয়ে উঠতে পারে এবং সেই সাহিত্য মানব-মুক্তির শ্রেণীসংগ্রামে একটি অমোঘ অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে, লু স্যুনের প্রবন্ধাবলী পাঠ করে সাহিত্যমহলে এ-ধারণাটি নতুনভাবে কিছুটা আলোড়ন তুলতে পারলে অনুবাদকর্মের এই যৌথ প্রয়াসটি সার্থক বলে বিবেচিত হবে।

এই সংকলনের বাইরে লু স্যুনের আরও বহু মূল্যবান প্রবন্ধ রয়ে গেল। বর্তমান গ্রন্থটি পাঠকমহলে সমাদৃত হলে পরবর্তী সংকলন গ্রন্থের কথা অবশ্যই বিবেচনা করে দেখতে হবে।

অমল চক্রবর্তী

বর্ধিত তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

জন্মশতবর্ষে লু স্যুন-সাহিত্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদার ফলে এই সংকলনটির ২য় সংস্করণের সমস্ত বই দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যায় এবং আমরাও এর ৩য় সংস্করণ প্রকাশ করতে অনুপ্রেরণা লাভ করি। ২য় সংস্করণে আমরা এই সংকলনটির কোন মৌলিক পরিবর্তন করিনি। ১৯৪০ সালে ফরেন ল্যাংগুয়েজ প্রেস, বেইজিং থেকে নতুন কলেবরে ৪ খণ্ডে "সিলেক্টেড ওয়ার্কস অব লু স্যুন" প্রকাশিত হয়। এই নতুন গ্রন্থে লক্ষ্য করা গেল যে চীনা নামের ক্ষেত্রে phonetic alphabet ব্যবহার করা হয়েছে এবং এতে সংযোজিত হয়েছে বহু নতুন টীকা। ইংরিজী অনুবাদেও কিছু পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। আমাদের এই গ্রন্থের ৩য় সংস্করণে আমরা সেই পরিবর্তনগুলোকে অংগীভূত করেছি। পূর্ব সংস্করণের অন্যতম অনুবাদক শশাংক মিত্র এবার তাঁর স্বনাম শ্যামল মৈত্র ব্যবহার করেছেন।

গ্রন্থটির ১ম ও ২য় সংস্করণে মোট ২৩টি প্রবন্ধ ছিল। ৩য় সংস্করণে প্রবন্ধের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩০ টি। এই পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে এমন সব প্রবন্ধের দ্বারা, আমাদের দেশের রাজনীতি ও সংস্কৃতির সাথে যার অনেক সাযুজ্য খুঁজে পাওয়া যাবে। সংযোজিত প্রবন্ধগুলো পূর্বে বাংলা ভাষায় অনূদিত হয় নি।

ডঃ মহাদেব প্রসাদ সাহা ২য় সংস্করণে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটির উল্লেখ ক'রে এবং নতুন সংস্করণটির সুষ্ঠুভাবে প্রকাশের জন্য মূল্যবান উপদেশ দিয়ে আমাদের সমৃদ্ধ করেছেন। এ জন্য তাঁর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

আর প্রুফ দেখে, কপি করে এবং চাহিদা-মতো চা ও টা সরবরাহ করে আমায় সবসময় সাহায্য করেছে জয়ন্তী ঘোষ—তার কাছেও আমি অনেকাংশে ঋণী।

বর্তমান বর্ধিত সংস্করণটি সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত এই দাবি আমরা করি না বা করা সম্ভবও নয়। তবে পূর্বের তুলনায় এই সংস্করণটি যে আরও সমৃদ্ধ ও সুন্দর হয়ে উঠেছে এই দাবি আমরা অবশ্যই করব। কিন্তু এর প্রধান বিচারক হচ্ছেন পাঠক। তাঁরা যদি এর সমাদর করেন তবেই আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হয়ে উঠবে।

সমর ঘোষ

আমাদের অন্যান্য গ্রন্থ

উপন্যাস :

দুই ঠিকানা। সাধন চট্টোপাধ্যায়। ১২'০০

ছোটগল্প :

কালচেতনার গল্প। তপোবিজয় ঘোষ। ২০'০০

ঐক্য বাক্য মাণিক্য। তপন চক্রবর্তী। ৭'০০

কাব্যগ্রন্থ :

দিগন্ত। অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়। ৬'০০

শস্যের অক্ষরে। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। ৫'০০

পুতুল পুতুল নাচের পুতুল। তপন চক্রবর্তী। ৪'০০

অনুবাদ গ্রন্থ :

লু স্যুনের বুনো ঘাস। অনুবাদ-সমর ঘোষ। ৫'০০

চীনের প্রাচীন সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। ফেঙ ইউয়ান-চুন। অনুবাদ-শ্যামল মৈত্র। ১০'০০

চীনের কালজয়ী কিশোর গল্প। সম্পাদনা—শ্যামল সেন। ১০'০০

চৌ এন-লাই-এর শিল্প-ভাবনা। অনুবাদ—শ্যামল মৈত্র। ২'০০

সূচীপত্র

সমালোচকদের কাছ থেকে যা চাই

দু-তিন বছর আগে, সাময়িক পত্রগুলি কেবলমাত্র সামান্য কিছু মৌলিক রচনা (যদি আমরা তাকে তাই বলি) আর অনুবাদ ছাড়া সাহিত্যক্ষেত্রে কোনো অবদানই রাখে নি। সেজন্য পাঠকেরা সমালোচকদের একটা চাহিদা অনুভব করছিলেন। এখন সমালোচকদের আবির্ভাব হয়েছে, আর বাস্তবিক দিনের পর দিন তাদের সংখ্যা বাড়ছে।

আমাদের সাহিত্যের অপরিপক্কতা দেখে শিল্প-সাহিত্যের শিখা অনির্বাণ রাখার জন্য এর গুণাবলী খুঁজে বের করার ক্ষেত্রে সমালোচকদের প্রয়াসটি সত্যিই খুব ভালো। তাঁরা এই আশায় আধুনিক রচনাসমূহের অন্তঃসারশূন্যতার নিন্দা করেন যে আমাদের লেখকেরা আরো অধিক পাণ্ডিত্যপূর্ণ কিছু সৃষ্টি করবেন, এবং পাছে আধুনিক লেখকরা অতিমাত্রায় বাচাল হয়ে পড়েন এই জন্য তারা রক্ত ও অশ্রুর অভাবে দুঃখ বোধ করেন। যদিও তাঁদের কট্টর সমালোচক মনে হতে পারে, আসলে এর থেকে সাহিত্যের প্রতি তাঁদের গভীর উদ্বেক প্রকাশ পায় এবং সেজন্য আমাদের অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

কিন্তু আরো কিছু লোক আছেন যাঁরা সাহিত্য-সমালোচনা-বিষয়ক "পাশ্চাত্যের" দু একটি পুরোনো বইয়ের উপর নির্ভরশীল, কিছু প্রাচীন পণ্ডিতের বাজে রচনাকে তুলে ধরেন অথবা চীনের সনাতন "সত্যের" কয়েকটি অংশের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং বিদ্বৎসমাজের উপর কর্তৃত্ব ফলান। এ ধরনের লোকেরা তাঁদের সমালোচনার অধিকারকে নিশ্চিতভাবে কলঙ্কিত করছেন। একটা সাদামাটা সরল উপমা তুলে ধরা যাক। যদি কোনো রাঁধুনী খাবার তৈরী করে আর কেউ যদি তার খুঁৎ ধরে, তাহলে নিশ্চয়ই সে ঐ সমালোচকের সামনে বঁটি আর কড়াই ফেলে দিয়ে বলবে না, "নিন। এর চেয়ে ভালো রেঁধে দেখান তো।" কিন্তু যিনি খাবার চাখলেন তাঁর সম্পর্কে ঐ পাচকের এই ধারণা হবার অধিকার রয়েছে যে, তাঁর হয়ত তেমন প্রচণ্ডমাত্রায় খিদে পায় নি এবং তিনি মাতাল নন বা জ্বরে বেহুঁস হয়ে পড়েন নি, যার ফলে তাঁর জিভে পুরু স্তর পড়বে।

আমি সমালোচকদের কাছ থেকে আরও কমই চাই। আমি এরকম আশা করার দুঃসাহস রাখিনা যে, অন্য লোকের রচনা খুঁটিয়ে দেখা এবং তার সম্বন্ধে রায় দেবার আগে তাঁরা প্রথমে নিজেদের খুঁটিয়ে দেখবেন এবং বিচার করবেন যাতে দেখতে পান যে তাঁরা কোনো না কোনোভাবে অগভীর, নীচ বা ভ্রান্ত কিনা। সেটা খুব বেশী চাওয়া হবে। আমি কেবলমাত্র এটুকুই আশা করবো যে, তাঁরা সামান্য কিছু সাধারণ বুদ্ধির প্রকাশ ঘটাবেন। উদাহরণস্বরূপ নগ্নতা ও অশ্লীলতার অনুশীলনের মধ্যে, চুম্বন ও সঙ্গমের মধ্যে, ময়নাতদন্তের জন্য শবব্যবচ্ছেদ ও মৃতদেহের অংগচ্ছেদ ঘটানোর মধ্যে, শিক্ষার জন্য বিদেশযাত্রা ও "বর্বরদের নির্বাসন দানের" মধ্যে, বাঁশের অংকুর আর বাঁশের মধ্যে, বিড়াল আর ইঁদুরের মধ্যে, বাঘ আর বাছুরের মধ্যেকার......তফাৎটা তাঁদের জানা উচিত। অবশ্য ইংলন্ড ও আমেরিকার প্রাচীন পন্ডিতদের উপর নির্ভর ক'রে একজন সমালোচকের নিজস্ব যুক্তি খাড়া করার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে, কিন্তু আমি আশা করি তিনি মনে রাখবেন যে পৃথিবীতে আরো দেশ আছে। তিনি ইচ্ছা করলে তলস্তয়কে অবজ্ঞা করতে পারেন, কিন্তু আমি আশা করি যে তিনি প্রথমে তাঁকে জানবেন এবং তাঁর কয়েকটি বই পড়বেন।

তাছাড়াও এমন সমালোচক আছেন যাঁরা অনুবাদের উপর আলোচনা করে বলেন যে এতে শ্রমের অপচয় ঘটেছে এবং এই অনুবাদককে মৌলিক রচনায় হাত দেওয়ার জন্য পরামর্শ দেন। ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, একজন অনুবাদক জানেন যে একজন লেখকের পেশাটি কত সম্মানজনক, তবু তিনি অনুবাদের কাজে লেগে থাকেন, কারণ তিনি যা করতে পারেন বা তিনি সবচেয়ে যা পছন্দ করেন তা হল অনুবাদ করা। অতএব সমালোচকরা যে কাজে হাত দিয়েছেন তার উপর নজর দেবার বদলে যদি এটা-ওটা প্রস্তাব দেন তবে তাঁরা তাঁদের এক্তিয়ারের বাইরে চলে যাচ্ছেন ; কারণ, এ ধরণের অভিমত হচ্ছে প্রস্তাব বা পরামর্শ, সমালোচনা নয়। আবার সেই রাঁধুনির উদাহরণে ফিরে যাই ঃ যিনিই খাবার চেখে দেখুন না কেন, স্বাদ গন্ধটা তাঁর কেমন লাগল তা বলা দরকার। তার বদলে তিনি যদি রাঁধুনীকে ধমক দিয়ে বলেন সে দর্জি বা রাজমিস্ত্রী হল না কেন তাহলে সেই রাঁধুনী যতই নির্বোধ হোক না কেন, নিশ্চয়ই বলবে, "ভদ্রলোক নম্র বটে !"

৯.১১.১৯২২ অনুবাদ ঃ শ্যামল মৈত্র

"যুদ্ধের ডাক"* এর ভূমিকা

যৌবনে আমারও স্বপ্ন ছিল। পরবর্তীকালে তার অনেকগুলোই আমি ভুলে গেছি, কিন্তু তার জন্য দুঃখ করার মতো আমি কিছু দেখি না। কারণ যদিও অতীতের স্মৃতি-রোমন্থন সুখানুভূতি আনতে পারে, কখনও তা আবার একাকীত্ব না এনেও পারে না, আর নির্জন অতীত দিনগুলোকে আঁকড়ে ধরে থাকার কি-ই বা প্রয়োজন? যাই হোক, আমার বিপদ হল এই যে আমি সম্পূর্ণ ভুলে যেতে পারি না, এবং এই গল্পগুলো সেইসব বিষয় থেকেই উদ্ভূত যা আমি ভুলে যেতে সক্ষম হই নি।

চার বছরেরও বেশী সময় ধরে আমি প্রায় রোজই বন্ধকীর দোকান ও ডাক্তারখানায় যেতাম। তখন আমার বয়স কত ছিল মনে নেই, কিন্তু ডাক্তারখানার কাউন্টারটি ছিল আমারই সমান আর বন্ধকীর দোকানের কাউন্টারটি ছিল আমার দ্বিগুণ উঁচু। আমি আমার দ্বিগুণ উঁচু কাউন্টারে জামাকাপড় ও ছোটখাটো গয়না তুলে দিতাম, এবং আমাকে যে অর্থ দেওয়া হত ক্ষোভের সাথে তা নিয়ে আমার নিজের সমান উঁচু কাউন্টারে তা দিয়ে আমার বাবার জন্য ওষুধ কিনতাম। তিনি ছিলেন দীর্ঘদিনের পঙ্গু। বাড়ি ফিরে আমি অন্য জিনিস নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়তাম, কারণ আমাদের ডাক্তার এমন বিখ্যাত ছিলেন যে তিনি অস্বাভাবিক সব ওষুধ ও আনুসঙ্গিক জিনিস দিতেন প্রেসক্রিপসনেঃ অ্যালো গাছের শেকড় যা শীতকালে পুঁতে রাখা হয়েছিল, তিন বছর কুয়াশায় ভেজা আখ, আসল ঝিঁঝি পোকার জুটি, এবং ফল-ধরা আরদেশীয় গাছ……এগুলোর বেশীরভাগই খুঁজে পাওয়া মুসকিল। কিন্তু আমার বাবার অবস্থা ক্রমশঃই খারাপ হতে আরম্ভ করে এবং অবশেষে তিনি মারা যান।

আমার বিশ্বাস, যারা এই পৃথিবীতে এসেছেন তারা সম্ভবতঃ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই জেনে যাবেন এই সমাজ সত্যিই কেমন। এন……তে যাবার জন্য

---

* "যুদ্ধের ডাক" লু স্যুনের প্রথম ছোটগল্প সংকলন, ১৯১৮ থেকে ১৯২২ সালের মধ্যে লিখিত ১৪টি গল্প এর অন্তর্ভুক্ত।

এবং কে······একাডেমিতে* পড়ার জন্য আমার আগ্রহ থেকে মনে হয় যে আমার বাইরে পলায়নের ও অন্য ধরণের মানুষের সাক্ষাৎ পাবার কামনা প্রকাশ পেয়েছে। আমার গাড়ি ভাড়ার খরচ হিসেবে আটটি ডলার সংগ্রহ করে দিয়ে আমাকে আমার মা বলেছিলেন আমার যা ইচ্ছা তা-ই যেন করি। খুব স্বাভাবিক কারণেই তিনি কেঁদেছিলেন, কারণ সেই সময়কার সঠিক কাজ ছিল প্রাচীন সাহিত্য অধ্যয়ন করা ও সরকারী পরীক্ষায় বসা। যদি কেউ "বিদেশী বিষয়" নিয়ে পড়াশুনা করত, তাকে সামাজিকভাবে একঘরে করে রাখা হ'ত, তাকে এমন একজন মনে করা হ'ত যার আর কোন উপায়ান্তর নেই এবং যে বিদেশী শয়তানের কাছে নিজের আত্মাকে বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছে। তাছাড়া, আমাকে ছেড়ে দিতেও তাঁর কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু এসব সত্ত্বেও আমি এন······তে গেছিলাম এবং কে······একাডেমিতে ভর্তি হয়েছিলাম ; এবং সেখানেই আমি ফিজিক্স, অংক, ভূগোল, ইতিহাস, ছবি আঁকা ও শরীর চর্চার অস্তিত্বের কথা জানতে পারি। সেখানে শরীরবিদ্যার কোন শিক্ষা ছিল না, কিন্তু আমরা 'এ নিউ কোর্স অব হিউম্যান বডি' এবং 'এসেস অন কেমিস্ট্রি এণ্ড হাইজিন'-এর মত কাঠের-ব্লক সংস্করণের বইগুলো দেখতে পাই। ডাক্তারদের কথাবার্তা ও জানা প্রেসক্রিপসনগুলোর কথা স্মরণ করে এবং এখন আমি যা জানি তার সাথে সেগুলো তুলনা করে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে সেই ডাক্তারেরা হয় অজ্ঞ ছিল, না হয় ইচ্ছাকৃতভাবেই ছিল হাতুড়ে ; এবং আমি পংগুদের জন্য এবং যেসব পরিবার তাদের হাতে যন্ত্রণা ভোগ করেছে তাদের জন্য গভীর সহানুভূতি অনুভব করি। অনূদিত ইতিহাস থেকে আমি আরও জানতে পেরেছিলাম যে জাপানে পাশ্চাত্যের চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অনুপ্রবেশ জাপানী সংস্কারের জন্য বহুলাংশে দায়ী। এইসব ভাসা ভাসা জ্ঞানই আমাকে জাপানের মেডিক্যাল কলেজের** দিকে নিয়ে যায়। আমার এই সুখ-স্বপ্ন ছিল যে চীনে ফিরে গিয়ে আমি আমার বাবার মত রোগীদের, যারা ভুল চিকিৎসার জন্য কষ্ট ভোগ করেছেন, তাদের নীরোগ করব, আর যুদ্ধ বেঁধে গেলে

* এখানে এন······বলতে নানজিং এবং কে······বলতে কিয়াংনান (জিয়াংনান) ন্যাভাল একাডেমি বোঝান হয়েছে। এখানে লেখক ১৮৯৮ সালে পড়াশুনা করেছিলেন।

** এখানে সেনদাই মেডিক্যাল কলেজের কথা বলা হচ্ছে। এখানে লু সুন ১৯০৪ থেকে ১৯০৬ সাল পর্যন্ত পড়াশুনা করেন।

আমি একজন সামরিক ডাক্তার হিসেবে কাজ করব, এবং একই সাথে আমি আমার স্বদেশবাসীকে সংস্কারের প্রতি বিশ্বস্ত করে তুলব।

আমি জানি না এখন মাইক্রোবায়োলজী শেখাবার জন্য কি উন্নত পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়, কিন্তু সেই সময়ে আমাদের মাইক্রোবের লণ্ঠন-স্লাইড দেখান হ'ত ; আর যদি লেকচার তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যেত, তবে সময় কাটানোর জন্য শিক্ষক প্রাকৃতিক দৃশ্য বা নিউজ-এর স্লাইড দেখাতেন। যেহেতু সেটা ছিল রুশ-জাপান যুদ্ধের সময়, তখন অনেক যুদ্ধের স্লাইডও দেখান হত, এবং লেকচার হলে অন্যান্য ছাত্রদের সাথে আমাকেও হাততালি ও হর্ষধ্বনিতে অংশগ্রহণ করতে হ'ত। দীর্ঘদিন আমি কোন স্বদেশবাসীকে দেখিনি, কিন্তু একদিন বেশ কয়েক-জন চীনাকে নিয়ে একটি নিউজ-রীল স্লাইড আমি দেখলাম, তাদের একজন বাঁধা এবং বাকীরা তাকে ঘিরে রয়েছে। তারা সকলেই খুব শক্ত-সমর্থ কিন্তু, সম্পূর্ণতঃই নির্বিকার বলে মনে হল। ভাষ্যকারের কথা থেকে জানা গেল যে যার হাত-বাধা সে রাশিয়ার গুপ্তচর, জাপানী মিলিটারী তার শিরঃচ্ছেদ ক'রে অন্য-দের সাবধান করে দেবে, আর তার চারপাশের চীনারা সেই দৃশ্য উপভোগ করতে এসেছে।

পড়া শেষ হবার আগেই আমি টোকিওতে চলে আসি, কারণ এই স্লাইড আমার এই বিশ্বাস এনে দিয়েছে যে মোটের উপর চিকিৎসা-বিজ্ঞান ততখানি গুরুত্বপূর্ণ নয়। একটি দুর্বল ও পশ্চাদপদ দেশের জনগণ যতই শক্তিশালী ও স্বাস্থ্যবান হোক না কেন, তারা এই রকম একটি নিষ্ফল দৃশ্যের উদাহরণ হিসেবে বা সাক্ষী হিসেবেই শুধু কাজ করতে পারে ; আর যদি তাদের অনেকেই রোগে ভুগে মারা যায় তাহলেও দুঃখ করার কোন প্রয়োজন নেই। সুতরাং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে তাদের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটানো ; আর যেহেতু সেই সময়ে আমার মনে হয়েছিল যে সাহিত্যই এই কাজ সবচেয়ে ভালভাবে করতে পারবে, তাই আমি একটি সাহিত্য-আন্দোলনকে জাগিয়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। সেই সময়ে টোকিওতে অনেক চীনা ছাত্র আইন, রাজনীতিবিজ্ঞান, ফিজিকস্ ও কেমিস্ট্রি, এমনকি পুলিশী কাজ ও ইনজিনীয়ারিং নিয়ে পড়াশুনা করত, কিন্তু কেউই শিল্প-সাহিত্য নিয়ে পড়াশুনা করত না। যাহোক, এই রকম একটা অসুবিধা-জনক পরিবেশের মধ্যেও আমি সৌভাগ্যবশতঃ কয়েকজন সমগোত্রীয় মানুষের সাক্ষাৎ পাই। আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় আরও কয়েকজনকে জড়ো করি এবং আলোচনায়

পর অবশ্যই আমাদের প্রথমে কাজ হল একটি পত্রিকা প্রকাশ করা, যার নাম থেকেই বোঝা যায় যে সেটা হল একটি নবজন্ম। যেহেতু আমরা তখন বরং প্রাচীন সাহিত্য-পন্থী ছিলাম, আমরা সেটার নাম দিয়েছিলাম 'ভিটা নোভা' (নিউ লাইফ)।

যখন পত্রিকা প্রকাশের সময় কাছে এল, আমাদের সাহায্যকারীদের কয়েকজন সরে গেলেন এবং আমাদের অর্থও ফুরিয়ে গেল, অবশেষে আমরা তিনজনমাত্র পড়ে রইলাম আর আমরা ছিলাম কপর্দকশূন্য। যেহেতু একটা অশুভ সময়ে আমরা আমাদের অভিযান শুরু করেছিলাম, তাই আমাদের বিফলতার সময় স্বাভাবিকভাবেই এমন কেউ ছিল না যার কাছে আমরা অভিযোগ করতে পারি ; কিন্তু পরবর্তীকালে আমাদের তিনজনের মধ্যেও বিচ্ছেদ ঘটে, এবং আমাদের ভবিষ্যৎ স্বপ্নের পৃথিবী নিয়ে আলোচনারও পরিসমাপ্তি ঘটে। এইভাবেই এই 'ভিটা নোভা' অকালে শেষ হয়ে যায়।

কেবল পরবর্তীকালেই আমি এর নিষ্ফলতা অনুভব করেছিলাম। সেই সময়ে আমার কাছে কোন সূত্রই ছিল না। পরে আমার মনে হয়েছিল যে যদি কোন মানুষের উদ্যোগ সমর্থন লাভ করে, তা তাকে এগিয়ে যেতে সাহস জোগাবে ; যদি তা বিরোধিতার সম্মুখীন হয়, তবে সে তার বিরুদ্ধে লড়াই করবে ; কিন্তু তার ক্ষেত্রে সত্যিকারের ট্রাজেডী হচ্ছে জীবিতদের মধ্যে চিৎকার করেও কোন সাড়া না পাওয়া, না সমর্থন, না বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া, ঠিক যেন সে একটি সীমাহীন মরুভূমিতে সম্পূর্ণ বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেই সময়েই আমি একাকীত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠি।

এবং এই একাকীত্ববোধ একটি বিশাল বিষধর সাপের মতো আমার আত্মাকে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরে দিনে দিনে বৃদ্ধি পেতে লাগল।

কিন্তু আমার অকারণ দুঃখবোধ থাকা সত্ত্বেও আমি কোন ঘৃণামিশ্রিত ক্রোধ অনুভব করি নি ; কারণ এই অভিজ্ঞতা আমাকে এই চেতনা এনে দিল এবং বোঝাল যে আমি কোন মতেই সেই ধরনের বীর নই যে তার আহ্বানে শত শত মানুষ জড়ো করতে পারে।

যাই হোক, আমার এই একাকীত্ব অবশ্যই দূর করতে হবে, কারণ তা আমার মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার করবে। তাই আমার অনুভূতিগুলোকে ভোঁতা করার জন্য, আমার স্বদেশবাসীদের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দেবার জন্য এবং অতীতের

দিকে ফেরবার জন্য আমি বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করি। পরবর্তীকালে আরও বেশী একাকীত্ব ও দুঃখবোধের অভিজ্ঞতা আমি অর্জন করেছি বা প্রত্যক্ষ করেছি, যা আমি স্মরণ করতে অনিচ্ছুক। আমার ইচ্ছা, আমার মন থেকে সরে গিয়ে তা যেন ধুলোয় মিশে যায়। তবুও আমার অনুভূতিগুলোকে ভোঁতা করার প্রচেষ্টাসমূহ সফল হয়নি—আমি আমার যৌবনের উৎসাহ ও উষ্ণতা হারিয়ে ফেলোছলাম।

এস …… হোস্টেলটা ছিল একটা উঠোনযুক্ত তিন-কামড়া বাড়ি। সেই উঠোনে ছিল একটা লোকাস্ট গাছ, আর লোকে বলত যে সেখানে একজন মহিলা গলায় দাড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল। যদিও সেই গাছটা এত বড় হয়ে উঠেছিল যে তার শাখা-প্রশাখাকে তখন আর ধরা যেত না, তবুও সেই ঘরগুলো পরিত্যক্ত ছিল। কয়েক বছর আমিই সেখানে বসবাস করি এবং প্রাচীন পুঁথি থেকে কপি করি। খুব কম লোকই আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসত, পুঁথিগুলো থেকে কোন রাজনৈতিক সমস্যার বা বিষয়ের উদ্ভব হত না, আর এভাবেই দিনগুলো শান্তিতে কেটে যেত, আর তা-ই আমি চেয়েছিলাম। গ্রীষ্মের রাত্রিগুলোতে যখন মশার উৎপাত বাড়ত, আমি সেই লোকাস্ট গাছের নীচে বসে আমার হাতপাখাটা দোলাতাম এবং ঘন পাতার মধ্যে দিয়ে নীল আকাশের টুকরোগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতাম। মাঝে মাঝে তখন অসময়ের বরফ-শীতল শুঁয়োপোকা আমার ঘাড়ে এসে পড়ত।

মাঝে মাঝে আমার সাথে গল্প করার জন্য একমাত্র যিনি আসতেন, তিনি হলেন আমার পুরোনো বন্ধু জিন জিনই। নড়বড়ে টেবিলের উপর তার বিশাল পোর্টফোলিওটা রেখে, তিনি তার লম্বা জোব্বাটা খুলে ফেলতেন এবং আমার বিপরীত দিকে বসতেন। তাকে দেখে মনে হত যে তার হৃদপিণ্ড তখনও দ্রুত ধক্‌ধক্‌ করছে, কারণ তিনি কুকুরকে খুব ভয় পেতেন।

"এগুলো কপি করে কি হবে?" কোন একরাত্রে, আমার কপিকরা লেখার পাতাগুলো নেড়েচেড়ে জানবার জন্য তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন।

"ওগুলো কোন কাজেই লাগবে না।"

"তাহলে ওগুলো কপি করার অর্থ কি?"

"কোন অর্থই নেই।"

"আপনি কিছু লেখেন না কেন?……"

আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম। ওরা 'নিউ ইউথ'* প্রকাশ করছিলেন, কিন্তু তার যেহেতু পক্ষে বা বিপক্ষে কোন প্রতিক্রিয়াই দেখা যায় নি, কোন সন্দেহ নেই যে ওরা একাকী বোধ করছিলেন। যাহোক আমি বললাম ঃ

"মনে করুন একটি লোহার বাড়ীতে একটিও জানলা নেই এবং আপাতভাবে তা ভাঙাও যাবে না ; সেখানে যারা রয়েছে তারা গভীর ঘুমে মগ্ন এবং অচিরেই তারা দম বন্ধ হয়ে মরে যাবে। ঘুমের মধ্যে মরে গেলে তারা মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করবে না। এখন যদি আপনি হাল্কা ঘুমের কয়েকজনকে চিৎকার করে ডেকে তুলে দেন এবং সেই কয়েকটি দুর্ভাগাকে এই সুনিশ্চিত মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করান, আপনি কি সত্যিই মনে করেন যে আপনি তাদের ভাল করলেন ?"

"যদি কয়েকজন জেগে ওঠে, তবে আপনি বলতে পারেন না যে, সেই লোহার বাড়িটা ধ্বংস করার কোনই আশা নেই।"

সত্যিকথা, আমার নিজের দৃঢ় বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও, আমি আশাকে অস্বীকার করতে পারি নি, কারণ আশা ভবিষ্যতের জিনিস। তার বিশ্বাসের দৃঢ়তাকে খন্ডন করার মতো আমার কাছে কোন নেতিবাচক উদাহরণ নেই। সুতরাং আমি শেষ পর্যন্ত লিখতে রাজী হলাম, আর তারই ফলে আমার প্রথম গল্প "জনৈক উন্মাদের রোজনামচা"। এবং একবার শুরু করে আমি আর থামতে পারি নি বরং আমার বন্ধুদের মজার জন্য আমি মাঝে মাঝেই এক ধরণের ছোটগল্প লিখতে থাকি। এবং শেষ পর্যন্ত আমি এক ডজনেরও বেশী গল্প লিখে ফেলি।

আমার নিজের কথা বললে বলতে হয়, আমার নিজের মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য আমি আর কোন বৃহত্তর প্রেরণা অনুভব করি না ; তবুও, সম্ভবতঃ যেহেতু আমি আমার অতীত একাকীত্বের দুঃখের কথা ভুলতে পারি নি, আমি মাঝে মাঝে সেইসব যোদ্ধাদের উৎসাহ দেবার জন্য চিৎকার করি যারা একাকীত্বের মধ্যে দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে, যাতে তারা ভগ্নহৃদয় না হয়ে পড়ে। আমার চিৎকার সাহসী না বিমর্ষ, বিরক্তিকর না হাস্যকর, আমি তা গ্রাহ্য করি না। যাহোক, যেহেতু এটা যুদ্ধের ডাক, স্বাভাবিকভাবেই আমি আমার সেনাধ্যক্ষের আদেশ মেনে চলব। সেইকারণেই আমি প্রায়শঃই বক্রোক্তির আশ্রয় নিয়ে থাকি,

* সামন্তবাদকে আক্রমণ করে ও মার্কসবাদী চিন্তাধারা প্রচার করে এই পত্রিকাটি ১৯১৯ সালের ৪ঠা মে আন্দোলনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। জিন জিনই হচ্ছে 'নিউ ইউথ' এর অন্যতম সম্পাদক কিউইয়ান জুয়াংটং-এর ছদ্মনাম

যেমন "ওষুধ" গল্পে ছেলেটির কবরে আমি শূন্য থেকে একটি ক্রোধের প্রকাশ ঘটিয়েছিলাম, তেমনি "আগামীকাল" গল্পে আমি বলি নি যে চতুর্থ সানের স্ত্রী কখনোও তার ছোটছেলের স্বপ্ন দেখে নি। কারণ সেই সময়ে আমাদের সেনাধ্যক্ষ নিরাশাবাদের বিরুদ্ধে ছিলেন। আর আমি, আমার দিক থেকে, আমার প্রচণ্ড তিক্ত একাকীত্বের দ্বারা সেইসব যুবকদের বিষাক্ত করতে চাই না যারা এখনও সুখ-স্বপ্ন দেখেছে, ঠিক যৌবনে আমি যেমন দেখতাম।

তাহলে, এটা স্পষ্ট যে আমার গল্পগুলো আদৌ শিল্পকর্ম হয়ে উঠতে পারে নি; সুতরাং আমি অবশ্যই নিজেকে অন্ততঃ সৌভাগ্যবান মনে করব কারণ এখনও ওগুলোকে গল্প বলে মনে করা হচ্ছে এবং এক খণ্ডে সেগুলো প্রকাশ করা হচ্ছে। যদিও এই সৌভাগ্যে আমি অস্বস্তি বোধ করছি, যেভাবেই হোক আপাততঃ মানুষের জগতে সেগুলো পড়ার মতো পাঠক যে আছে এই চিন্তা আমাকে এখনও আনন্দ দিচ্ছে।

সুতরাং এখন যেহেতু আমার গল্পগুলি একখণ্ডে পুনর্মুদ্রিত হচ্ছে, উপরে বর্ণিত কারণের জন্যই আমি এর নাম পছন্দ করে দিলাম "যুদ্ধের ডাক"।

বেইজিং ৩. ১২. ১৯২২

অনুবাদ : সমর ঘোষ

একটি প্রতিভার অপেক্ষায়

[১৯২৪ সালের ১৭ই জানুয়ারী বেইজিং নর্মাল য়ুনিভার্সিটির মিডল স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রদের নিকট প্রদত্ত ভাষণ]

আমার আশঙ্কা, আমার এই কথাগুলি আপনাদের কাজে লাগবে না, বা আগ্রহের সৃষ্টি করতে পারবে না কারণ, বস্তুতঃপক্ষে আমার কোনো বিশেষ জ্ঞান নেই। কিন্তু বহুকাল এসব থেকে দূরে থাকার পর শেষ পর্যন্ত কয়েকটি কথা বলার জন্য আমাকে এখানে আসতে হয়েছে।

আমার মনে হয় যে লেখক ও শিল্পীদের কাছে আজ যে অসংখ্য দাবি আমাদের রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম সোচ্চার হয়েছে একটি প্রতিভার দাবি। আর তা থেকে দুটি জিনিস সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ঃ প্রথমতঃ, ঠিক এখন চীনদেশে কোনো প্রতিভা নেই; দ্বিতীয়তঃ, আমাদের আধুনিক শিল্প-সাহিত্যে প্রত্যেকেই বীতশ্রদ্ধ ও ক্লান্ত। সত্যিই কি কোনো প্রতিভা নেই? তা থাকতেও বা পারে, তবে আমরা একটিও দেখি নি, অন্যরাও কেউ দেখেন নি। সুতরাং আমাদের চোখ আর কানের বিচারে আমরা বলতে পারি যে শুধু যে প্রতিভা নেই তা-ই নয়, এমন কি, একটি প্রতিভা সৃষ্টি করতে সমর্থ জনসাধারণও নেই।

প্রতিভা প্রকৃতির কোনো উদ্ভট সৃষ্টি নয়, যা গভীর জঙ্গলে বা নির্জন প্রান্তরে আপনা-আপনি জন্মায়; বরং তা এমন কিছু, এক ধরনের জনসাধারণ যার জন্ম দেন ও লালন-পালন করেন। সুতরাং এ ধরনের জনগণ ছাড়া কোনো প্রতিভা হতে পারে না। আল্পস্ পর্বত অতিক্রম করার সময় একদা নেপোলিয়ান ঘোষণা করেছিলেন, "আমি আল্পসের চেয়ে উঁচু!" কিন্তু অবশ্যই আমাদের ভুললে চলবে না যে এই বাগাড়ম্বর কথা বলার সময় তাঁর পিছনে কি বিশাল সৈন্যবাহিনী ছিল। এই সৈন্যবাহিনী না থাকলে অপরদিকের শত্রুর হাতে তিনি সহজেই বন্দী হতেন অথবা পিছু হটতেন; আর তখন, বীরত্বপূর্ণ মনে হওয়া তো দূরের কথা, তাঁর আচরণ পাগলের মতো মনে হতো। তাই আমার মনে হয় একটি প্রতিভার আবির্ভাবের প্রত্যাশা করার আগে প্রথমে আমাদের দাবি হওয়া উচিত প্রতিভা সৃষ্টিতে সমর্থ জনগণ চাই। একইভাবে, আমরা যদি

সুন্দর সুন্দর গাছ এবং মনোরম ফুল চাই, তাহলে আগে আমাদের ভালো জমি তৈরী করতেই হবে। বস্তুতঃপক্ষে ফুল এবং গাছের চেয়ে মাটি বেশী গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তা ছাড়া কিছুই জন্মাতে পারে না। ফুল এবং গাছের পক্ষে মাটি হচ্ছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, ঠিক যেমন ছিল নেপোলিয়নের ক্ষেত্রে সৈন্যদল।

তবু এখনকার কথাবার্তা আর ধরন-ধারণের বিচারে প্রতিভার দাবি আর তাকে ধ্বংসের প্রচেষ্টা অংগাংগিভাবে যুক্ত—যে মাটিতে তা জন্মাতে পারতো এমনকি তাও কেউ কেউ ঝেঁটিয়ে বিদায় করছেন। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক ঃ

প্রথমতঃ ধরুন, "জাতীয় সংস্কৃতির পুনরুদ্ধার"। যদিও চীনদেশে নব্য ভাবধারা কখনোই খুব বেশী প্রবেশ করতে পারে নি, তবু একদল বৃদ্ধ—যুবকেরাও—ইতিমধ্যেই হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছেন এবং আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি নিয়ে পাগলের মত বক্তৃতা করতে শুরু করেছেন। তাঁরা আমাদের জোর দিয়ে বলেন, "চীনে অনেক ভালো ভালো জিনিস আছে। পুরাতনের অনুশীলন ও সংরক্ষণের পরিবর্তে নতুনের পিছনে ছুটে বেড়ানো আমাদের পূর্বপুরুষের উত্তরাধিকারকে বাতিল করার মতোই বাজে জিনিস।" অবশ্য আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরার বিষয়টার অনেক গুরুত্ব রয়েছে; কিন্তু আমি বিশ্বাস করতে পারি না যে, পুরোনো জ্যাকেটটি ধুয়ে ভাঁজ করে রেখে দেবার আগে নতুন কোনো জ্যাকেট তৈরী করা যায় না। ব্যাপারটা এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে প্রত্যেকেই যা খুশী তাই করতে পারে ঃ যাঁরা জাতীয় সংস্কৃতির পুনরুদ্ধার করতে চান সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকেরাও ইচ্ছেমত দক্ষিণের জানালার ধারে বসে অপ্রচলিত পুঁথিগুলোর উপর মনপ্রাণ ঢেলে দিতে পারেন আর যুবকেরা তাঁদের সমসাময়িক গ্রন্থ এবং আধুনিক শিল্পকলা গ্রহণ করতে পারেন। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যেকে তার নিজস্ব ধারা অনুসরণ করবেন, ততক্ষণ খুব একটা ক্ষতি হবে না। কিন্তু নিজেদের ছত্রছায়ায় অন্যদের আনতে গেলে তার অর্থ হবে চীনকে পৃথিবীর বাকী দেশগুলি থেকে চিরতরে বিচ্ছিন্ন করা। প্রত্যেকের কাছে এরকম দাবি করা হবে আরো অধিক অবাস্তব! দুর্লভ ও অদ্ভুত জিনিসের কারবারীদের সংগে যখন আমরা কথা বলি, তখন তারা স্বভাবতই তাদের অদ্ভুত জিনিসগুলির প্রশংসা করে, কিন্তু তারা চিত্রকর, কৃষক, শ্রমিক বা অন্যদেরকে তাদের পূর্বপুরুষদের ভুলে যাবার জন্য নিন্দা করে না। আসলে তারা অনেক ঐতিহ্যবাহী পণ্ডিত ব্যক্তির চেয়ে অনেক বেশী বুদ্ধি রাখে।

তারপর ধরুন, "মৌলিক রচনার কন্দনা"। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় এটা প্রতিভার দাবির সংগে যথেষ্ট সংগতিপূর্ণ ; কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। ভাবের জগতে তা উগ্র জাতীয়তাবাদকে উষ্ণ চুম্বন করে এবং এভাবে তা আন্তর্জাতিক মতবাদের স্রোত থেকেও চীনকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। যদিও অনেকেই ইতিমধ্যে তলস্তয়, তুর্গেনিভ ও দস্তয়েভস্কির নাম শুনে শুনে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, কিন্তু তাঁদের কখানা বই চীনা ভাষায় অনূদিত হয়েছে? যাঁরা আমাদের নিজ দেশের সীমানার বাইরে তাকান না, তাঁরা তো পিটার ও জনের মতো নামও অপছন্দ করেন এবং কেবলমাত্র তৃতীয় চ্যাং বা চতুর্থ লি-এর বই-ই পছন্দ করেন ; আর এভাবেই আমরা মৌলিক রচনাকারদের পাই। প্রকৃতপক্ষে তাঁদের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ তাঁরাও বিদেশী লেখকদের কাছ থেকে কেবলমাত্র কিছু প্রয়োগ-কৌশল বা প্রকাশ-ভংগী ধার করে নিয়েছেন। তাঁদের ষ্টাইল যতই ঝকঝকে মনে হোক না কেন, তাঁদের রচনার বিষয়বস্তু স্বভাবতই অনুবাদ-কর্মের চেয়ে অনেক নিম্নমানের হয় এবং গতানুগতিক চীনা ধরন-ধারণের সংগে খাপ খাওয়াবার জন্য তাঁরা এমন কি কতকগুলি পুরানো ভাবধারার মধ্যেও সেঁধিয়ে যান। কিন্তু তাঁদের পাঠকেরা এই ফাঁদে পড়েন, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাঁরা পুরাতনের অবশেষের মধ্যে কোণঠাসা হয়ে পড়েন, তাঁদের দৃষ্টিভংগী ক্রমেই সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। যা কিছু ভিন্ন ধরনের তার অবলোপ এবং জাতীয় সংস্কৃতির গুণকীর্তনের জন্য যখন লেখক ও পাঠকদের মধ্যে এরকম একটা দুষ্টচক্র বর্তমান রয়েছে, তখন কেমন করে প্রতিভার জন্ম হবে? যদি কারো আবির্ভাবও হয়, তিনি টিঁকতে পারবেন না।

এধরনের জনসাধারণকে মাটি বলা যায় না, বরং ধুলো বলাই ভালো, এবং তা থেকে কোনো মনোরম ফুল বা সুন্দর গাছ জন্মাবে না।

তারপর আবার ধরুন, ধ্বংসাত্মক সমালোচনা। অনেকদিন ধরেই সমালোচকদের খুব চাহিদা ছিল, আর এখন অনেকেই আবির্ভূত হয়েছেন। দুঃখের বিষয়, তাদের মধ্যে একটা বড় সংখ্যক প্রকৃত সমালোচক নন বরং ছিদ্রান্বেষী। যেইমাত্র তাঁদের কাছে একটা রচনা পাঠানো হয়, তাঁরা বিরক্তির সংগে কালিতে কলম ডোবান এবং এই উৎকৃষ্ট রায়টি দিতে তাঁদের বিন্দুমাত্র সময় লাগে না: "আরে, এ তো [illegible]। চীনে একটি প্রতিভার দরকার!" পরবর্তীকালে যাঁরা সমালোচক নন তাঁরাও তাঁদের কাছে শেখেন এবং উচ্চগ্রামে
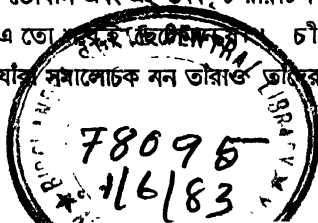
একই চিৎকার শুরু করে দেন। প্রকৃতপক্ষে, এমনকি একজন প্রতিভারও জন্মের প্রথম চিৎকার একটি সাধারণ শিশুর মত একই রকম ঃ সম্ভবতঃ তা একটা সুন্দর কবিতা হতে পারে না। আর ছেলেমানুষী মনে করে যদি কোনো কিছু পায়ের তলায় ফেলে মাড়িয়ে যান, তাহলে তার তো শুকিয়ে মরে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। আমি অনেক লেখককে দেখেছি, যাঁরা নিন্দার চোটে ভয়ে চুপ মেরে গেছেন। নিঃসন্দেহে তাদের মধ্যে কোনো প্রতিভা ছিল না, কিন্তু এমনকি আমি সাধারণদেরও বাঁচিয়ে রাখতে চাই।

অবশ্য ধ্বংসাত্মক সমালোচকরা নবপল্লবিত অংকুরগুলির উপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে আনন্দ পান। যাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত তাঁরা হচ্ছেন অংকুরিত পল্লব—সাধারণ নবপল্লব, আর তার সাথে প্রতিভার নবপল্লব। ছেলেমানুষীতে কোনো লজ্জার বিষয় নেই, কারণ রচনার ক্ষেত্রে ছেলেমানুষী আর পরিণতির মধ্যে পার্থক্য হল মানবজীবনে শৈশব আর পরিণত মানুষের যে পার্থক্য তাই। কোনো লেখা ছেলেমানুষের মত শুরু হলে সেই লেখকের লজ্জা পাবার কিছু নেই, কারণ তাকে যদি পদদলিত না করা হয় তাহলে সে একদিন বাড়তে বাড়তে পরিণত হবে। যেটা শোধরানো যায় না তা হল অবক্ষয় আর দুর্নীতি। যাঁরা ছেলেমানুষী করেন তাঁদের আমি ছেড়ে দিতে প্রস্তুত—তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত প্রবীণ অথচ অন্তরটা শিশুর মত—প্রকাশভঙ্গী হয়ত শিশুর মত ; নিজেদের আনন্দের জন্যই সরলভাবে কথা বলেন ; আর কথাগুলি যখন বলা হয় বা ছেপে প্রকাশিত হয়, তখনই তাঁদের কাজ শেষ হয়ে যায়। তারা যে মতবাদই পোষণ করুন না কেন কোনো সমালোচকের কথাতেই কান দেবার প্রয়োজন নেই।

আমি সাহস করে বলতে পারি যে বর্তমান দলের অন্তত নয় দশমাংশ মানুষ চাইছেন যে একজন প্রতিভাবানের আবির্ভাব হোক। তবু, বর্তমান যা অবস্থা, একজন প্রতিভার জন্ম দেওয়া কেবল যে কঠিন শুধু তাই নয়, যে মাটিতে প্রতিভার জন্ম হবে সেরকম মাটি তৈরী করাও কঠিন। আমার মনে হয় প্রতিভা যেমন জন্মগত ব্যাপার, তেমনি তাঁকে লালন-পালন করার জন্য যে কেউ সেই মাটি হতে পারে। প্রতিভার দাবির চেয়ে মাটির ব্যবস্থা করা আমাদের ক্ষেত্রে বেশী বাস্তব-সম্মত ; কারণ তা না হলে এমন কি আমাদের যদি একশ' প্রতিভাও থাকেন, মাটির অভাবে তাঁরা শিকড় গাড়তে সক্ষম হবেন না, যেমন, প্লেটের উপর মটরদানার অঙ্কুরের যে দশা হয় তাই হবে।

সেই মাটি হতে হলে আমাদের অবশ্যই আরও উদার মনোভাবাপন্ন হতে হবে। অন্যভাবে বলতে গেলে, আমরা অবশ্যই নতুন ভাবধারাকে গ্রহণ করবো এবং পুরোনো বন্ধন থেকে নিজেদের মুক্ত করবো, যাতে কিনা আমরা ভবিষ্যতের যে কোনো প্রতিভাকে গ্রহণ ও প্রশংসা করেতে পারি। খুব ছোট কাজকেও আমাদের অবজ্ঞা করা উচিত নয়। মৌলিক রচনাকারেরা তাঁদের লেখা চালিয়ে যাবেন; অন্যরা অনুবাদ করবেন, ভূমিকা লিখবেন, রসাস্বাদন করবেন, পড়বেন অথবা সময় কাটাবার জন্য সাহিত্য নিয়ে থাকবেন। সাহিত্য নিয়ে সময় কাটানো বললে হয়তো শুনতে খারাপ লাগবে, কিন্তু পায়ের তলায় মাড়িয়ে যাওয়ার চেয়ে এটা অন্ততপক্ষে ভালো।

অবশ্যই এই মাটির সঙ্গে প্রতিভার তুলনা চলে না, কিন্তু যতক্ষণ আমরা লেগে না থাকতে পারছি এবং কষ্ট করতে পরাঙ্মুখ না হচ্ছি, ততক্ষণ মাটি হওয়াটাও কঠিন। তবু, চেষ্টা থাকলেই উপায় হয়, আর কেবল কুঁড়ের মত ঈশ্বরপ্রেরিত প্রতিভার আগমনের পথ চেয়ে থাকার চেয়ে আমাদের সাফল্যের আরো ভালো সুযোগ রয়েছে এখানেই। এখানেই রয়েছে মহান প্রত্যাশা, আর সেই মাটির শক্তি ও তার পুরস্কার। কারণ, যখন মাটি থেকে একটা সুন্দর ফুল ফোটে, তখন যারা তাকে দেখে সেই দৃশ্য থেকে স্বভাবতই তারা, এমনকি মাটি নিজেও আনন্দ পায়। তোমার বাসনাকে উন্নীত করার জন্য তোমার নিজের ফুল হবার দরকার নেই, যদি না সবসময়েই মাটির নিজেরও একটা বাসনা থাকে।

১৭.১১.১৯২৪

অনুবাদ: শ্যামল মৈত্র

আকস্মিক ধারণা (৪)

এ কথাগুলো আমি বিশ্বাস করতাম যে চব্বিশটা রাজবংশের ইতিহাস শুধুমাত্র "পরস্পর হত্যার দলিল" বা "শাসকবর্গের পারিবারিক ইতিহাস"। পরে, যখন আমি নিজে সেগুলো পড়ি আমি বুঝতে পারলাম যে এটা একটা ভ্রান্ত ধারণা।

এই সমস্ত ইতিহাস চীনের আত্মার ছবিকে ফুটিয়ে তোলে এবং দেশের ভবিষ্যত কী হবে তার ইঙ্গিত দেয়, কিন্তু ফুলের মতো বাক্যালংকার ও আজেবাজে কথার এত গভীরে এই সত্যটি নিহিত রয়েছে যে তা ধরতে পারা খুবই কঠিন; ঠিক যেমন ঘন বনানীর ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো জলাভূমিতে ছড়িয়ে পড়লে শুধুমাত্র কিছু ছায়ার নকশা দেখতে পাওয়া যায়, তেমনি। আর তবুও আমরা যদি বেসরকারী নথিপত্র ও কাহিনী পড়ি বিষয়টা আমরা আরো সহজে বুঝে উঠতে পারি, কারণ এখানে অন্ততঃ লেখকদের সরকারী ঐতিহাসিকদের মতো কোন আবরণের আশ্রয় নিতে হয়নি।

কুইন এবং হান্ রাজত্বকাল আমাদের কাছ থেকে এত অতীতের এবং এত ভিন্ন যে আলোচনার অযোগ্য। য়ুয়ান রাজত্বকালে সামান্য কিছু নথিপত্র লেখা হয়েছিল। কিন্তু তাং, সুং এবং মিং রাজত্বের অধিকাংশ বর্ষপঞ্জী আমাদের কাছে এসেছে। এবং আমরা যদি পাঁচটি রাজত্বকাল অথবা দক্ষিণে সুং রাজত্বকালে নথিভুক্ত ঘটনাবলী এবং মিং রাজবংশের শেষের অংশের সঙ্গে বর্তমান অবস্থার তুলনা করি, তাদের মধ্যে সাদৃশ্য দেখে অবাক লাগে। এটা মনে হয় যে কালের পরিক্রমায় চীন একাই যেন অক্ষত রয়ে গেছে। আজকের চীন প্রজাতন্ত্র এখনও সেই অতীত যুগের চীন।

আমরা যদি মিং রাজত্বের শেষভাগের সঙ্গে আমাদের যুগের তুলনা করি, আমাদের চীন ততখানি দুর্নীতিপূর্ণ, বিচ্ছিন্ন, নিষ্ঠুর বা স্বৈরাচারী নয়—আমরা এখনও শেষ সীমায় পৌঁছে যাইনি।

কিন্তু মিং রাজত্বের শেষের বছর কয়টি দুর্নীতি এবং বিচ্ছিন্নতাও চরম সীমায় পৌঁছয়নি, কারণ লি জি-চেং এবং ঝ্যাং জিয়ানঝং বিদ্রোহ করেছিলেন। এবং

তাদের নিষ্ঠুরতা ও স্বৈরাচারও চরম হয়ে ওঠেনি এ কারণে যে, চীনে মাঞ্চুবাহিনী ঢুকে পড়েছিল।

"জাতীয় চরিত্রের" পরিবর্তন ঘটানো কি এতই কঠিন ব্যাপার হতে পারে? তাই যদি হয় আমরা অল্পবিস্তর অনুমান করতে পারি আমাদের ভাগ্য কী হবে। প্রায়ই যেমন বলা হয়ে থাকে, "সেই পুরোনো গল্পেরই পুনরাবৃত্তি হবে।"

কিছু লোক সত্যিই চালাক। তারা কখনোই অতীত নিয়ে তর্কে নামেন না, বা অতীত শাসন সম্পর্কে প্রশ্ন করেন না। পূর্বতনেরা যা করেছেন আমরা আধুনিকরা তা করতে পারি। এবং অতীতকে রক্ষা করাই হল আমাদের নিজেদের রক্ষা করা। এছাড়া "একটি মহিমান্বিত জাতির গৌরবোজ্জ্বল বংশধর" হিসেবে আমাদের পূর্বপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করার সাহস আমরা কী করে পাব?

সৌভাগ্যবশতঃ একথা কেউ নিশ্চিতভাবে বলতে পারেন না যে কখনই জাতীয় চরিত্রের পরিবর্তন হবে না। এবং যদিও এই অনিশ্চয়তার অর্থ হল এই যে আমাদের নিশ্চিহ্ন করার হুমকির সম্মুখীন হওয়া—যে অভিজ্ঞতা আমরা আগে কখনো পাইনি—আমরা একটি জাতীয় পুনরুজ্জীবনেরও আশা করতে পারি যা একইভাবে অভূতপূর্ব। এতে সংস্কারকদেরও কিছুটা স্বস্তি হতে পারে।

কিন্তু এমনকি এই সামান্য স্বস্তিও, যাঁরা প্রাচীন সংস্কৃতি নিয়ে গর্ব করেন তাঁদের কলমের খোঁচায় বাতিল হয়ে যেতে পারে, যাঁরা বর্তমান সংস্কৃতিকে অপবাদ দেন তাঁদের কথায় তলিয়ে যেতে পারে, অথবা যাঁরা নিজেদের আধুনিক সংস্কৃতির প্রবক্তা হিসেবে জাহির করেন তাঁদের কার্যধারায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে। কারণ "এটাও সেই পুরোনো গল্পেরই পুনরাবৃত্তি হবে।"

প্রকৃতপক্ষে, এইসব লোকেরা এক শ্রেণীতে পড়েনঃ এরা সকলেই চতুর লোক, এরা জানেন যে এমনকি যদি চীন ভেঙেও পড়ে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না কারণ, তারা পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেদের সর্বদা খাপ খাইয়ে নিতে পারেন। এতে যদি কারোর সন্দেহ থাকে তাকে কুইং রাজত্বকালে মাঞ্চুসৈন্যের পরাক্রমশক্তির প্রশস্তিতে এবং "আমাদের মহান শক্তিসমূহ" ও "আমাদের সেনাবাহিনী" এইসব নামেভরা চীনাদের প্রবন্ধগুলো পড়তে দিন। কে ভাবতে পেরেছিল যে এই সেনাবাহিনীই আমাদের জয় করেছিল? কেউ এই ধারণার বশবর্তী হতে পারেন যে কিছু দুর্নীতিপূর্ণ বর্বরদের নিশ্চিহ্ন করতে চীনারা অভিযান চালিয়েছিল।

কিন্তু এরকম লোকেরা যেহেতু সর্বদা উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হয়ে থাকেন, ধরে নেওয়া যায় যে তারা কখনই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবেন না। চীনে তারাই সর্বতোভাবে বেঁচে থাকার যোগ্য; এবং যতদিন তারা বেঁচে থাকবেন চীন তার পূর্ব অদৃষ্টের পুনরাবৃত্তিতে কখনও ক্ষান্ত থাকবে না।

"বিশাল ভূখন্ড, অফুরন্ত সম্পদ আর একটি বিশাল জনগণ"—এই অপূর্ব বস্তু নিয়ে আমরা কি শুধুই বৃত্তাকারে ঘুরে চলতে পারি?

১৬. ২. ১৯২৫ অনুবাদ: দেবব্রত পাল

যোদ্ধা এবং মাছিরা*

স্কোপেনহয়র বলেছেন যে মানুষের মহত্ত্ব বিচারে আধ্যাত্মিক গঠন এবং দৈহিক আকার নিয়ন্ত্রণকারী নিয়মগুলি পরস্পর বিপরীতধর্মী। কারণ আমাদের কাছ থেকে তারা যত এগিয়ে থাকবে, মানুষের দেহ তত ছোট হবে এবং ততই তাদের চেতনা বিরাট হয়ে দেখা দেবে।

একজন মানুষকে কাছ থেকে দেখলে সামান্যই বীর বলে মনে হয়, সেখানে তার কলঙ্ক এবং ক্ষতগুলো স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়, তাকে আমাদেরই একজনের মতো মনে হয়, ভগবান, অতিপ্রাকৃতীয় কোনো প্রাণী বা অদ্ভুত নতুন জাতের কোনো প্রাণীর মতো মনে হয় না। সে নিছকই একজন মানুষ। কিন্তু এখানেই সংক্ষেপে তার মহত্ত্ব বিরাজ করে।

যখন একজন যোদ্ধা যুদ্ধে নিহত হন, প্রথম জিনিস যা মাছিরা লক্ষ্য করে তা হল তার কলঙ্ক এবং ক্ষত চিহ্নগুলো। তারা গুঞ্জন তুলে তাদের চোষে, আর এই ভেবে আনন্দ পায় যে নিহত যোদ্ধাটির থেকেও তারা বড় বীর। এবং যেহেতু যোদ্ধাটি মৃত এবং তাদের তাড়িয়ে দেয় না, মাছিরা আরও উচ্চস্বরে গুঞ্জন করতে থাকে আর কল্পনা করে যে তারা অমর সুর রচনা করছে, কারণ তারা তার থেকে অনেক বেশী সম্পূর্ণ এবং নিখুঁত।

সত্যি কথা, মাছিদের কলঙ্ক এবং ক্ষতের দিকে কেউ কোনো দৃষ্টিপাত করে না।

তথাপি যোদ্ধাটি তার সমস্ত কলঙ্ক নিয়েও একজন যোদ্ধা, আর সর্বতোভাবে সম্পূর্ণ এবং নিখুঁত মাছিরা শুধুমাত্র মাছিই।

গুনগুন করে যাও মাছিরা! তোমাদের পাখনা থাকতে পারে এবং তোমরা গুনগুন করতে পারো, কিন্তু তোমরা কীটেরা, কখনই একজন যোদ্ধাকে ছাড়িয়ে যেতে পারবে না!

২১. ৩. ১৯২৫ অনুবাদ : দেবব্রত পাল

* যোদ্ধা বলতে ডঃ সুন ইয়াৎ সেন ও ১৯১১ সালের বিপ্লবের শহীদদের এবং মাছি বলতে প্রতিক্রিয়াশীলদের ভাড়াটে লোকদের উল্লেখ করা হয়েছে।

শিক্ষক

সম্প্রতি যুবসম্প্রদায় নিয়ে আলোচনা একটা শৌখীন বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে ঃ এছাড়া আর কিছু নিয়ে আলোচনা নেই। কিন্তু, নিশ্চয়ই সব যুবকই এরকম নয়? কেউ জেগে আছে, কেউ ঘুমিয়ে, কেউ অর্ধচেতন, কেউ শুয়ে আর কেউ নিজেরা আনন্দে মশগুল—কয়েকটিমাত্র উল্লেখ করলাম। আরো অন্যেরাও আছে, নিশ্চয়ই যারা সামনের দিকে এগুতে চায়।

যারা সমুখপানে চলতে চায়, সেই তরুণেরা সাধারণতঃ একজন শিক্ষক খোঁজে। যাইহোক, আমি সাহস করে বলতে পারি যে তারা এমন একজনও খুঁজে পাবে না। তবুও যদি ব্যাপারটা তাই হয়, তাহলে তারা ভাগ্যবান; কারণ, যারা নিজেদের চেনেন এবং নিজেদের সীমাবদ্ধতা জানেন তারা অসম্মত হবেন, আর যারা নিজেদের প্রতি বিশ্বস্ত তারা নির্ভরযোগ্য প্রথপ্রদর্শক নাও হতে পারেন। যারা নিজেদের পথপ্রদর্শক ভাবেন তারা সকলেই সেই বয়স পেরিয়ে গেছেন, যে বয়সে একজন মানুষ "দৃঢ়ভাবে দাঁড়ায়"। [কনফুসিয়াস বলেছিলেন যে তিনি ত্রিশ বছর বয়সে "দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছিলেন"। একজন মানুষের বয়স যে ত্রিশ বছর, এটা বোঝানোর জন্যই পরবর্তীকালে এই উক্তিটি ব্যবহার করা হত।] তাদের চুল পেকেছে, মনটা বুড়িয়ে গেছে, তারা কৌশলী এবং তৎপর—এই পর্যন্তই, তবুও তারা নিজেদের পথপ্রদর্শক হিসেবে উপস্থাপন করেন। যদি তারা সত্যিই পথটা জানতেন, তাহলে শিক্ষক হয়ে না থেকে তারা লক্ষ্যপথে এগিয়ে যেতেন। যে-সাধুরা বৌদ্ধশাস্ত্র প্রচার করেন এবং যে-তাও-পন্থীরা অমৃতের ফেরিওয়ালা, তারাও একদিন আর সকলের মত সাদা হাড়ে পরিণত হবেন; তবুও মানুষ অমরত্বের মহান সত্য জানতে তাদের কাছে যায়। হাস্যকর বটে!

মনে রাখবেন, আমি এধরণের লোকদের পুরোপুরি নিন্দা করি না; এদের সঙ্গে কথা বলতে দোষ নেই। কেউ কেবল বাণী দিতে পারেন, অন্যেরা কেবল লিখতে পারেন; আর আপনি যদি ভাবেন যে তারা মুষ্টিযুদ্ধ করবেন তাহলে সেটা আপনার ভুল। তারা যদি মুষ্টিযুদ্ধ করতে পারতেন তাহলে তারা

অনেক আগেই তা করতেন ; কিন্তু তাহলে সম্ভবতঃ আপনি চাইতেন যে তারা ডিগবাজী খাক।

কিছুসংখ্যক যুবক এই বিষয়কে কেন্দ্র করে জেগে উঠেছে বলে মনে হয়। আমার মনে আছে, যখন 'বেইজিং নিউজ' এর ক্রোড়পত্রে যুবকদের পাঠ্যবিষয় সম্পর্কে মতামত জানতে চাওয়া হল, তখন কোনো একজন আপত্তি করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত যা বলেছিলেন তাতে বোঝা গেল পাঠক নিজেই একমাত্র নির্ভর-যোগ্য বিচারক। আমি সাহস করে আরেক পা অগ্রসর হয়ে বলতে চাই যে এমনকি পাঠকও সর্বদা ভাল বিচারক নাও হতে পারে, যদিও এটা অনেকটা মোহভঙ্গের মত শুনতে লাগে।

আমাদের অধিকাংশের স্মৃতি দুর্বল। এতে অবাক হবার কেছু নেই, কারণ জীবনে প্রচুর যন্ত্রণা আছে, বিশেষতঃ চীনদেশে ! প্রখর স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন মানুষ দুঃখকষ্টের চাপে ভেঙে গুঁড়িয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হতে পারে ; কেবল দুর্বল-স্মৃতির লোকেরাই সুখে জীবন যাপন করে, কারণ তারাই বেঁচে থাকার যোগ্যতম। আমাদের কিছু স্মৃতিশক্তি আছে এবং তাই আমরা অনুভব করার জন্য চিন্তা করতে পারি যে "গতকাল ভুল হয়েছিল, কিন্তু আজ ঠিক হয়েছে", "মানুষ বলে এক রকম, কিছু বলতে চায় অন্য রকম", "আমার বর্তমানের সত্তা আমার অতীতের সত্তার সাথে লড়াই করছে।" আমরা যখন অনাহারে ছিলাম তখনও অন্যের খাবার দেখিনি, এবং দেখবার মতো কেউ ছিলও না, আমরা যখন ভয়ানক দরিদ্র ছিলাম, তখনও অন্যের অর্থের দিকে নজর দিইনি, আমরা যখন কামনার আগুনে জ্বলে পুড়ে মরছিলাম, তখনও পৃথিবীর অন্যতম সেরা সুন্দরী মহিলাটির দিকে দৃষ্টিপাত করিনি। সুতরাং আগে-ভাগে আমাদের বেশী গর্ব না করাই ভালো ; নাহলে যদি আমাদের স্মরণশক্তি থাকে তাহলে ভবিষ্যতে কোনো এক সময়ে আমরা লজ্জায় লাল হয়ে যাব।

সম্ভবতঃ যারা নিজেদের খুব নির্ভরযোগ্য বলে মনে করেন না তারাই তুলনামূলকভাবে বেশী নির্ভরযোগ্য।

কেন যুবকেরা সেই পথপ্রদর্শকদের খুঁজবে যারা নিজেদের বিজ্ঞাপিত করার জন্য চকচকে প্রচারপত্র ঝুলিয়ে রাখেন ? তাদের পক্ষে শ্রেয় হল বন্ধু খোঁজা। তাদের সঙ্গে মিলে একসাথে কোনো একদিকে এগিয়ে যাওয়া, যেখানে টিঁকে থাকা সম্ভব বলে মনে হয়। তোমার শক্তি আছে এবং তা ব্যয় করার জন্য। তুমি যদি

একটা গহন অরণ্যে আসো, তুমি তা কেটে ফেলতে পারো ; তুমি যদি এক নির্জন মরু-প্রান্তরে আসো, তুমি বৃক্ষ রোপণ করতে পারো ; তুমি যদি এক মরুভূমিতে আসো, তুমি কূপ খনন করতে পারো। কেন তুমি বুনো কাঁটা গাছের ঝোপে পরিপূর্ণ পুরোনো পথের কথা জিজ্ঞাসা করবে? কেন তুমি এইসব বিহ্বল বৃদ্ধ শিক্ষকদের খোঁজ করবে?

১১. ৫. ১৯২৫

অনুবাদ ঃ শ্যামল মৈত্র

কুমারী লিউ হেঝেন স্মরণে

১

প্রজাতন্ত্রের পঞ্চদশ বছরে ২৫শে মার্চ ন্যাশনাল বেইজিং উইমেনস নরম্যাল কলেজ লিউ হেঝেন ও ইয়াং ডেকান নামে দুটি মেয়ের স্মৃতিতে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল, ১৮ তারিখে ডুয়ান কুইরুই রাজভবনের সামনে এদের হত্যা করা হয়। হলঘরের বাইরে আমি একা পায়চারী করছিলাম, কুমারী চেং আমার কাছে এল।

"স্যর, আপনি কি লিউ হেঝেন সম্পর্কে কিছু লিখেছেন?"

আমি উত্তর দিলাম, "না"।

"আমার মনে হয় আপনার লেখা উচিত স্যর", সে জোর দিয়ে বলল, "লিউ হেঝেন সব সময় আপনার প্রবন্ধগুলো পড়তে ভালবাসত।"

আমি এটা জানতাম। যে-সমস্ত পত্রিকা আমি সম্পাদনা করি তার প্রচার খুবই নগণ্য, খুব সম্ভবত এই কারণে যে প্রায়ই তাদের প্রকাশনা আকস্মিকভাবে বন্ধ হয়ে যেত। তবু যারা উদারভাবে সম্পূর্ণ এক বছরের জন্য 'দি ওয়াইল্ডার-নেস'-এর অর্ডার দিত, আর্থিক অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও সে ছিল তাদের মধ্যে একজন। এবং কিছু দিন ধরেই আমি ভেবেছি যে আমার কিছু লেখা উচিত কারণ, যদিও মৃতের ওপর এর কোনো প্রভাব নেই, এটাই মনে হয় সব যা জীবিতরা করতে পারে। অবশ্য এটা আমাকে বেশী আনন্দ দিত যদি আমি বিশ্বাস করতে পারতাম যে "মৃত্যুর পর আত্মা বেঁচে থাকে",—কিন্তু বর্তমানে এটাই মনে হয় সব যা আমি করতে পারি।

তবুও বাস্তবিকপক্ষে আমার কিছু বলার নেই। আমার শুধু মনে হয় যে আমরা মানুষের জগতে বাস করি না। চল্লিশটিরও বেশী তরুণ প্রাণের অস্বাভাবিক রক্তক্ষরণের মাঝে আমি বড় জোর দেখতে পারি, শুনতে পারি কিংবা দীর্ঘশ্বাস ছাড়তে পারি, সুতরাং কীই বা আমার বলার আছে? আমাদের কণ্ঠ মিলিয়ে যাবার পর আমরা বড় রকমের আক্ষেপ করিতে পারি না। আর এই ঘটনার পর থেকে তথাকথিত কিছু পণ্ডিতদের বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ কথাবার্তা

আমার একাকীত্ববোধ বাড়িয়ে দিয়েছে। আমার ক্রোধ নেই। যা মনুষ্যজগতের নয় সেই ছায়াঘন বিচ্ছিন্নতা আমি গভীরভাবে মন্থন করব এবং আমার গভীরতম শোক নিবেদন করব এই পৃথিবীকে যা মানুষেরই নয়, যা আমার যন্ত্রণায় আনন্দিত হবে। মৃতের কিরণছটার সামনে এখনো জীবিত একজনের এটাই হবে ক্ষুদ্র নিবেদন।

২

প্রকৃত যোদ্ধারা মানবতার দুঃখকষ্টের মুখোমুখি হতে সাহস রাখেন এবং রক্তপাতের দিকে অবিচলিত দৃষ্টিতে তাকান। কী তাদের দুঃখ ও আনন্দ! কিন্তু সাধারণ লোকদের জন্য সৃষ্টিকর্তার একটিই পন্থা হচ্ছে কালের স্রোতে পুরোনো চিহ্নগুলো মুছে ফেলে শুধুমাত্র ধূসর লাল রক্তচিহ্নগুলো ও একটা অর্থহীন কষ্ট রেখে দেওয়া; এবং এই আধা-অমানবিক পৃথিবীকে গতিশীল রাখতে তিনি এসবের মধ্যে মানুষকে হীনভাবে বেঁচে থাকতে দেন। কবে এরকম একটা অবস্থা ধ্বংস হবে?

এখনো আমরা এরকম একটা পৃথিবীতে বাস করছি, এবং কিছুকাল আগে ভেবেছিলাম আমি অবশ্যই কিছু লিখব। ১৮ই মার্চের পর একটা পক্ষকাল কেটে গেছে, এবং অচিরেই সেই ভুলে-যাওয়া ত্রাণকর্তা অবতরণ করবেন। এখন আমি অবশ্যই কিছু লিখব।

৩

চল্লিশজনেরও বেশী যেসব তরুণ প্রাণকে হত্যা করা হয় তাদের মধ্যে কুমারী লিউ হেঝেন ছিল আমার ছাত্রী। আমি তাকে এই ভাবেই ডাকতাম এবং এভাবেই তাকে আমি ভাবতাম। কিন্তু এখন আমি তাকে আমার ছাত্রী মনে করতে দ্বিধা বোধ করছি, কারণ এখন তাকে আমার নিবেদন করা উচিত আমার শ্রদ্ধা। সে এখন আমার মতো হীনঅস্তিত্ব-আঁকড়ে-ধরে-থাকা একজনের ছাত্রী নয়। সে একজন চীনা মেয়ে, যে চীনের জন্য প্রাণ দিয়েছে।

আমি তার নাম প্রথম দেখি গত গ্রীষ্মের প্রথমদিকে, যখন উইমেনস নরম্যাল কলেজের সভাপতি হিসেবে কুমারী ইয়াং য়িন-য়ু ছাত্রী ইউনিয়নের ছজন সদস্যাকে বহিষ্কার করেন। সে ছিল ঐ ছজনের মধ্যে একজন, কিন্তু আমি তাকে চিনতাম

না। হয়ত বা যখন লিউ বাইঝাও* তার পুরুষ ও মহিলা লেফট্যানেণ্টদের নিয়ে অভিযান চালিয়ে ছাত্রীদের কলেজ থেকে টেনে বার করে দেয়, কেবলমাত্র তার পরেই কেউ আমাকে ছাত্রীদের মধ্যে একজনকে নির্দিষ্ট করে দেখায় এবং বলে সেই হচ্ছে লিউ হেঝেন। যখন আমি তার সম্বন্ধে জানলাম, আমি গোপনে বিস্মিত হলাম। আমি সব সময় ভাবতাম, যে-ছাত্রী কর্তৃপক্ষের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারে এবং এক প্রতাপশালী সভাপতি ও তার দুষ্ট সহযোগীদের বিরুদ্ধতা করতে পারে নিশ্চয় সে বরং সাহসী ও উদ্ধত হবে ; কিন্তু প্রায় সব সময়ই তার মুখে ছিল একটা হাসি এবং তার ব্যবহার ছিল খুব অমায়িক। জংমাও হুতাং-এ অস্থায়ী থাকার-জায়গা পাওয়ার পর যখন আমরা ক্লাশ শুরু করলাম, সে আমার লেকচারে হাজির হতে আরম্ভ করল, এবং তাই আমি তাকে আরো বেশী করে দেখি। তখনো তার মুখে সবসময় একটা হাসি থাকত, এবং তার ব্যবহার ছিল খুব অমায়িক। যখন কলেজটি পুনরুদ্ধার করা হল এবং যখন আগেকার কর্মীসদস্যরা তাদের কর্তব্য সম্পন্ন হয়েছে মনে করে পদত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন, কলেজের ভবিষ্যতের জন্য উদ্বেগে তার চোখে আমি প্রথম জল দেখতে পাই। তারপর, আমার বিশ্বাস, আমি তাকে আর কখনো দেখিনি। অন্ততঃপক্ষে যতদূর আমার মনে পড়ে, সেটাই ছিল আমাদের শেষ সাক্ষাত।

৪

১৮ তারিখের সকালে জানতে পারলাম যে রাজভবনের সামনে একটা গণ-বিক্ষোভ আছে ; এবং সেই বিকেলেই ভয়াবহ খবরটা শুনলাম যে রক্ষীরা সত্যি সত্যি গুলি চালিয়েছে, তাতে কয়েকশ' লোক হতাহত হয়েছে, আর লিউ হেঝেন নিহতদের মধ্যে একজন। তবুও এইসব খবর সম্পর্কে আমার বরং সন্দেহ ছিল। আমি আমার স্বদেশবাসীদের চরম দুর্দশার কথা ভাবতে সব সময়েই প্রস্তুত, কিন্তু আমি এটা বুঝতে পারিনি বা বিশ্বাস করতে পারিনি যে এরকম ঘৃণ্য বর্বরতার কাছে আমরা নত হতে পারি। তাছাড়া হাস্যময়ী অমায়িক লিউ হেঝেনকে বিনা কারণে রাজভবনের সামনে কী করে হত্যা করা হোলো ?

* ১৯২৫ সালে শিক্ষামন্ত্রী ঝ্যাং শিঝাও ওম্যান্স নরম্যাল কলেজটি বেআইনী ঘোষণা করেন এবং লিউ বাইঝাও-এর অধীনে সেই একই দালানে একটি নতুন ওম্যান্স বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই অধিগ্রহণের সময় লিউ বলপ্রয়োগের পদ্ধতি গ্রহণ করেন।

তবু সেদিনই প্রমাণ পাওয়া গেল যে এটা সত্য—প্রমাণ তার মৃতদেহ। সেখানে আর একজনের দেহ ছিল—সেটা ইয়াং ডেকুয়ান-এর। এছাড়া এটাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে এটা শুধু হত্যাই নয় বরং নৃশংস হত্যা, কারণ তাদের শরীরে লাঠির আঘাতের চিহ্নও বর্তমান ছিল।

ডুয়ান সরকার অবশ্য তাদের "হাঙ্গামাকারী" ঘোষণা করে একটি হুকুমনামা জারি করে।

কিন্তু এরপরে একটি গুজব শোনা যায় যে তারা ছিল অন্য লোকদের চালিত পুতুল।

এই নিষ্ঠুর দৃশ্য দেখা আমি সহ্য করতে পারি নি। এমনকি এই সমস্ত গুজব শোনাও আমার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠল। সেখানে আমার আর কী বলার আছে? আমি বুঝতে পারি কেন একটা মুমূর্ষু জাতি নীরব থাকে। নীরবতা, নীরবতা! যদি না আমরা চিৎকারে ফেটে পড়ি, আমরা এই নীরবতাতেই নিঃশেষ হয়ে যাব!

৫

কিন্তু আমার আরো কিছু বলার আছে।

আমি দেখিনি, কিন্তু শুনেছি যে সে—লিউ হেঝেন—হাসিমুখে এগিয়ে গিয়েছিল। অবশ্যই এটা ছিল কেবল একটা আবেদনপত্র এবং সামান্য বিবেকবোধ আছে এমন কেউই এরকম একটা ফাঁদের কথা কল্পনা করতে পারেনি। কিন্তু তারপর রাজভবনের সামনে তাকে গুলি করা হয়েছিল পিছন থেকে, এবং তার বুক ও হৃদপিন্ড ভেদ করে গুলি ছুটে যায়। একটি প্রাণহানিকর আঘাত, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সে মারা যায়নি। যখন তার সঙ্গী কুমারী ঝ্যাং জিংশু তাকে তুলে ধরার চেষ্টা করে, চারটি গুলি এসে তাকে বিদ্ধ করে, একটা আসে একটা পিস্তল থেকে এবং সে পড়ে যায়! এবং তাদের সঙ্গী কুমারী ইয়াং ডেকান যখন তাকে তুলে ধরার চেষ্টা করে সেও গুলিবিদ্ধ হয়ঃ গুলিটা তার বাঁ কাঁধ দিয়ে ঢুকে বুকের ডানদিক দিয়ে বেরিয়ে আসে, এবং সেও পড়ে যায়। সে উঠে বসতে সক্ষম ছিল, কিন্তু একজন সৈন্য তার মাথায় ও বুকে বর্বরভাবে লাঠি দিয়ে আঘাত করে এবং এইভাবে সে মারা যায়।

সুতরাং অমায়িক লিউ হেঝেন, যার মুখে সব সময়ই হাসি থাকত, সত্যি সত্যি মারা গেছে। এটা সত্যিঃ তার দেহ এর প্রমাণ। ইয়াং ডেকান, একজন

সাহসী ও বিশ্বস্ত বন্ধু, সেও মারা যায় ঃ তার দেহ এর প্রমাণ। কেবলমাত্র ঝ্যাং জিংশু, একজন নির্ভীক ও সত্যিকারের বন্ধু, এখনো হাসপাতালে কাতরাচ্ছে। সভ্য মানুষের উদ্ভাবিত গুলিতে বিদ্ধ হয়ে এই তিনটি মেয়ের এরকম শান্তভাবে পড়ে যাওয়া কী মহিমান্বিত! নারী ও শিশুদের জবাই করতে চীনা সৈন্যরা যে শৌর্য দেখিয়েছে এবং ছাত্রীদের উচিত শিক্ষা দিতে এলায়েড বাহিনী* যে সামরিক বীরত্ব দেখিয়েছে দুর্ভাগ্যবশতঃ তা এই কয়েকটি রক্তের রেখায় ম্লান হয়ে গেছে।

কিন্তু চীনা ও বিদেশী হত্যাকারীরা তাদের মুখের ওপর লিপ্ত রক্তচিহ্নের কথা না জেনে এখনো মাথা উঁচু করে আছে……।

৬

সময় বয়ে চলে অনন্তগতিতে ঃ পথঘাট আবার শান্তিপূর্ণ, কারণ কয়েকটা জীবন চীনে কোনো হিসেবের মধ্যেই আসে না। বড়জোর এগুলো সংচরিত্র অলসদের কিছু আলোচনার বিষয় হয়, কিংবা বিদ্বেষপরায়ণ অলসদের "গুজবের" খোরাক যোগায়। এর চেয়ে গভীর কোনো অর্থ এর আছে বলে আমি মনে করি না; কারণ এটা ছিল নিছকই একটা শান্তিপূর্ণ আবেদন। রক্তপাতের মধ্যে দিয়ে মানবজাতির সংগ্রামের ইতিহাস এগিয়ে চলে কয়লা তৈরি হওয়ার মতন, যেখানে অল্প কিছু কয়লা তৈরির জন্য প্রচুর পরিমাণ কাঠের প্রয়োজন হয়ে থাকে। কিন্তু আবেদনগুলো কোনো কাজে আসে না, বিশেষতঃ শান্তিপূর্ণ আবেদনগুলি।

যাহোক, যেহেতু রক্তপাত ঘটেছিল, ঘটনাটি স্বভাবতই বেশীরকম অনুভূত হবে। অন্ততপক্ষে এটা মৃতের আত্মীয়, শিক্ষক, বন্ধু ও প্রেমিকদের কাছে মর্মভেদী হবে। এবং এমনকি যদি কালের সঞ্চারে রক্তচিহ্নগুলি বিবর্ণ হয়ে যায় একটি সদাহাস্যময়ী নম্র মেয়ের প্রতিচ্ছবি অর্থহীন দুঃখের মধ্যে চিরকাল বেঁচে থাকবে। কবি তাও কিউইয়ান লিখেছিলেন ঃ

> এখনো আমার আত্মীয়রা শোকপ্রকাশ করে যান,
> যখন অন্যেরা শুরু করে দিয়েছেন গান।
> আমি মৃত ও নিঃশেষিত—আর কী বলার আছে?
> পাহাড়ের মধ্যে সমাহিত আমার দেহ।

* ১৯০০ সালে চীন আক্রমণকারী আটটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির যৌথবাহিনী।

আর এটাই যথেষ্ট।

৭

যেমন আমি আগে বলেছি, আমি সর্বদাই আমার স্বদেশবাসীদের চরম দুর্দশার কথা চিন্তা করতে ইচ্ছুক। তবু বেশ কয়েকটি জিনিস এবার আমাকে বিস্মিত করেছে। একটি হচ্ছে যে কর্তৃপক্ষ এত বর্বরোচিত কাজ করতে পারল, তথাপি আর একটি হচ্ছে যে চীনা মেয়েরা এত সাহসিকতার সঙ্গে মৃত্যুর সম্মুখীন হতে পারল।

শুধুমাত্র গতবছর থেকে আমি লক্ষ্য করতে শুরু করেছি কীভাবে চীনা মহিলারা জনসাধারণের ঘটনাগুলোকে সামলান। যদিও তারা সংখ্যায় অল্প আমি তাদের দক্ষতা, দৃঢ়তা ও অদম্য সাহস দেখে প্রায়ই অভিভূত হয়েছি। প্রবল গুলিবর্ষণের মধ্যে নিজেদের নিরাপত্তার কথা না ভেবে মেয়েদের পরস্পর পরস্পরকে উদ্ধার করার প্রচেষ্টা এটাই সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে যে হাজার হাজার বছর ধরে তাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত ও দমনের মধ্যেও চীনা মহিলাদের সাহস বর্তমান রয়েছে। যদি আমরা এই হতাহতের ভবিষ্যৎ মাহাত্ম্য কী খুঁজতে যাই, এখানেই সম্ভবত তা নিহিত।

যারা একটা হীনঅস্তিত্ব আঁকড়ে টেনে নিয়ে যান তারা এই ধূসর রক্তগুলোর মাঝে একটা মিথ্যা আশার ক্ষীণ আলো খুঁজে পাবেন, আর প্রকৃত যোদ্ধারা আরো দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এগিয়ে যাবেন।

হায়, এর বেশি আমি বলতে পারছি না। কিন্তু আমি এটা কুমারী লিউ হেঝেনের-এর স্মৃতিতে লিখেছি।

১. ৪. ১৯২৬

অনুবাদ : দেবব্রত পাল

ফাঁকা বুলি

১

আমি কখনও আবেদনপত্রগুলিকে সমর্থন করিনি। কিন্তু কারণ এই নয় যে আমি ১৮ই মার্চের মতো নৃশংস হত্যাকাণ্ডকে ভয় পেয়েছিলাম। বাস্তবিক-পক্ষে আমি স্বপ্নেও কখনো এরকম একটা ঘটনার কথা ভাবিনি, যদিও আমি আমার চীনা ভাইদের সবসময় বিচার করে থাকি একটা "বটতলার উকিলের" দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। আমার ধারণা ছিল তারা হ'ল উদাসীন, বিবেকবুদ্ধিহীন, এবং কথা বলার অযোগ্য ; তাছাড়া, এটা ছিল কেবলমাত্র একটা আবেদনপত্র হাতে দিয়ে আসার ব্যাপার—এবং ছাত্ররা ছিল নিরস্ত্র। এইরকম বিশ্বাসঘাতকতা ও বর্বরতা আমি কখনও সন্দেহ করিনি। আমার মনে হয় যারা কেবল এটা আগে থেকে বুঝতে পেরেছিলেন তারা হলেন ডুয়ান কুইরুই, জিরা দিইয়াও, ঝ্যাং শিঝাও এবং তাদের সগোত্ররা। সাতচল্লিশটি তরুণ প্রাণ হারানোর জন্য সম্পূর্ণ-ভাবে দায়ী হচ্ছে প্রবঞ্চনা। তারা সোজাসুজি মৃত্যুর ফাঁদে পা দিয়েছিলেন।

কিছু কিছু জীব—আমি ভেবে পাই না কী বলে তাদের ডাকব—বলে যে জনপ্রিয় নেতারাই নৈতিকভাবে দায়ী। মনে হয় এই সমস্ত জীবরা ভাবে যে নিরস্ত্র জনতার উপর গুলিচালনা সংগত, রাজভবনের সম্মুখের রাস্তা "বিপজ্জনক জায়গা", এবং শহীদরা নিজেরাই ফাঁদের মধ্যে পা বাড়িয়েছিলেন। জনপ্রিয় নেতারা ডুয়ান কুইরুই ও তার সম্প্রদায়ের মতকে সমর্থন করেন না, এবং তাদের সংগে কখনো ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হননি, সুতরাং কি করে তারা এরকম কাপুরুষোচিত বর্বরতার কথা আগে থেকে বলতে পারেন? মানবতার লেশমাত্র আছে এমন যে কোনো ব্যক্তি কখনই, কখনই এরকম বর্বরতার কথা আগে থেকে ভাবতে পারে না।

যদি আপনি জনপ্রিয় নেতাদের অভিযুক্ত করতে চান, আমার মনে হয়, তবে তাদের ত্রুটি রয়েছে দুটি: এক হচ্ছে তারা এখনও বিশ্বাস করেন যে একটা আবেদনপত্র কোনো উদ্দেশ্য সাধন করে, অন্যটা হচ্ছে যে তারা যাদের বিরোধী তাদের সম্বন্ধে একটা খুবই উচ্চ ধারণা পোষণ করেন।

২

তবু, এই ঘটনাটি চোখ খুলে দিচ্ছে। আমার সন্দেহ হয় এটা ঘটে যাওয়ার

আগে এরকম একটা মর্মান্তিক ঘটনার কথা কেউ ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারতেন কি না ; বড়জোর আপনি এই ধারণা করতেন যে এটা কেবলমাত্র আরও একটা পণ্ডশ্রম হচ্ছে। শুধু বিচক্ষণ, পণ্ডিত লোকেরাই এটা আগে থেকে জানতে পারতেন এবং বলতে পারতেন যে একটা আবেদনপত্র পেশ করার অর্থই হচ্ছে নিশ্চিত মৃত্যু।

অধ্যাপক চেন য়ুয়ান "অলস কথাবার্তা"য় লিখেছিলেন: "যদি আমরা ভবিষ্যতে গণআন্দোলনগুলোতে দেশভক্ত নারীদের অতিরিক্ত সক্রিয় ভূমিকা না না নিতে উপদেশ দিই, তারা অবশ্যই আমাদের বিরুদ্ধে তাদের ঘৃণা করার অভিযোগ আনবেন ; তাই আমরা নাক গলাতে সাহস করি না। যাহোক, আমরা আশা না করে পারি না যে ভবিষ্যতে তরুণ ছেলেমেয়েরা কোনো আন্দোলনে যোগ দেবে না, পাছে গুলিবর্ষণ হয় আর তারা পদলুণ্ঠিত, নিহত বা আহত হয়, যা এবারে ঘটল।"

অতএব এখন সাতচল্লিশটা জীবনের মূল্যে আমরা সকলে যে শিক্ষা কিনেছি তা হল: আমাদের রাজভবনের সামনের রাস্তাটি এমন একটি স্থান যেখানে "গুলিবর্ষণ চলে" এবং আপনি যদি নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে যেতে চান আপনার উচিত যতদিন না আপনি বড় হয়ে উঠছেন তারজন্য অপেক্ষা করা, আর নিজের ইচ্ছায় তা করা।

আমার মনে হয় যে যদি আমাদের "দেশভক্ত নারীরা" এবং "তরুণ বালক বালিকারা" বিদ্যালয়ের খেলাধুলায় অংশ নেয়, তারা কোনো গুরুতর বিপদের সম্মুখীন হবে না। গুলিবর্ষণের মধ্যে আবেদনপত্র পেশ করা সম্পর্কে, এমনকি বয়স্ক, দেশভক্ত পুরুষদেরও এটা ভালভাবে মনে রাখা উচিত: আর নয় !

পরিণতির দিকে শুধু একবার তাকান। শুধু কয়েকটা লোকসংগীত, প্রবন্ধ আর আড্ডামারার বিষয়। কয়েকজন অগ্রগণ্য নাগরিক কিছু কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একটা কারখানার জন্য আলাপ-আলোচনা চালাচ্ছেন—একটা প্রধান আবেদন ক্ষুদ্র আবেদনে পরিণত হয়েছে। একটি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার শোভাযাত্রা অবশ্য সবচেয়ে যথাযথ পরিসমাপ্তি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে এই সাতচল্লিশজন মৃতেরা মনে হয় এই ভয়ে স্বেচ্ছায় একটা সরকারী কবরখানা পাবার জন্য চেষ্টা করেছেন যে, তারা বৃদ্ধ হয়ে যেতে পারেন এবং তা না পেয়েই মারা যেতে পারেন।

চিড়িয়াখানা খুব কাছেই, তবু চারজন শহীদের* কবরের সামনে তিনটি ফলকের ওপর কোনো লিপি নেই ; সুতরাং আরো দূরে গ্রীষ্ম প্রাসাদে কী ঘটবে ?

মৃতেরা যদি জীবিতদের হৃদয়ের মধ্যে সমাহিত হয় তাহলে তারা সত্যই মৃত।

৩

অবশ্য আপনি যদি সংস্কার চান রক্তপাত প্রায়শই অপরিহার্য, কিন্তু রক্তপাত মানেই সংস্কার নয়। অর্থ যে ভাবে ব্যবহার করা হয় রক্তকেও সেইভাবে ব্যবহার করা উচিত ঃ কার্পণ্য করা ভালো নয়, কিন্তু অমিতব্যয়িতাও একটা বিরাট ভুল। এবারের আত্মত্যাগে আমি গভীরভাবে দুঃখবোধ করছি।

আমি আশা করি আমাদের আর একরকম আবেদনপত্র থাকবেনা।

যদিও যেকোনো দেশেই আবেদনপত্রের চল আছে, তারা মৃত্যু ঘটায় না ; কিন্তু আমরা জানি, যতক্ষণ না আপনি গুলিবর্ষণ বন্ধ করতে না পারেন, চীন একটা ব্যতিক্রম। যখন আপনার বিরোধীপক্ষ একজন বীর, আপনি শুধু নিয়ম-মাফিক যুদ্ধ করতে পারেন। হান রাজবংশের সমাপ্তিকে নিঃসন্দেহে "সুন্দর অতীত দিনগুলো" বলা যায়, তাই আমি আশা করি ঐ সময়েই একটি গল্প থেকে যদি আমি একটা ছোট কাহিনী তুলে ধরি—আমাকে মার্জনা করবেন। যখন জু চু** কাঁধ অনাবৃত রেখে যুদ্ধে গিয়েছিলেন তিনি কয়েক জায়গায় তীরবিদ্ধ হয়েছিলেন, এবং জিন শেংতান***তার মন্তব্যে তাকে উপহাস করেছিলেন। "কে আপনাকে কাঁধ না ঢাকতে বলেছিল ?" জিন প্রশ্ন করেছিলেন।

আধুনিক জগতে এত সব আগ্নেয়াস্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ার পর থেকে পরিখা থেকে যুদ্ধ চালানো একটি সাধারণ নিয়ম। এটি এই কারণে নয় যে মানুষের জীবন বিসর্জন দিতে আমরা কুণ্ঠিত, কিন্তু এই জন্যে যে আমরা অকারণে তা ছুঁড়ে ফেলে দিতে চাই না কারণ একটি সৈন্যের জীবন মূল্যবান। এবং যেখানে সৈন্যরা সংখ্যায় বেশী নয়, তাদের জীবন আরও বেশী মূল্যবান। এর দ্বারা আমি এই অর্থ করি না যে আমরা তাদের ঈর্ষাভরে আরামে রেখে দেব। আমরা চাই সব থেকে কম পুঁজিতে সব চেয়ে বেশী লাভ, কিংবা অন্ততপক্ষে একটা

---

* ১৯১১ সালের বিপ্লবে য়ুয়ান শি-কাই এবং আর একজন পদস্থ ব্যক্তিকে যারা গোপনে হত্যার চেষ্টা করেছিলেন।

** তিনটি রাজত্বকালে কাও কাও-এর অধীনে একজন বিখ্যাত সেনাধ্যক্ষ।

*** ১৬০৯-১৬৬৬, এক সাহিত্য-সমালোচক।

যথাযথ আমদানী। শত্রুকে রক্তস্রোতে নিমজ্জিত করা বা কারো স্বদেশবাসীদের দেহ দিয়ে একটা শূন্যস্থান পূরণ করার প্রথা এখন অপ্রচলিত হয়ে গেছে। আধুনিক সামরিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এটা একটা অত্যন্ত বিরাট ক্ষতি।

জীবিতদের জন্য সর্বাপেক্ষা ভালো জিনিস মৃতেরা যা করেছেন তা হচ্ছে ঐসব জীবদের মুখ থেকে মানুষের মুখোস ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া, যার কুটিলতা কারো স্বপ্নেরও অতীত। সুতরাং যাঁরা যুদ্ধে অবতীর্ণ আছেন তাদের যুদ্ধে নতুন কৌশল ব্যবহার করতে তাঁরা শিক্ষা দিয়েছেন।

২. ৪. ১৯২৬ অনুবাদ ঃ দেবব্রত পাল

নীরব চীন

১৯২৭ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী হংকং-এর Y. M. C. A-তে প্রদত্ত ভাষণ।

সর্বপ্রথমে, আমি আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রশংসা জানাতে চাই আপনাদের সকলকে যারা এই প্রবল বর্ষণের মধ্যে আমার ফাঁকা এবং তুচ্ছ কথা শুনতে এসেছেন।

আমার আজকের বিষয় নীরব চীন।

ঝেজিয়াং এবং শানজিতে এখন যুদ্ধ চলছে, কিন্তু আমরা জানিনা সেখানকার লোকেরা হাসছে না কাঁদছে। হংকংকে খুব শান্ত মনে হয়, কিন্তু বাইরের লোকেরা জানে না এখানে বসবাসকারী চীনারা স্বস্তিতে আছে কি না।

মানুষ তাদের চিন্তা এবং অনুভূতিগুলোকে লেখার মাধ্যমে আদানপ্রদান করে, তথাপি অধিকাংশ চীনারা এখনও এইভাবে নিজেদের প্রকাশ করতে অক্ষম। এটা আমাদের ত্রুটি নয়, কারণ আমাদের লিখিত ভাষা হচ্ছে আমাদের পূর্ব-পুরুষদের রেখে যাওয়া একটা ভীতিপ্রদ সম্পত্তি। বছরের পর বছর চেষ্টার পরেও লিখতে পারা কঠিন। আর যেহেতু এটা কঠিন, বহু লোক এটাকে সরাসরি অগ্রাহ্য করেন। একজন লোক তার ঝ্যাং নামের হরফ কি হবে নিশ্চিত ভাবে নাও জানতে পার, কিংবা আদৌ তার নাম লিখতে নাও পারতে পারে, শুধু বলতে পারে। যদিও সে কথা বলতে পারে, খুব বেশী লোক তার কথা শুনতে পায় না; অতএব যারা দূরে থাকেন তারা অজ্ঞতায় থেকে যান, এবং তা নীরবতারই সামিল। আবার যেহেতু এটা কঠিন, কেউ কেউ এটাকে মূল্যবান সম্পদ বলে মনে করেন এবং নিজেরাই পাণ্ডিত্যপূর্ণ উক্তি ব্যবহার করে আমোদ পান যা কেবল অল্প কিছু লোক বোঝেন। এমনকি এই ক্ষুদ্র অংশও বোঝেন কি না প্রকৃতপক্ষে এবিষয়ে আমরা নিশ্চিত হতে পারি না এবং যেহেতু বিশাল বৃহত্তম অংশ অবশ্যই বোঝেন না, এটাও নীরবতারই সামিল।

সভ্য মানুষ ও বন্যদের মধ্যে একটা পার্থক্য হচ্ছে সভ্য মানুষরা তাদের ভাবনা ও অনুভূতিগুলো পৃথিবীর অন্য অংশে ও উত্তরপুরুষদের কাছে লিখে পৌঁছে দিতে পারেন। চীনেও লেখা আছে, কিন্তু তা জনগণ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এক লেখা। আরামকেদারায় পড়ে থাকা সেকেলে ভাষা, অপ্রচলিত,

সেকেলে রসের বর্ণনা দেয়। এর সমস্ত কথাই অতীতের, এবং তাই এর কোনো মূল্যই নেই। সুতরাং পরস্পরকে বুঝতে অক্ষম আমাদের জনগণ একটা বিশাল থালার ওপর ঝুরঝুরে বালির মতো।

লেখাকে একটা প্রাচীন সংগ্রহের মতো দেখা উপভোগ্য হতে পারে—এটাই ভালো যত কম লোক এটা জানেন বা বোঝেন। কিন্তু কী তার পরিণতি? ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের অনুভূতিগুলো প্রকাশ করতে অক্ষম। আহত বা অপমানিত হ'লে, আমরা এর উচিত প্রত্যুত্তর দিতে পারি না। যেমন, ধরা যাক, চীন-জাপান যুদ্ধ, বক্সার বিদ্রোহ এবং ১৯১১ সালের বিপ্লবের মতো চীনের সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো। এর সবগুলিই ছিল বড় বড় ঘটনা। তবু এ সবের ওপর একটা ভালো কাজ এখনো পর্যন্ত প্রকাশ পায় নি! অথবা প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে কেউ এখনো কিছু বলেন নি। বিপরীতভাবে বরং বিদেশে বিদেশীরাই চীনকে সর্বদা উল্লেখ করছেন—চীনারা নয়।

এই মূক অবস্থা মিং রাজবংশকালে এত চরম ছিল না, তখন চীনারা অপেক্ষাকৃত ভালোভাবে নিজেদের প্রকাশ করতেন। কিন্তু যখন বহিরাগত মাঞ্চুরা আমাদের দেশ দখল করল, যারা ইতিহাস নিয়ে—বিশেষতঃ সুং ইতিহাসের* শেষের দিক নিয়ে—কথা বলতেন তাদের তারা হত্যা করে এবং অবশ্যই তাদের যারা তৎকালীন ঘটনাগুলো নিয়ে কথা বলতেন। এইভাবে কুইয়ান লং-এর রাজত্বে লোকেরা আর লিখে নিজেদের মনের ভাব প্রকাশ করতে সাহস করল না। তথাকথিত পণ্ডিতরা আশ্রয় নিলেন ক্লাসিক পড়াশোনায়, প্রাচীন বইগুলো পুনর্মুদ্রণ ও মিলিয়ে দেখাতে এবং সেকেলে ভঙ্গিতে সেইসব বিষয়ের ওপর অল্প কিছু লেখায়, যা তাদের সময়ের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সংগতিহীন। নতুন ধারণা ছিল নিষিদ্ধ: হয় হান য়ু** না হয় সু শি-এর*** মতো লেখো। এই লোকগুলো তাদের নিজেদের পথে পুরোপুরি ঠিক ছিলেন—তাদের নিজেদের সময়ে যা বলার প্রয়োজন ছিল তারা তাই বলেছিলেন। কিন্তু আমরা যারা তাং অথবা সুং

* উত্তরে টারটারদের দ্বারা সুং রাজবংশ ক্ষমতাচ্যুত হয়েছিল। মাঞ্চুরা হান জনগণের পূর্বেকার বিষয়গুলোর সমালোচনামূলক আলাপ-আলোচনাকে দমন করেছিল।

** ৭৬৮-৮২৪, তাং রাজবংশকালের একজন গদ্যলেখক।

*** ১০৩৬-১১০১, সুং রাজবংশকালের একজন কবি।

রাজবংশকালে বাস করছি না, কী করে আমাদের নিজেদের সময় থেকে অত অতীত কালের ভঙ্গিতে লিখতে পারি? এমনকি যদি বিশ্বাসযোগ্য অনুকরণও হয় তাতে তাং অথবা সুং রাজবংশের কণ্ঠস্বর, হান য়ু অথবা সু তু-পো-র কণ্ঠস্বর পাওয়া যায়, আমাদের কালের কণ্ঠস্বর নয়। কিন্তু চীনারা আজও সেই পুরোনো খেলাই খেলছেন। আমাদের লোক আছে কিন্তু কোনো কণ্ঠস্বর নেই এবং তা কি নিঃসঙ্গ! মানুষ কি নীরব থাকতে পারে? না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের মৃত্যু হচ্ছে তার আগে নয়, অথবা—আরো ভদ্রভাবে বললে—যখন তারা মূক হবেন কেবল তখনই।

শতাব্দীর পর শতাব্দী যে-চীন নীরব ছিল সেখানে বাক্‌শক্তি পুনরুদ্ধার করা সহজ ব্যাপার নয়। এটা একজন মৃত মানুষকে আবার বেঁচে ওঠার জন্য হুকুম করার মতন। যদিও ধর্ম সম্বন্ধে আমি কিছু জানি না আমার ধারণা যে এটা প্রায় তার মতনই হবে যাকে ভক্তরা 'অলৌকিক ঘটনা' বলে থাকেন।

প্রথম যিনি এই প্রচেষ্টায় নামেন তিনি হলেন ডঃ হু-শি, যিনি চৌঠা মে আন্দোলনের এক বছর আগে 'সাহিত্য-বিপ্লব'-এর পক্ষে বক্তব্য রাখেন। আমি জানি না আপনারা এখানে 'বিপ্লব' শব্দটিতে সন্ত্রস্ত হন কিনা, কিন্তু কোন কোন জায়গায় জনগণ এতে আতঙ্কগ্রস্ত। যাহোক, এই 'সাহিত্য বিপ্লব' ফরাসী বিপ্লবের মতো তত ভীতিজনক নয়। এটা শুধুমাত্র একটি সংস্কার সাধন বোঝায়, এবং যখন আমরা 'সংস্কার সাধন' শব্দ বিকল্প হিসাবে রাখি, এটা আর আপত্তিকর শোনায় না। অতএব তাই করা যাক। চীনা ভাষা এদিক দিয়ে খুব দক্ষ। আমরা যা চাই তা হচ্ছেঃ দীর্ঘকাল আগে মারা গেছেন এরকম ব্যক্তিদের কথা শেখার জন্য মাথার ভার না বাড়িয়ে আমাদের উচিত জীবিত ব্যক্তিদের কথা নিয়ে আলোচনা করা। ভাষাকে একটি দুর্লভ বস্তু হিসেবে দেখার পরিবর্তে আমাদের উচিত সহজবোধ্য মাতৃভাষায় লেখা। তবুও একটা সহজ সাহিত্যিক সংস্কারসাধন যথেষ্ট নয়, কারণ ক্লাসিকাল চীনা ভাষার মতো মাতৃভাষাতেও বিকৃত ধারণাগুলো প্রকাশ হতে পারে। এই কারণেই পরে ধ্যানধারণার সংস্কারের কথাও প্রস্তাবিত হয়েছিল। এবং এটাই সমাজ-সংস্কারের আন্দোলনের দিকে চালিত করে। এটা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিরোধিতা মাথা চাড়া দেয় এবং একটা যুদ্ধ দুর্বার হয়ে উঠতে শুরু করে।

চীনে বিরোধিতা জাগিয়ে তোলার জন্য সাহিত্য-সংস্কারের উল্লেখমাত্রই

যথেষ্ট। তবুও ক্রমে ক্রমে মাতৃভাষা হৃতস্থান পুনরুদ্ধার করে এবং সামান্যই বাধার সম্মুখীন হয়। কী করে এটা হ'ল? এর কারণ ঐ একই সময়ে মিঃ কিউইয়ান জুয়ানতং* চীনা ভাববর্ণমালা বিলোপের এবং রোমান পদ্ধতিতে ভাষার রূপান্তরের প্রস্তাব এনেছিলেন। এটা শুধুমাত্র একটি সাধারণ ভাষা-সংস্কার হ'তে পারতো, কিন্তু গোঁড়া সংরক্ষণশীল চীনারা যখন একথা শুনলেন, তারা ভাবলেন যে পৃথিবীর মরণকাল উপস্থিত এবং তাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে কিউইয়ান জুয়ানতংকে গালাগালি করার জন্য তারা তাড়াহুড়ো করে অপেক্ষাকৃত কম আপত্তিজনক সাহিত্য-সংস্কার মেনে নিলেন। এই সুযোগে মাতৃভাষা ছড়িয়ে পড়তে থাকল, কারণ এখন তা আরো অল্প বিরোধীদের সম্মুখীন হ'ল এবং যাত্রা-পথে কম বাধা থাকল।

প্রকৃতিগতভাবে চীনারা আপোষ এবং একটি শোভন মধ্যম অবস্থা পছন্দ করেন। উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি বলেন যে এই ঘরটা খুব অন্ধকার এবং একটা জানলা করা উচিত তাহলে প্রত্যেকেই আপত্তি করবেন। কিন্তু আপনি যদি ছাদটা সরিয়ে দেবার প্রস্তাব করেন, তারা আপোষ করবেন এবং খুশী মনে একটা জানলা বসাবেন। অধিকতর চরম প্রস্তাবের অনুপস্থিতিতে তাঁরা কখনই সবচেয়ে কম আপত্তিজনক সংস্কারগুলোতে মত দেবেন না। মাতৃভাষা প্রসারলাভে সক্ষম হয়েছিল কেবলমাত্র চীনা হরফ বর্জন করা ও একটি রোমান বর্ণমালা চালু করার প্রস্তাবটির জন্য।

ঘটনা হচ্ছে যে ক্লাসিকাল ভাষা এবং মাতৃভাষার গুণাগুণ প্রচার করার সময় অনেকদিন আগে পার হয়ে গেছে। কিন্তু চীন দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে ঘৃণা করে, এবং নানা নিষ্ফল বিতর্ক এখনো চলছে। যেমন, কেউ কেউ বলেনঃ ক্লাসিকাল চীনা ভাষা প্রত্যেক প্রদেশেই বোধগম্য, সেখানে মাতৃভাষা এক এক জায়গায় এক এক রকম এবং দেশের সমস্ত স্থানের লোকেরা বুঝতে পারে না। কিন্তু, প্রত্যেকেই জানে যে একবার যদি আমাদের সর্বজনীন শিক্ষা ও ভালো যোগাযোগ মাধ্যম থাকে, সমস্ত দেশ সহজবোধ্য মাতৃভাষা বুঝতে পারবে। ক্লাসিকাল ভাষা সম্পর্কে বলা যায়, কেবলমাত্র কয়েকজন ছাড়া প্রত্যেক প্রদেশে প্রত্যেকের কাছে তা বোধগম্য নয়। অন্যরা যুক্তি দেখান যে প্রত্যেকেই যদি মাতৃভাষা ব্যবহার করেন আমরা

* বেইজিং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং চৌঠা মে আন্দোলনের সময়কালে 'নিউ ইউথ' পত্রিকার লেখক।

ক্লাসিকগুলো পড়তে পারব না এবং চীনা সংস্কৃতি বিলুপ্ত হবে। ঘটনা হচ্ছে যে বর্তমান যুগে আমরা যে খুব বেশী ক্লাসিকগুলো পড়িনি এটাই মঙ্গল। সতর্ক হবার কোনো প্রয়োজন নেই—ক্লাসিকগুলোতে যদি সত্যিই মূল্যবান কিছু থাকে সেগুলো মাতৃভাষায় অনুবাদ করা যায়। তবুও অন্যরা তর্ক করেন যে যেহেতু বিদেশীরা আমাদের ক্লাসিকগুলো অনুবাদ করে সেগুলোর মূল্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন, আমাদের নিজেদেরও সেগুলো পড়া উচিত। কিন্তু প্রত্যেকেই জানে যে বিদেশীরা মিশরীয়দের চিত্রবর্ণমালা এবং আফ্রিকার নিগ্রোদের পৌরাণিক কাহিনীগুলিও অনুবাদ করেছেন। তাঁরা এটা করেন অন্য কোনো ভবিষ্যত উদ্দেশ্যে, এবং তাঁদের দ্বারা অনূদিত হওয়া বিরাট সম্মানের নয়।

ইদানীং অন্যরা তর্ক তুলেছেন যে যেহেতু চিন্তার সংস্কারই মূল ব্যাপার, আর ভাষা সংস্কার অপ্রধান, নতুন ধ্যানধারণার প্রচার করার জন্য, বিরোধিতাকে কমিয়ে আনার জন্য, পরিষ্কার, সহজ ক্লাসিকাল ভাষা ব্যবহার করা অপেক্ষাকৃত ভালো। এটা সঙ্গতিপূর্ণ শোনায়। কিন্তু আমরা জানি যে আঙুলের লম্বা নখ* কেটে ফেলতে অনিচ্ছুক লোকেরা কখনই তাদের চুলের টিকি কাটবে না।

যেহেতু আমরা প্রাচীন যুগের ভাষা ব্যবহার করি, যা লোকেরা বোঝে না এবং শোনে না, সেইহেতু আমরা এক থালা ঝুরঝুরে বালির মতন—প্রত্যেকে অপরের দুঃখকষ্ট সম্পর্কে বিস্মৃত। যদি আমরা জীবন ফিরে পেতে চাই, তবে প্রথম প্রয়োজন হচ্ছে আমাদের তরুণ জনগণকে কনফুসিয়াস, ও মেনসিয়াস, হান য়ু ও লিউ জং য়ুয়ান**-দের ভাষায় কথা বলা বন্ধ করতে হবে। এটা একটা ভিন্ন যুগ এবং সময় পালটেছে। কনফুসিয়াসের সময় হংকং এরকম ছিল না, এবং আমরা হংকং সম্পর্কে লিখতে গেলে সেই প্রাচীন জ্ঞানীপুরুষের ভাষা ব্যবহার করতে পারি না। 'হংকং, কি মহান তোমার শিল্প!' এরকম বাক্যালঙ্কার নিছকই অর্থহীন।

আমাদের চিন্তা ও অনুভূতিগুলোকে সচল মাতৃভাষার সাহায্যে স্পষ্ট রূপ

---

* কুইং রাজবংশকালের শেষের দিকে খুব লম্বা নখ রাখা পণ্ডিতদের ফ্যাশন ছিল। নিজেদের নখ কাটা সাহসের ব্যাপার ছিল; কিন্তু নিজেদের টিকি কাটার মানে বিদ্রোহের ঘোষণা করা।

** ৭৭৩-৮১৯, তাং রাজবংশকালের এক গদ্যলেখক।

দিতে আমরা আমাদের নিজেদের ভাষায়, আজকের ভাষায় অবশ্যই কথা বলব। অবশ্য, বড়রা ও গুরুজনরা, যারা মাতৃভাষাকে কুরুচিপূর্ণ ও নিকৃষ্ট মনে করেন এবং বলেন যে তরুণ লেখকেরা শিশু-সুলভ ও নিজেদের মূর্খ বানাবে, এজন্য আমাদের বিদ্রূপ করবেন। কিন্তু চীনে কজন ক্লাসিকাল ভাষা লিখতে পারেন? বাকি সবাই কেবল মাতৃভাষার ব্যবহার জানে। আপনি কি বলতে চান যে এই সমস্ত চীনারা কুরুচিপূর্ণ ও নিকৃষ্ট? ছেলেমানুষী সম্পর্কে লজ্জিত হবার কিছু নেই, ছেলেমানুষদের থেকে কিছু বেশী হলেই বড়দের সঙ্গে তুলনায় লজ্জিত হবার রয়েছে। শিশু বড় হয়ে উঠতে পারে এবং পরিণত হতে পারে; এবং যতদিন না তারা জরাজীর্ণ এবং দুর্নীতিগ্রস্থ হচ্ছে, সবকিছু ভালো থাকবে। কোন কিছুতে এগোবার আগে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা সম্বন্ধে বলা যায় যে একজন গ্রাম্য মহিলাও এতখানি বোকামি করবেন না। হাঁটতে শেখার সময় যদি তার শিশু পড়ে যায়, হাঁটার কৌশল রপ্ত না করা পর্যন্ত সে তাকে বিছানার ওপর থাকতে আদেশ করে না।

প্রথমে আমাদের তরুণ জনগণ চীনকে অবশ্যই একটি বাকমুখর দেশে পরিণত করবেন। ব্যক্তিগত লাভের কথা চিন্তা না করে, প্রাচীনকে মুছে সরিয়ে রেখে এবং আপনাদের সঠিক চিন্তাগুলোকে প্রকাশ করে সাহসের সঙ্গে কথা বলুন, নির্ভয়ে এগিয়ে যান। অবশ্য, বিশ্বস্ত হওয়া এত সহজ নয়। যেমন, সত্যি সত্যি নিজের কাছে বিশ্বস্ত হওয়া সহজ নয়। যখন আমি বক্তৃতা দিই আমি প্রকৃতই আমার কাছে বিশ্বস্ত নই—কারণ আমি শিশুদের সঙ্গে বা আমার বন্ধুদের সঙ্গে ভিন্নভাবে কথা বলি। তথাপি, আমরা অপেক্ষাকৃত সত্যনিষ্ঠভাবে কথা বলতে পারি এবং অপেক্ষাকৃত সত্যনিষ্ঠ ধারণাগুলো প্রকাশ করতে পারি। এবং তখনই কেবল আমরা চীন ও বিশ্বের জনগণকে সচল করতে পারব। তখনই কেবল আমরা অন্য সমস্ত জাতির সঙ্গে পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে পারব।

ভাবা যাক কোন কোন জাতি আজ নীরব। মিশরীয় জনগণের কণ্ঠস্বর কি আমরা শুনতে পাই? আমরা কি আন্নামীজ বা কোরিয়ানদের কথা শুনতে পাই? টেগোরের কণ্ঠস্বর ছাড়া আর কোনো কণ্ঠস্বর কি ভারতবর্ষে শোনা গেছে?

আমাদের কাছে শুধু দুটো পথ খোলা আছে। একটি হচ্ছে আমাদের ক্লাসি-

কাল ভাষাকে আঁকড়ে থাকা এবং নিঃশেষ হয়ে যাওয়া ; অন্যটি ঐ ভাষা দূরে নিক্ষেপ করা এবং বেঁচে থাকা।

১৬. ২. ১৯২৭

অনুবাদ ঃ দেববৃত পাল

একটি বিপ্লবী যুগের সাহিত্য

১৯২৭ সালের ৮ই এপ্রিল হুয়াংপু সামরিক একাডেমিতে* প্রদত্ত ভাষণ

আজ আমার সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয় হচ্ছে 'একটি বিপ্লবী যুগের সাহিত্য।' এই কলেজে ভাষণ দেবার জন্য আমি অনেকবারই আমন্ত্রিত হয়েছি, কিন্তু বার-বারই আমি আসা মুলতুবী রেখেছি। কেন? আমার বিশ্বাস আপনারা আমাকে আমন্ত্রণ করেছেন এইজন্য যে আমি কয়েকটি ছোট গল্প লিখেছি এবং আপনারা আমার কাছ থেকে সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু শুনতে চান। আসলে আমি লেখক নেই এবং আমার কোনো বিশেষ জ্ঞান নেই। প্রথমে যে বিষয়টি আমি গুরুত্বসহকারে অধ্যয়ন করেছিলাম সেটা হ'ল খনি সংক্রান্ত, এবং আমি সম্ভবতঃ আপনাদের কাছে সাহিত্যের চেয়েও কয়লাখনি সম্পর্কে ভাল ভাষণ দিতে পারি। অবশ্য, সাহিত্য সম্পর্কে আমার নিজের অনুরাগের জন্যই আমি অনেক সাহিত্য পড়েছি, কিন্তু আমার পড়া থেকে আমি এমন কিছু শিখিনি যা আপনাদের কাজে লাগবে। এবং যে প্রাচীন সাহিত্য-তত্ত্বের বিশ্বাসের ওপর আমি বড় হয়েছি, বেইজিং-এ আমার গত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা তাকে নাড়া দিতে আরম্ভ করেছে। সে সময়ে ছাত্রদের গুলি করা হত এবং একটা কড়া নিয়ন্ত্রণবিধি ছিল। আমার মনে হয় তখন কেবলমাত্র সবচেয়ে দুর্বল, সবচেয়ে অপদার্থ লোকেরাই সাহিত্য নিয়ে আলোচনা ক'রত। যারা শক্তিশালী তারা কথা বলে না, হত্যা করে। শুধুমাত্র নিহত হবার জন্যই নির্যাতিতদের দু'একটা কথা বলার আছে; অথবা, যদি তাঁরা সৌভাগ্যবশতঃ বেঁচে থাকেন, তবে তাঁরা যা করতে পারেন তা হ'ল চিৎকার করা, অভিযোগ করা বা প্রতিবাদ করা, আর যারা শক্তিশালী তারা তাদের নির্যাতন, দুর্ব্যবহার, হত্যা চালিয়েই যায়, এবং তারা প্রতিরোধ করতে অক্ষম। তাহলে সাহিত্য জনগণের কী কাজে লাগে? জীবজন্তুদের রাজ্যেও

---

* ১৯২৪ সালে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি'র সহযোগিতায় সান ইয়াত-সেন কুওমিনটাংকে পুনর্গঠিত করার পর হুয়াংপু সামরিক একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়। শুরুতে যৌথভাবে দুটি পার্টিই এর দেখাশোনা করত এবং নর্দান এক্সপিডিসনারী সৈন্যবাহিনীর জন্য অনেক অফিসারদের শিক্ষিত করে তুলেছিল। ১৯২৭ সালের ১২ই এপ্রিল চিয়াং কাই-শেকের অভ্যুত্থানের পর কুওমিনটাংরা এই একাডেমিটা দখল করে নেয়।

ব্যাপারটা একই রকম। যখন একটা বাজপাখি একটা চড়াইকে ধরে, বাজপাখি নীরব থাকে, আর চিৎকার করে চড়াইপাখি। যখন একটা বিড়াল ইঁদুর ধরে, বিড়ালটা নীরব থাকে, আর চিৎকার করে ইঁদুরটা। এবং যে শুধুমাত্র চিৎকারই করতে পারে সে, যে নীরব থাকে তার পেটে গিয়েই শেষ হয়। যদি ভাগ্যবান হন তবে একজন লেখক এমন কয়েকটি জিনিষ লিখতে পারেন যা তার জীবদ্দশাতেই তাকে যশ বা বেশ কয়েক বছরের জন্য নিষ্ফল সুনাম এনে দিতে পারে—ঠিক যেমন কোন একজনের বিপ্লবের জন্য মৃত্যু হলে তাঁর স্মৃতিচারণের পর বিপ্লবীর কার্যধারায় আর কোন উল্লেখ করা হয় না কিন্তু প্রত্যেকেই সেই শোক-গীতির উৎকর্ষ নিয়ে আলোচনা করতে পারে—এটি একটি অত্যন্ত নিরাপদ ব্যাপার।

যাহোক, আমার ধারণা বিপ্লবের এই স্থানে অবস্থানকারী লেখকেরা এই দাবি করতে চান যে সাহিত্য বিপ্লবে একটি বিরাট ভূমিকা পালন করে, যেমন, বিপ্লবকে প্রচারিত করা, উৎসাহিত করা, অনুপ্রাণিত করা ও সম্পন্ন করার জন্য একে ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু আমার মনে হয়, এই ধরনের লেখায় উদ্যমের অভাব আছে, কারণ বলা যায় যে খুব কম ভালো সাহিত্যই আদেশ-মাফিক রচিত; পরিবর্তে সেগুলো স্বাভাবিকভাবেই মানুষের হৃদয় থেকে প্রবাহিত হয়, তাদের সম্ভাব্য কার্যকারিতা সম্পর্কে কোনো কিছু গ্রাহ্য করে না। কোনো নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে লেখা হচ্ছে বাগু রচনা* লেখার সামিল, সাহিত্য হিসাবে যা মূল্যহীন এবং পাঠককে অভিভূত করতে সম্পূর্ণই অপারগ।

বিপ্লবের জন্য আমাদের বিপ্লবীদের প্রয়োজন, কিন্তু বিপ্লবী-সাহিত্য অপেক্ষা করতে পারে, কারণ যখন বিপ্লবীরা লেখা শুরু করবেন তখনই কেবল বিপ্লবী-সাহিত্য উপস্থিত হতে পারে। তাই আমার মনে হয় বিপ্লবই সাহিত্যে একটি বিরাট ভূমিকা পালন করে। সাধারণ সময়ের সাহিত্য থেকে বিপ্লবী যুগের সাহিত্য ভিন্ন, কারণ একটি বিপ্লবে সাহিত্যও পরিবর্তিত হয়। কিন্তু কেবল মহান বিপ্লবগুলোই এই পরিবর্তন সংঘটিত করতে পারে, ছোট ছোট বিপ্লব পারেনা, কারণ সেগুলোকে বিপ্লব হিসাবে গণ্য করা হয় না।

এখানে উপস্থিত সকলেই 'বিপ্লব' শব্দটির সাথে পরিচিত, কিন্তু জিয়াংসু

---

* মিং ও কুইং রাজবংশের ইম্পেরিয়াল পরীক্ষাগুলোর জন্য নির্দিষ্ট এক ধরনের প্রবন্ধ। আট ভাগে বিভক্ত এই প্রবন্ধগুলো ছিল একঘেয়ে এবং অন্তঃসারশূন্য।

বা ঝেজিয়াং-এ গিয়ে যদি আপনি এই শব্দটি ব্যবহার করেন, তবে আপনি জনগণকে আতংকিত করবেন এবং নিজের নিরাপত্তাও বিপন্ন করবেন। আসলে বিপ্লব অদ্ভুত কিছু নয়, এবং সমস্ত সমাজসংস্কারের জন্য আমরা এর কাছে ঋণী। এককোষ প্রাণী থেকে মানুষে, বর্বরতা থেকে সভ্যতায় মানবজাতি অগ্রসর হয়েছিল কেবলমাত্র অন্তহীন বিপ্লবের জন্যই। জীববিদ্‌রা আমাদের বলেন ঃ 'মানুষেরা বানরদের থেকে খুব ভিন্ন নয়। বানর ও মানুষ মাসতুতো ভাই।' তাহ'লে কি করে মানুষেরা মানুষই হয়েছে আর বানরেরা রয়ে গেল বানরই ? তার কারণ বানরেরা তাদের পথ পরিবর্তন করবে না—তারা চারপায়ে হাঁটতেই পছন্দ করে। খুব সম্ভব কোন একসময় কোন একটি বানর সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং দু'পায়ে হাঁটতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু অন্য বানরেরা প্রতিবাদ করে বলেছিল, 'আমাদের পূর্বপুরুষেরা সব সময়ই হামাগুঁড়ি দিয়েছে। তুই সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারিস না !' তারপর তারা তাকে পিটিয়ে মেরে ফেলেছিল। রক্ষণশীল হওয়ায় তারা শুধু সোজা হয়ে দাঁড়াতেই নয়, কথা বলতেও অস্বীকার করেছিল। মানুষ অবশ্য অন্যরকম। ঘটনাক্রমে তারা সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং কথা বলেছিল, এবং তাই তারা জয়লাভ করেছিল। কিন্তু প্রক্রিয়াটি এখনো চলছে। সুতরাং বিপ্লব অদ্ভুত কিছু নয়, এবং এখনও মুমূর্ষু নয় এমন সকল জাতিই প্রতিদিন বিপ্লব ঘটাতে চেষ্টা করছে, যদিও তাদের অধিকাংশ বিপ্লবই খুব ক্ষুদ্র।

সাহিত্যের উপরে মহান বিপ্লবগুলো কী প্রভাব বিস্তার করে ? আমরা একে তিনটি ভিন্ন যুগে ভাগ করতে পারি ঃ

(১) একটি মহান বিপ্লবের পূর্বে প্রায় সব সাহিত্যই যন্ত্রণা ও ক্রোধোক্তির মধ্য দিয়ে সমাজব্যবস্থার ওপর অসন্তোষ ও বেদনা প্রকাশ করে। বিশ্বে এ ধরনের বহু রচনা আছে। কিন্তু বিপ্লবের ওপর যন্ত্রণা ও ক্রোধের এইসব অভিব্যক্তির কোনো প্রভাব নেই, কারণ নিছক অভিযোগ ক্ষমতাহীন। যারা আপনাকে নির্যাতন করে তারা এগুলোকে অবজ্ঞা করবে। ইঁদুর চিঁচিঁ করতে পারে ও উৎকৃষ্ট সাহিত্যের জন্মও দিতে পারে, তবু বেড়াল কোনো তোয়াক্কা না ক'রে তাকে উদরস্থ করে। সুতরাং শুধু অভিযোগের সাহিত্য-সম্বলিত একটি জাতির ভবিষ্যৎ নেই, কারণ তা সেখানেই হঠাৎ থেমে থাকে। ঠিক যেমন আদালতে বিচারের সময় যখন পরাজিত পক্ষ তার অভিযোগের কথা প্রচার করতে

আরম্ভ করে, তার বিরোধীপক্ষ বুঝতে পারে যে সে চালিয়ে যেতে পারবে না এবং অচিরেই কেসটা শেষ হয়ে যাবে ! একইভাবে অভিযোগের সাহিত্যও, কোন একজনের অভিযোগ ঘোষণা করার মতোই অত্যাচারীকে নিরাপদ বোধ করায়। কোনো কোনো জাতি যখন দেখে যে অভিযোগ করা অর্থহীন, তারা অভিযোগ করা থেকে ক্ষান্ত হয় এবং আরো বেশী বেশী করে অবক্ষয়ের মধ্য দিয়ে নীরব জাতিতে পরিণত হয়। এর প্রমাণ হচ্ছে মিশর, আরব, পারস্য ও ভারতবর্ষ —এদের কোন কণ্ঠস্বর নেই। কিন্তু যেসব জাতির অন্তঃশক্তি আছে, যারা বিপ্লব করার সাহস রাখে, যখন অভিযোগ করা অর্থহীন প্রমাণিত হয় তারা সত্যের মুখোমুখি জাগ্রত হয়। যখন এরকম সাহিত্য উপস্থিত হয় তা বিদ্রোহের অগ্রদূতের কাজ করে, এবং যেহেতু জনগণ ক্রুদ্ধ, বিপ্লব আরম্ভের ঠিক পূর্বেই লিখিত রচনাগুলোতে প্রায়শঃই তাদের রোষ, তাদের প্রতিরোধ করার সংকল্প, প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছা প্রকাশ পায়। এই ধরনের সাহিত্যই অক্টোবর বিপ্লবের অগ্রদূতের কাজ করেছিল। কিন্তু ব্যতিক্রমও আছে, যেমন পোলাণ্ডের ক্ষেত্রে, যদিও সেখানে বহুদিন ধরেই প্রতিশোধের সাহিত্য* ছিল, সেই দেশ তার পুন-রুদ্ধারের জন্য ইউরোপের বিশ্বযুদ্ধের কাছেই ঋণী।

(২) একটি মহান বিপ্লবের সময়ে, সাহিত্য উধাও হয়ে যায় এবং নীরবতা বিরাজ করে, কারণ বিপ্লবের জোয়ারে ভেসে সকলে চিৎকার ছেড়ে যুদ্ধে ধাবিত হয় এবং সকলেই বিপ্লবের কাজে এত ব্যস্ত যে সাহিত্য নিয়ে কথা বলার সময় নেই। আবার এরকম একটি সময় হচ্ছে দারিদ্রের সময় যখন মানুষ রুটির অন্বেষণের কাজেই এমন লিপ্ত থাকে যে তাদের আর সাহিত্য নিয়ে কথা বলার কোন মানসিক অবস্থা থাকে না। এবং বিপ্লবের বিশাল জোয়ারে হতবিহ্বল রক্ষণশীলেরা এত ক্রুদ্ধ ও বিমূঢ় হয়ে পড়েন যে তাঁরা আর 'সাহিত্যের' গুণগান করতে পারেন না। কেউ কেউ বলেন, 'দারিদ্র্য ও কষ্ট থেকেই সাহিত্যের জন্ম হয়,' কিন্তু এটা একটা চাতুরী। গরীব মানুষেরা লেখেন না। বেইজিং-এ যখনই আমার অর্থের অভাব হয়েছে, আমি অর্থ ধার করার জন্যে ঘুরে বেড়িয়েছি এবং একটা শব্দও লিখিনি। যখন আমাদের বেতন দেওয়া হয়েছে কেবল তখনই আমি লিখতে বসেছি। ব্যস্ততার সময়কালেও সাহিত্য হয় না। ভারী বোঝা

* মিকিউইচ ও স্লোওয়াকির মতো উনিশ শতকের প্রথম ভাগের পোলিশ কবিদের রচনার কথা বলা হচ্ছে।

ঘাড়ে আছে এমন কোনো লোককে এবং একজন রিক্সাওয়ালাকে লেখার আগে সেগুলো নামিয়ে রাখতে হবে। মহান বিপ্লবগুলোও খুব ব্যস্ততার ও দারিদ্র বাড়ার সময়; একদল আর এক দলের সাথে সংগ্রাম করছে, এবং প্রথম করণীয় কাজটি হচ্ছে বর্তমান সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করা। লেখার সময় বা ইচ্ছাও কারো নেই। সুতরাং একটি মহান বিপ্লবের সময়ে বিদ্বৎজগতে একটি অস্থায়ী নীরবতায় বিরাজ করতে বাধ্য।

(৩) যখন বিপ্লব জয়লাভ করে, তখন উত্তেজনা কমে যায়, এবং লোকেরা সচ্ছল হয়, তখন পুনরায় সাহিত্য রচিত হয়। এই যুগে দু' ধরনের সাহিত্য দেখা যায়। একটি বিপ্লবকে উচ্চ প্রশংসা জানায় ও তার প্রশস্তি-গান গায়, কারণ প্রগতিশীল লেখকরা সমাজের পরিবর্তন ও অগ্রগতিতে, পুরাতনের ধ্বংস ও নতুনের গঠনকার্যে মুগ্ধ হয়। পুরানো বিধানগুলোর পতনে আনন্দ প্রকাশ ক'রে তারা নতুন গঠনকার্যের প্রশস্তিগান গায়। দ্বিতীয় ধরনের সাহিত্য দেখা দেয় বিপ্লবের পরে—শোকগাথা—সেটা পুরাতনের ধ্বংসে হা-হুতাশ করে। কেউ কেউ একে 'প্রতিবিপ্লবী সাহিত্য' মনে করেন, কিন্তু আমি এর প্রতি এত কঠোর বাক্য প্রয়োগ করার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। যদিও একটি বিপ্লব ঘটেছে, সমাজে পুরোনো চিন্তাধারায় এমন অনেক লোক আছে যারা রাতারাতি নতুন মানুষে রূপান্তরিত হতে পারে না; যেহেতু তাদের মন পুরোনো চিন্তায় ভরপুর, যখন তাদের পারিপার্শ্বিকের ক্রমে ক্রমে পরিবর্তন ঘটে, তাদের সমগ্র জীবনধারা ব্যাহত হয়, তারা তাদের পুরোনো সুখের দিন-গুলোর কথা চিন্তা করে এবং পুরোনো সমাজের কামনা করে। যেহেতু তারা পিছনের দিকে মন রেখে দেয়, তারা সবচেয়ে পুরোনো ধারার, সেকেলে অনুভূতি-গুলোর প্রকাশ ঘটায়, এবং এই সাহিত্যের জন্ম দেয়। এই ধরনের সমস্ত লেখাই শোকাবহ, যাতে লেখকদের অতৃপ্তির বর্ণনা থাকে। নতুন গঠনকার্যের সুস্পষ্ট সাফল্য এবং পুরোনো চিন্তাধারার ধ্বংস দেখে তারা শোকগাথার সুর আওড়ায়। কিন্তু অতীতের প্রতি এই কামনা এবং এই শোকগাথা আওড়ানোর অর্থ হচ্ছে যে বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে। একটা বিপ্লব না হলে, পুরোনো লোকেরা তখনও ক্ষমতায় থাকত এবং তারা কোন শোকগাথাও গাইত না।

কিন্তু চীনেরই কেবল আজ এর কোনো রকমেরই সাহিত্য নেই, পুরাতনের জন্য শোকগাথাও নেই বা নতুনের প্রশস্তিও নেই; কারণ চীন-বিপ্লব এখনও

সম্পন্ন হয়নি। এটা এখনও একটা উত্তরণের কাল, বিপ্লবীদের কাছে একটি ব্যস্ত সময়। তবুও, বেশ ভাল সংখ্যক পুরোনো সাহিত্য এখনো বর্তমান, বস্তুত কাগজগুলোতে যা কিছু লেখা হয় তা সবই পুরোনো ধারায়। আমার মনে হয় এর অর্থ হচ্ছে যে, চীনা বিপ্লব আমাদের সমাজে খুব কমই পরিবর্তন ঘটিয়েছে, রক্ষণশীলদের খুব সামান্যই আঘাত হেনেছে, এবং তাই পুরোনো চিন্তাধারা এখনও একান্তেই থাকতে পারছে। গুয়াংঝো-এর কাগজের সমস্ত—বা প্রায় সমস্ত লেখাই যে পুরোনো এই সত্য থেকে প্রমাণিত হয় যে সমাজে এখানেও একইভাবে সামান্যই বিপ্লবের ছোঁয়া লেগেছে ; তাই এখানে নতুনের বন্দনা-গান নেই, পুরোনোর শোকগীতিও নেই, এবং গুয়াংডং প্রদেশ দশ বছর আগে যা ছিল তাই আছে। শুধু তা-ই নয় এখানে কোনো অভিযোগ বা প্রতিবাদও নেই। আমরা ট্রেড ইউনিয়নের লোকদের বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করতে দেখি, কিন্তু তা সরকারী অনুমতি নিয়ে—অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নয়। এটা নিছকই সরকারী আদেশ অনুযায়ী বিপ্লব। যেহেতু চীন বদলায়নি, অতীতের জন্য আকুল কামনা সম্বলিত কোনো শোকাবহ সংগীত এবং জোর কদমে এগিয়ে চলার কোনো নতুন সংগীতও আমাদের নেই। অবশ্য, সোভিয়েত ইউনিয়নে এই দু' ধরনের জিনিসই আছে। তাদের পুরোনো লেখকেরা, যারা বিদেশে পালিয়েছেন, তারা মূলতঃ মৃতদের জন্য শোকগাথা লিখছেন আর তাদের নবসাহিত্য জোর কদমে সামনে চলার চেষ্টা করছে। যদিও এখনও কোন মহান সাহিত্য দেখা যায় নি, ইতিমধ্যেই সেখানে বেশ কিছু ভাল নতুন লেখা উপস্থিত হয়েছে এবং সেগুলো দুর্বার ক্রোধের কাল পার হয়ে বন্দনা-গানের কালে পৌঁছেছে। বিপ্লব সম্পন্ন হবার পরই গঠনকার্যের প্রশংসা আসে, কিন্তু পরে কী আসবে তা আগে থেকে বলা কঠিন। আমি মনে করি এটা হবে গণসাহিত্য, কারণ বিপ্লবের ফলস্বরূপ জনগণই বিশ্বের স্বত্বাধিকারী হয়।

চীনে অবশ্য, আমাদের কোন গণসাহিত্য নেই, এবং বিশ্বের অন্য কোথাও নেই। প্রায় সমস্ত সাহিত্য, সংগীত ও কবিতাই উচ্চ শ্রেণীর জন্য, যারা সেগুলো তাদের আরামকেদারায় গা এলিয়ে ভরা পেটে পড়েন। একজন প্রতিভাধর পণ্ডিত গৃহত্যাগ করেন এবং একটি সুন্দরী রমণীর সাক্ষাৎ পান এবং দুজনে প্রেমে পড়েন ; তারপর কোন প্রতিভাহীন লোক গণ্ডগোল বাধায় এবং তাঁরা বিভিন্ন রকম পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যান, কিন্তু অবশেষে সবই ঠিকমতো শেষ হয়। এই

ধরনের পাঠ খুবই আনন্দদায়ক। অথবা বইগুলোতে মজাদার সুখী উচ্চ শ্রেণীর লোকদের, অথবা হাস্যকর নিম্ন-শ্রেণীর লোকদের কথা থাকতে পারে। কয়েক বছর আগে 'নিউ ইউথ'-এ একটি অত্যন্ত শীতের দেশে বন্দীদের জীবন নিয়ে কয়েকটি ছোট গল্প প্রকাশিত হয়েছিল, এবং অধ্যাপকেরা সেগুলো পছন্দ করেন নি—তাঁরা এই রকম নীচু শ্রেণীর চরিত্র সম্বন্ধে পড়তে পছন্দ করেন না। রিক্সাচালকদের নিয়ে কবিতা হচ্ছে নিম্ন-শ্রেণীর কবিতা, আইন ভঙ্গকারীদের নিয়ে নাটক হচ্ছে নিম্ন-শ্রেণীর নাটক। তাঁদের অপেরাতে আপনি দেখতে পাবেন শুধু প্রতিভাবান পণ্ডিত ও সুন্দরী মেয়ের চরিত্র। একজন প্রতিভাবান পণ্ডিত রাজদরবারের পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে এবং একটি সুন্দরী মেয়ে প্রথম স্তরের ভদ্রমহিলায় পরিণত হয়; অতএব পণ্ডিত এবং ভদ্রমহিলাটি খুশী, যে অধ্যাপকেরা তা পড়েন তাঁরাও খুশী, এবং আমার মনে হয়, নিম্ন-শ্রেণীর লোকদেরও তাদের সাথে খুশী হতে হয়।

আজকাল কিছু কিছু লেখক সাধারণ মানুষকে—শ্রমিক ও কৃষককে—তাদের উপন্যাস ও কবিতার বিষয়বস্তু করে ব্যবহার করেন, এবং তাকেও গণসাহিত্য বলা হয়ে থাকে, আসলে তা আদৌ সে ধরনের কিছু নয়, কারণ জনগণ এখনও তাদের মুখ খোলে নি। এই সব রচনায় পাঠকের অনুভূতিগুলোকে ভাষায় রূপ দেওয়া হয়, সেখানে জনগণের মুখে ভাষা জোগানো হয়। যদিও বর্তমানে আমাদের কিছু কিছু পণ্ডিতব্যক্তি গরীব, তবু তাঁরা সকলেই শ্রমিক ও কৃষকদের থেকে অবস্থাপন্ন, অন্যথায় তাঁদের অধ্যয়ন করার মতো অর্থ থাকত না এবং তাঁরা লিখতেও পারতেন না। তাঁদের লেখা জনগণের মধ্য থেকে এসেছে বলে মনে হতে পারে, কিন্তু আসলে তা আসে নি ঃ সেগুলো জনগণের প্রকৃত গল্প নয়! এখন কিছু কিছু লেখক এই বিশ্বাসে লোকসংগীত সংগ্রহ করা শুরু করেছেন যে এই হচ্ছে জনগণের প্রকৃত কণ্ঠস্বর, কারণ এগুলো সাধারণ মানুষ গেয়েছে। যাইহোক, আমাদের সাধারণ মানুষের উপরে পুরোনো যুগের পুস্তকের একটি বিশাল পরোক্ষ প্রভাব আছে, তারা ঐ সব তিন হাজার মু জমির মালিক গ্রাম্য ভদ্রলোকদের জন্য অসীম শ্রদ্ধা বোধ করে, এবং প্রায়শই ভদ্রলোকদের চিন্তা-ভাবনাকে তাদের নিজেদের মনে করে গ্রহণ করে। ভদ্রলোকেরা হামেশাই প্রতি লাইনে পাঁচ বা সাতটি হরফ সম্বলিত কবিতা আবৃত্তি করেন, সুতরাং এটাও লোকসংগীতের সাধারণ মাপকাঠি। এটা হচ্ছে সেগুলোর আঙ্গিক সম্পর্কিত কথা

এবং যেহেতু তাদের বিষয়বস্তুও খুবই অবক্ষয়ী, সেগুলিকে প্রকৃত গণসাহিত্য বলা যায় না। সাম্প্রতিককালের চীনা কবিতা ও গল্প সত্যিই অন্যদেশের মান অর্জন করেনি। আমি মনে করি সেগুলোকেই আমাদের সাহিত্য বলতে হবে, কিন্তু আমরা একটি বিপ্লবী যুগের সাহিত্য নিয়ে কথা বলতে পারি না, গণসাহিত্যের কথা তো বাদই দিলাম। আমাদের সমস্ত লেখকই আজ পণ্ডিত, এবং যতদিন না আমাদের শ্রমিক ও কৃষকেরা মুক্তি লাভ করছে তারা এই পণ্ডিতদের মতো একই-ভাবে চিন্তা করে যাবে। যখন তারা প্রকৃত মুক্তি অর্জন করবে কেবলমাত্র তখনই প্রকৃত গণসাহিত্য দেখা দেবে। সেই কারণেই এটা বলা ভুল যে, 'ইতিমধ্যেই আমাদের একটি গণসাহিত্য আছে।'

ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা প্রকৃত যোদ্ধা, বিপ্লবী যোদ্ধা, এবং আমার ধারণা আপনাদের এখন সাহিত্যের প্রশংসা না করাই শ্রেয়। সাহিত্যের অধ্যয়ন যুদ্ধের কাজে লাগবে না—বড়জোর আপনি একটি যুদ্ধের গান লিখতে পারেন, আর তা যদি সুলিখিত হয় তবে আপনি যুদ্ধের পরে যখন বিশ্রাম নেবেন তখন তা সুখ-পাঠ্য হতে পারে। আরো কাব্য করে বলা যায়, এটা একটা উইলো চারা রোপণ করার মতন ঃ যখন উইলো গাছ বড় হবে ও ছায়া মেলে দেবে, কৃষকেরা দুপুরে কাজ শেষ করে তার নীচে আহার করতে ও বিশ্রাম নিতে পারবে। চীনের বর্তমান পরিস্থিতি এমন যে কেবল প্রকৃত বিপ্লবী যুদ্ধকেই গণ্য করা হয়। একটি কবিতা সুন চুয়ানফ্যাংকে* ভয় দেখিয়ে তাড়িত করতে পারে না; কিন্তু একটি কামানের গোলার ভয়ে সে পলায়ন করতে পারে। আমি জানি কিছু লোক মনে করেন বিপ্লবের ওপর সাহিত্যের বিরাট প্রভাব আছে, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমার এতে সন্দেহ আছে। এটা সত্যি যে মোটের ওপর, সাহিত্য হচ্ছে অবসর সময়ের ফসল, তা একটি জাতির সংস্কৃতিকে প্রতিফলিত করে।

মানুষ কদাচ তার নিজের পেশায় সন্তুষ্ট। কয়েকটি প্রবন্ধ লেখা ছাড়া আমি কখনও কিছু করতে পারি নি, এবং আমি এতে ক্লান্ত; অথচ আপনারা যারা বন্দুক কাঁধে নিয়েছেন তারা সাহিত্য সম্পর্কে শুনতে চান। স্বভাবিকভাবে

* সুন চুয়ানফ্যাং (১৮৮৪—১৯৩৫), জিয়াংসু ও ঝেজিয়াং-এর একজন সক্রিয় যুদ্ধবাজ। ১৯২৬ সালে জিয়াংজিতে সে নর্দার্ন এক্সপিডিসন বাহিনীর কাছে পরাজিত হয়েছিল।

আমি নিজে বরং বন্দুকের গর্জন শুনবো, কারণ আমার মনে হয় যে সাহিত্যের চেয়ে বন্দুকের গর্জন অনেক শ্রুতিমধুর। আমার যা বলার আমি বললাম। আমার কথা শোনার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ।

৮. ৪. ১৯২৭

অনুবাদ : সমর ঘোষ

মিঃ ইউহেং*কে প্রত্যুত্তর

প্রিয় মিঃ ইউহেং, 4ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯২৭

'বেইক্সিং'-এ আজ আপনার বিভিন্ন মন্তব্যগুলো পড়লাম। আমার কাছে আপনার প্রত্যাশা ও আপনার স্বাভাবিক শুভেচ্ছার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আমি এখন আপনাকে ও আপনার মতো একই মনোভাবাপন্ন লোকদের একটি সংক্ষিপ্ত প্রত্যুত্তর দিতে চাই।

আমার যথেষ্ট অবসর আছে এবং আমি আদৌ এমন ব্যস্ত নই যে আমি লেখবার অবকাশ পাবো না। কিন্তু দীর্ঘদিন আমি আমার মতামত ব্যক্ত করি নি, কারণ গত গ্রীষ্মে আমি সিদ্ধান্ত করেছিলাম যে আমি দু' বছরের জন্য নীরব থাকব। কোন গুরুত্ব দিয়ে আমি এরকম সময় সীমা বেঁধে দিই না, কখনও কখনও মজা করেই এমন করে থাকি।

কিন্তু আমার বর্তমান নীরবতার কারণটি আমার এই সিদ্ধান্ত নেবার সময়কার কারণ থেকে ভিন্ন, কারণ জিয়ামেন ত্যাগ করার সময় থেকেই আমার ভাবনা-চিন্তা পরিবর্তিত হচ্ছিল। এই পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা দেওয়া খুবই কষ্টকর, তাই তার উল্লেখ করব না, এবং সম্ভবতঃ আশা করি ভবিষ্যতে তা প্রকাশ করব। যদি শুধুমাত্র বর্তমান সময় নিয়ে বলি তবে বলতে হয় যে আমার নীরবতার অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে আমি ভীত। আর এই ভয় এমনই এক ধরণের ভয় যার কোন পূর্ব-অভিজ্ঞতা আমার নেই।

এখন পর্যন্তও এই ভয়ের কোন সুচিন্তিত বিশ্লেষণ আমি করি নি। আপাততঃ যে কয়েকটি বিষয় আমি বার করতে পেরেছি সেগুলো উল্লেখ করব মাত্র, সেগুলো হল নিম্নরূপঃ

প্রথমতঃ, আমার মোহগুলোর মধ্যে একটি মোহ বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। পূর্বে মোটামুটি এই ধারণার বশবর্তী হয়ে আমার মনে সব সময়ই একটা নির্দিষ্ট

---

* শি ইউহেং ছিলেন এক তরুণ লেখক।

আশাবাদ ছিল যে বৃদ্ধরাই যুবকদের নিপীড়ন ও হত্যা করে এসেছে ; এবং যেহেতু এইসব বৃদ্ধেরা ক্রমশঃই মরে যাচ্ছে, সেইহেতু চীন অপেক্ষাকৃত বেশী প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে। এখন আমি বুঝেছি যে এটা ছিল একটা মোহ ; মোটামুটিভাবে বলা যায় যে যুবকরাই মনে হয় যুবকদের হত্যা করছে, এবং যুবসম্প্রদায়ের প্রতি ও অন্যদের জীবনের প্রতি তাদেরই অনেক কম মায়া রয়েছে—যা পুনরুদ্ধার করা যাবে না। প্রাণীদের প্রতি যদি তারা এত নির্দয় হয়, একে 'প্রকৃতির অমিতব্যয়ী অপব্যবহার' বলেই মনে করা যেতে পারে। যা পড়তে আমার সবচেয়ে ভয় করে তা হল বিজয়ীদের এইসব উল্লাসপূর্ণ কথাবার্তা ঃ 'কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে', 'বর্শা বিঁধিয়ে হত্যা করা হয়েছে···।' সত্যি কথা বলতে কি আমি কোন মৌলিক সংস্কারক নই এবং কখনও প্রাণদণ্ডের বিরোধিতা করিনি। কিন্তু অংগপ্রত্যংগ কেটে ফেলা ও সমগ্র গোষ্ঠীকে নির্মূল করার বিরুদ্ধে আমি সর্বাংগীন ক্ষোভ ও দুঃখ প্রকাশ করেছি। কারণ আমার মনে হয় বিংশ শতাব্দীতে এগুলো মানবসমাজে স্থান পাবে না। অবশ্য কুঠার দিয়ে কোপানো বা কোন মানুষকে বর্শাবিদ্ধ করা আর অংগপ্রত্যংগ কেটে ফেলা এক জিনিষ নয়, কিন্তু আমরা কি কোন মানুষকে মাথার পেছন থেকে গুলিবিদ্ধ করতে পারি না ? ফল তো একই হবে, একজন শত্রুর মৃত্যু। কিন্তু ঘটনা ঘটনাই, এই রক্তের হোলিখেলা ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে আর যুবকরাই হচ্ছে এর খেলোয়াড়, যারা বরং এতে উল্লসিত। আমি এখনও বলতে পারবো না কিভাবে এই নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটবে।

দ্বিতীয়ত, আমি আবিষ্কার করেছি যে আমি হচ্ছি······। কি বলে উল্লেখ করব ? আপাততঃ আমি কোন নাম স্থির করতে পারছি না। আমি পূর্বেই বলেছি যে প্রাচীনকাল থেকে চীনে মানুষ-খাওয়ার উৎসব চলে আসছে, এই ভোজনোৎসবে ভোজনকারী ও তাদের শিকাররাও উপস্থিত আছে। যেসব মানুষদের খাওয়া হচ্ছে তারা পূর্বে অন্যদের খেয়েছিল ; যারা এখন খাচ্ছে, ভবিষ্যতে তাদেরও খাওয়া হবে। কিন্তু আমি এখন আবিষ্কার করেছি যে এই ভোজনোৎসবকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আমি নিজেও সাহায্য করছি। আপনি আমার লেখাপত্র পড়েছেন, সুতরাং মহাশয় আমি আপনাকে একটি প্রশ্ন করছি ঃ ওগুলো পড়ে কি আপনি হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন, নাকি আরও বেশী করে আপনার মাথা খুলে যায় ? ওগুলো কি আপনাকে বোকা বানায়, না আপনার

জ্ঞান বৃদ্ধি করে? যদি আপনি মনে করেন যে ওগুলো ঐ পরের বিষয়গুলোই করে থাকে, তবে আমার আত্ম-অভিযোগ মূলতঃ প্রমাণিত হল। চীনা ভোজ-নোৎসবে জ্যান্ত বাগদা-চিংড়ি মদে ডুবিয়ে খেতে দেওয়া হয়। বাগদা-চিংড়িগুলো যত তিড়িং-বিড়িং করে, ভোজনকারীর আমেজ ও আনন্দ তত বেড়ে যায়। যারা সৎ ও নিরপরাধী যুবসম্প্রদায়ের মন পরিষ্কার ক'রে ও অনুভূতিকে প্রবল ক'রে সেই খাবারের থালা সাজিয়ে দিতে সাহায্য করে, আমি তাদের মধ্যে একজন—যাতে করে হঠাৎ কোন বিপদে তারা আরও বেশী বেশী হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে এবং সাথে সাথে তাদের শত্রুরা তাদের আরও অধিক যন্ত্রণাকে উপভোগ ক'রে বিশেষ আনন্দ লাভ করতে পারে। আমার ধারণা, কমিউনিস্ট বা অন্যান্য বিপ্লবী শক্তির যাদেরই হত্যা করুক না কেন, যদি শত্রুরা শিক্ষিত লোক-জনদের—যেমন অন্য দলভুক্ত ছাত্রদের—বন্দী করে, তবে তারা শ্রমিক বা অন্যান্য অশিক্ষিত লোকদের চেয়ে নিঃসন্দেহে তাদের উপর বেশী অত্যাচার করবে। কেন? কারণ তারা যন্ত্রণার আরও বেশী গভীর ও নীরব অভিব্যক্তি দেখে বিশেষ সুখ ভোগ করে। আমার এই ধারণা যদি সঠিক হয়, তবে আমার আত্ম-অভিযোগ সম্পূর্ণভাবে প্রমাণিত হল।

তাই আমি এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে আমার বলার কিছুই নেই।

অধ্যাপক চেন ইউয়ান* এবং ঐ ধরনের ব্যক্তিদের সম্বন্ধে মজা করার ব্যাপারে বলা যায় যে তা অতি সহজেই করা যায়ঃ এই তো গতকালই আমি ঐ ভংগীতে কিছুটা লিখেছিলাম। কিন্তু এটা অর্থহীন; এইসব লোককে কোন সমস্যা বলে আমি বিশ্বাস করি না। বস্তুতঃ তারা বড় জোর কেবল আধখানা বাগদা-চিংড়ি খেয়েছেন অথবা কয়েক ঢোক ভিনিগার পান করেছেন। তাছাড়া, আমি শুনেছি যে তারা ইতিমধ্যেই তাদের সবচেয়ে সম্মানিত "মিঃ গুটং"কে** পরিত্যাগ করেছেন এবং নীল-আকাশ-ও-শ্বেত-সূর্য পতাকাতলে*** তারা বিপ্লবে যোগদান করেছেন। আমার মনে হয়, এই নীল-আকাশ-ও-শ্বেত-সূর্য পতাকাটি যদি মাঠের আরোও দূরেও পোতা হত, তবুও মিঃ গুটং হয়ত আসতেন

* "মডার্ণ ক্রিটিক গ্রুপের" একজন নেতৃস্থানীয় সদস্য।

** ১৯২৪ থেকে ১৯২৬ সালের মধ্যে উত্তরের যুদ্ধবাজ সরকারের বিচারমন্ত্রী ও শিক্ষা-মন্ত্রী ঝ্যাং শিঝাও-এর ছদ্মনাম।

*** কুওমিংটাং পতাকা।

এবং বিপ্লব করতেন। সুতরাং কোন সমস্যা নেই; সকলেই বিপ্লবে যোগদান করেছেন—একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী।

তাহলে একমাত্র সমস্যা হচ্ছে আমার নিজের পশ্চাদপদতা। আরোও একটা ছোট্ট ব্যাপার। অর্থাৎ, বাহ্যতঃ আমি এখন আমার অতীতের "বটতলার উকিলগিরি"র জন্য শাস্তি ভোগ করছি। যে-ই পিয়ানি গাছ পোতে সে-ই ফুল পায়, যে-ই কাঁটাগাছ পোতে সে-ই কাঁটার আঘাত পায়ঃ এই আমার প্রাপ্য এবং আমার কোন ক্ষোভও নেই। কিন্তু মনে হয় শাস্তিটা অতিরিক্ত এবং সেটাই অন্যায়; উপরন্তু এটা যে কিছু সহকর্মী ও ছাত্রদেরও সক্রিয় করেছে, এই ঘটনায় আমি পরিতাপ করছি।

তারা কি-অপরাধ করেছে? তাদের একমাত্র অপরাধ হচ্ছে যে তারা প্রায়ই আমার সাথে দেখা করে এবং আমাকে অবজ্ঞা করে না। এ রকম প্রত্যেককেই এখন হয় "লু স্যুনের পার্টি" না হয় "ট্যাটলার চক্র" বলে চিহ্নিত করা হয়েছে; এটাকেই "গবেষক দল" ও "মডার্ণ ক্রিটিক গ্রুপ" তাদের মহান সফলতা বলে দাবি করছে! গত বছরে লু স্যুনকে তাই সাধারণভাবে "একঘরে" বলে মনে করা হত। আপনি হয়ত ব্যাপারটা নাও বুঝতে পারেন, কিন্তু কিছু সময়ের জন্য জিয়ামেন-এ থাকাকালীন সময়ে আমাকে প্রতিবেশীবিহীন একটি বিরাট বাড়িতে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। একমাত্র বই-ই ছিল আমার সংগী এবং গভীর রাত্রে নীচে আমি বন্য প্রাণীর চিৎকার শুনতে পেতাম। কিন্তু আমি নির্জনতাকে ভয় পাই নি, বিশেষতঃ যেহেতু ছাত্ররা মাঝে মাঝে আমার সাথে গল্প করতে আসত। তারপরই এল দ্বিতীয় আঘাতঃ তারা বলল যে আমার তিনটে চেয়ারের দুটোই সরিয়ে নেওয়া হবে কারণ অমুক-অমুকের পুত্র এসেছে এবং তার জন্য এই চেয়ারগুলো লাগবে। আমি খুবই ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিলাম এবং তাদের জিজ্ঞেস করেছিলামঃ যদি তার নাতিও চলে আসে, তবে কি আমায় মাটিতে বসতে হবে? এগুলো আমি দেব না! চেয়ারগুলো নিয়ে যাওয়া হয় নি, কিন্তু তার পরই এল তৃতীয় আঘাতঃ মৃদু হেসে একজন অধ্যাপক বললেন, "উনি আবার একজন পাগলা-পন্ডিতের মতো আচরণ করছেন।" মনে হল যে জিয়ামেনের স্বর্গীয় আইনে কেবল পাগলা-পন্ডিতেরই একটার বেশী চেয়ার রাখার অধিকার আছে। এবং ঐ "আবার" শব্দ থেকে এটাই বোঝা যায় যে

আমি প্রায়শঃই পাগলা-পন্ডিতের মতো আচরণ করি, 'বসন্ত-ও-শরৎ বর্ষপঞ্জী'র* ভঙ্গীতে নিন্দা। মহাশয়, কোন সন্দেহ নেই যে আপনি আমার কথা বুঝতে পারছেন। তারপরই, আমার চলে যাবার সামান্য কিছু আগে এল চতুর্থ আঘাত। এই দাবি করা হল যে, আমি যে চলে যাচ্ছি তার প্রথম কারণ হল আমার খাবার মদ নেই এবং দ্বিতীয় কারণ হল, অন্য লোকেদের স্ত্রীরা আসাতে আমি অসন্তুষ্ট। এটাকেও আমার "পন্ডিতি মেজাজের" ফল বলে বলা হয়েছিল।

আমার সাথে যেসব ঘটনা ঘটে এটা তার তুলনায় খুবই তুচ্ছ। কিন্তু তবুও এই উদাহরণ থেকেই আপনি আমার কথা বলায় এত ভীতিকে সম্ভবতঃ ক্ষমা করবেন। আমি একটা পানোন্মত্ত বাগদা-চিংড়িতে পরিণত হয়ে যাই এটা যে আপনি চান না তা আমি জানি। যদি আমি লড়াই চালিয়ে যাই, আমি হয়ত "শরীর ও মনের দিক থেকে অসুস্থ"** হয়ে সরে যাবো। তারপর "শরীর ও মনের দিক থেকে অসুস্থ" হবার জন্য তারা আমাকে বিদ্রূপ করবে। অবশ্যই, এই বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু ঝামেলার কি প্রয়োজন? মদে-ডোবান বাগদা-চিংড়ি কেন হব?

কিন্তু এই সময়ে আমার পক্ষে সবচেয়ে সৌভাগ্যের বিষয় হল এই যে আমি কখনও কমিউনিস্ট হই নি। একজন যুবক প্রমাণ করেছিল যে আমি কমিউনিস্ট, কারণ আমি চেন ডুজিউ সম্পাদিত 'নিউ ইউথ'-এ লিখেছি। যাহোক অন্য একজন যুবক তাকে খন্ডন করে লিখেছিল যে, সে জানে যে সেই সময়ে চেন ডুজিউ নিজেও কমিউনিজম প্রচার করতেন না। তাই তারা এক পা পিছিয়ে গিয়ে বলল, যে আমি "কমিউনিস্টদের পক্ষে," কিন্তু সেটাও টিকল না। সান ইয়াৎ-সেন বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে যদি আমি সরাসরি গুয়াংঝো ত্যাগ করতাম, আমার মনে হয় তারা আমাকে তালিকাভুক্ত করত। যাহোক, যেহেতু আমি ত্যাগ করি নি, খবরের কাগজগুলো যখন চিৎকার করে বলতে লাগল যে আমি হ্যাংকাওতে পালিয়েছি তখন আর কিছু ঘটেনি। পৃথিবীতে এখনও মোটের উপর ন্যায়বিচার আছেঃ কেউই দাবি করে নি যে আমি একই সাথে দুজায়গায়

---

* কথিত আছে যে কনফুসিয়াস যখন বসন্ত ও শরৎকালের বর্ষপঞ্জী সম্পাদনা করেন, তাঁর মন্তব্য নিয়ে শয়তানদের ভয় দেখান হত।

** একজন যুবক গাও চ্যাংহং লু স্যুনকে আক্রমণ করার জন্য এই শব্দ প্রয়োগ করেছিল।

থাকতে পারি। এখন মনে হচ্ছে যে আমি হচ্ছি " 'ট্যাটলার' গ্রুপের নেতা," "মডার্ণ ক্রিটিক গ্রুপের" এই অভিমত ছাড়া আমার উপর কোন মার্কা মারা হয় নি। মনে হয় না যে এতে আমার জীবন বিপন্ন হবে, সুতরাং তারা যতক্ষণ না আমার উপর কোন দ্বিতীয় আঘাত হানছে, সম্ভবতঃ এতে খুব একটা কিছু আসে যায় না। কিন্তু তাং ইউরেন*-এর মতো কোন "নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি" যদি "মস্কোর আদেশ" সম্পর্কে অন্য কিছু বলেন, তাহলে হয়ত আমি আবার গরম জলে পড়ব।

বিরক্ত হয়ে এবং অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাওয়ায়, আমি বরং আমার "পশ্চাদপদতার" সমস্যাতেই ফিরে আসি। মহাশয়, আমি আশা রাখি আপনি দেখেছেন যে কিভাবে আমি চীনের এমন একজন ব্যক্তির অভাবের জন্য পরিতাপ করেছি "যিনি বিদ্রোহীদের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করবার সাহস রাখেন।" কিন্তু এখন কি করা যায়? আপনিও দেখেছেন, দেখেননি কি, যে গত ছমাস যাবং আমি একটি শব্দও লিখিনি? যদিও বিভিন্ন ভাষণে আমি আমার মনের কথা খোলাখুলি প্রকাশ করেছি, যদিও এই সময়ে আমি কোন কিছু ছাপিয়ে প্রকাশ করতে পারিনি, যদিও আমি আগেই নীরব থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এইসব যুক্তির কোনটাই খুব বেশী যুক্তিগ্রাহ্য নয়। সংক্ষেপে, যদি আমাকে এখন "শিশুদের বাঁচাও" ধরনের সর্বদিক রক্ষাকারী মতামত প্রকাশ করতে হত, সেগুলো আমার নিজের কাছেও ঘৃণ্য বলে মনে হত।

আরেকটি বিষয়, সমাজের প্রতি আমার পূর্বেকার আক্রমণগুলোও ব্যর্থ। সমাজ জানতো না যে আমি তাকে আক্রমণ করছি; জানলে আমি বহু পূর্বেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতাম। কেউ যখন এই সোসাইটীর সদস্য চেন ইউয়ান-এর মতো একজন ব্যক্তিকে আক্রমণ করার চেষ্টা করে তখনই কি অবস্থা হয় সে তো দেখছেন, আর চারশ মিলিয়নকে আক্রমণ করার কথা তো বাদই দিলাম। আমি কোন মতে বেঁচে গেছি, কারণ তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই নিরক্ষর ও অজ্ঞ; আর তাছাড়া আমি যা বলেছি তা এতই নিষ্ফল যে তা যেন সমুদ্র লক্ষ্য করে তীর ছোঁড়ার মতন। অন্যথায়, আমার দেখা দু একটা টুকিটাকি বিষয়ের বিনিময়েই আমাকে আমার জীবন দিতে হ'ত। শয়তানদের শাস্তি দেবার জন্য

একজন 'মডার্ণ ক্রিটিক' লেখক। ইনি পরে কুওমিংটাং-এর সাথে যুক্ত হন এবং প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতিবিদ-এ পরিণত হন।

জনগণের ইচ্ছা, পন্ডিত ও যুদ্ধবাজদের ইচ্ছার চেয়ে কোন অংশে কম বলবান নয়। সম্প্রতি আমার ক্ষেত্রে এই ঘটেছে যে সমাজকে সংশ্লিষ্ট না করে কিঞ্চিৎ সংস্কার-মূলক প্রস্তাবগুলোকে "অর্থহীন কথা" হিসেবে সহ্য করা হচ্ছে; আর যদি আকস্মিকভাবে সেগুলো কার্যকরী বলে প্রমাণিত হয়, তবে সেগুলোর প্রস্তাবক সম্ভবতঃ বিপদে পড়বেন অথবা প্রাণ হারাবেন। চীনেই হোক কি বিদেশেই হোক, কি অতীত কি বর্তমানে, সর্বদা ব্যাপারটা এ রকমই ঘটে আসছে। একটা সাম্প্রতিক উদাহরণ নেওয়া যাক। মিঃ উ ঝিউই* কি কয়েকটি প্রস্তাব দেন নি? তিনি তো সর্বজনীন নিন্দার সম্মুখীন হনই নি, এমন কি তিনি চিৎকার করে বলতে পারেন "……নিপাত যাক! ……কঠোর শাস্তি দাও!" এর কারণ হচ্ছে যে লালেরা কুড়ি বছরের মধ্যে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, আর তার প্রস্তাব বাস্তবায়িত হতে লাগবে সম্ভবতঃ কয়েক শতক, আর এই ভাবে বিচার করলে, সেই প্রস্তাবগুলো অর্থহীন কথারই সামিল। কয়েক ডজনেরও বেশী প্রজন্মের পরে তার উত্তরসূরীদের কি ঘটবে তা নিয়ে দুশ্চিন্তা করার সময় কারই বা আছে?

অনেক কথা বলা হল আর এবার আমি থামব। মহাশয়, আমি আপনার মনোভাবকে উপলব্ধি করতে পারছি, তা বিদ্রূপাত্মকও নয় আবার বিদ্বেষ পরায়নও নয়। তাই আমি খোলা মনে উত্তর দিলাম। অবশ্যই আমি এই সুযোগে নালিশও জানিয়ে রাখছি। কিন্তু আমি এটা পরিষ্কার করে দিতে চাই যে আমি যা বলছি তাতে কোন মিথ্যা বিনয় নেই। আমি নিজেকে চিনি, আমি যে-নিষ্ঠুরতার সাথে অন্যান্য লোকদের কাটাছেঁড়া করি, সেই একইভাবে আমি নিজেকে কাটাছেঁড়া করলাম। পেটভরা বিদ্বেষ নিয়ে বেশ কয়েকজন তথাকথিত সমালোচক আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন সঠিকভাবে আমার রোগ নির্ণয় করতে, কিন্তু পারেন নি। সেই কারণেই এবারে আমি কিছুটা প্রকাশ করলাম। অবশ্যই এটা আংশিকমাত্র; অনেক কিছুই আমি এবারে চেপে গেলাম।

আমার সন্দেহ হচ্ছে এখন থেকে আমার আর কিছু বলার না-ও থাকতে পারে। আমার ভীতি কেটে গেলে কি ঘটবে তা জানবার কোন উপায় আমার

* একজন প্রতিক্রিয়াশীল কুওমিংটাং রাজনীতিবিদ, যে নিজেকে একজন নৈরাজবাদী বলে প্রচার করত এবং এই দাবি করত যে নৈরাজ্যবাদ সাম্যবাদের চেয়ে অনেক বেশী প্রগতিশীল কিন্তু আগামী তিন হাজার বছরেরও তা বাস্তবায়িত করা যাবে না।

নেই—সম্ভবতঃ ভাল কিছু হবে না। যাহোক, আমি এখনও নিজেকে পুরোনো পন্থাতেই বাঁচাবার চেষ্টা করছি ; প্রথমতঃ নিজেকে হতবুদ্ধি করে রেখে এবং দ্বিতীয়তঃ ভুলে গিয়ে। সংগ্রাম করতে করতে আমি এখনও, বিলীন হয়ে যাবে এমন কিছু "ধূসর রক্তচিহ্নের" সাক্ষ্য দেখবার এবং ছেঁড়া কাগজে তা নথিভুক্ত করার চেষ্টা করে যাচ্ছি।

অনুবাদ ঃ সমর ঘোষ

লু সুন

উদ্ভট কল্পনা

যে মৌমাছি তার হুলকে কাজে লাগায় তার পরমায়ু কমে ; যে নিন্দুক তার হুল ব্যবহার করে তার পরমায়ু বাড়ে।

তাদের মধ্যে এই হচ্ছে পার্থক্য।

* * *

জন স্টুয়ার্ট মিল ঘোষণা করেছিলেন যে অত্যাচার মানুষকে ক'রে তোলে নিন্দুক।

তিনি জানতেন না যে একটা প্রজাতন্ত্র তাদের নীরব করে রাখে।

* * *

যুদ্ধকালে একজন সামরিক চিকিৎসকের কাজই সর্বাপেক্ষা ভালো। বিপ্লবে সবচেয়ে ভালো কাজ পিছনের দিকে। হত্যাকাণ্ডে সবচেয়ে ভালো কাজ হচ্ছে একজন ঘাতক হওয়া। এই কাজগুলো একইসঙ্গে বীরত্বপূর্ণ ও নিরাপদ।

* * *

যখন আপনি একজন খ্যাতনামা পণ্ডিতব্যক্তির সঙ্গে কথা বলবেন, কখনও কখনও তাঁকে না বুঝতে পারার ভান করুন। যদি আপনাকে খুব আগ্রহী মনে হয় তিনি আপনাকে অবজ্ঞা করবেন ; যদি আপনাকে খুব চতুর মনে হয়, তিনি আপনাকে অপছন্দ করবেন। তাই সবচেয়ে ভালো জিনিষ হচ্ছে কোন কোন সময় তাকে না বোঝা।

* * *

অধিকাংশ লোকই জানেন যে যুদ্ধনায়কের তরবারি সৈন্যদের হুকুম করতে ব্যবহৃত হয়। তারা বোঝেন না যে এটা বুদ্ধিজীবীদেরও হুকুম করতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

* * *

বক্তৃতামালার সংগ্রহ এবং আরো বক্তৃতামালার সংগ্রহ।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এই সব বক্তৃতার একটাতেও স্পষ্ট করে বলা নেই বক্তাদের

মধ্যে কোন জিনিষ এই বিরাট পরিবর্তন ঘটিয়েছে, কিংবা তারা যা এখন বলছেন সত্যিই তারা তা বিশ্বাস করেন কি না।

* * *

বুদ্ধিমান, ক্ষমতাশালী লোকেরা অতীতকে মৃত এবং নিঃশেষিত হিসেবে দেখেন।

ক্ষমতাহীন মূর্খরা সত্যি সত্যিই মৃত এবং নিঃশেষিত।

* * *

যারা কোনসময় ক্ষমতায় ছিলেন তারা অতীতে ফিরে যেতে চান। বর্তমানে যারা ক্ষমতায় আছেন তারা এইরকমই থাকতে চান। যারা এখনো ক্ষমতা পাননি তারা সংস্কার চান।

এটা একটা সাধারণ নিয়ম।

* * *

অতীতে ফিরে যাওয়ার অর্থ তাদের কাছে সেই সময়ের কয়েকটি বছরে ফিরে যাওয়া যা তারা মনে রেখেছেন, যু অথবা জিয়া, শাং বা জৌ রাজবংশকালের সময়ে নয়।

* * *

প্রত্যেকটি নারীই একটি মা ও কন্যার সহজাত প্রবৃত্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু পত্নীসুলভ প্রবৃত্তি বলে কোনো কিছু নেই। পত্নীসুলভ প্রবৃত্তি আসে পরিস্থিতির প্রেরণায়, এবং সেগুলো হচ্ছে কেবল মা ও কন্যার প্রবৃত্তিসমূহের সমন্বয়।

* * *

প্রতারণা থেকে সাবধান।

যারা নিজেদের চোর বলে থাকেন তাদের সম্পর্কে আপনার সতর্ক থাকার প্রয়োজন নেই, কারণ পক্ষান্তরে তারা ভালো লোক; কিন্তু আপনি অবশ্যই সতর্ক থাকবেন তাদের সম্পর্কে যারা নিজেদের বলে থাকেন প্রকৃত ভদ্রলোক, কারণ পক্ষান্তরে তারাই চোর।

* * *

নীচেরতলায় একজন লোক তার মৃত্যুশয্যায়, পাশের ঘরের লোকেরা গ্রামোফোন বাজাচ্ছে; উল্টোদিকের বাড়িতে লোকেরা শিশুদের নিয়ে খেলছে।

উপরতলায় দুজন লোক বিকটভাবে উচ্চহাসিতে মত্ত, এবং সেখানে জুয়ার আওয়াজ। নদী বক্ষে নৌকার মধ্যে এক মহিলা তার মায়ের মৃত্যুর জন্য শোকার্তনাদ করছেন।

মানুষ তাদের শোক বা আনন্দের আদান-প্রদান করতে পারে না—যা আমি অনুভব করি তা হচ্ছে যে এই সবই হৈ-হট্টগোল।

* * *

যখনই ছেঁড়া কম্বল জড়িয়ে একজন লোক হেঁটে যায়, কোলে বসা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে ওঠে, যদিও এর প্রভু তাকে এরকম কিছু করতে বলেনি বা হুকুম করেনি।

কোলে বসা কুকুররা তাদের প্রভুদের থেকেও অনেক সময় বেশী কঠোর।

* * *

কোনো একদিন সম্ভবতঃ জীর্ণমলিন পোষাক পরাও নিষিদ্ধ হবে। যদি আপনি পরেন, আপনাকে বলা হবে একজন কম্যুনিস্ট।

* * *

যখন একজন লোক নিঃসঙ্গ বোধ করেন, তখন তিনি সৃষ্টি করতে পারেন; যখন তার নিঃসঙ্গতা দূর হয়ে যায় তিনি আর সৃষ্টি করতে পারেন না, কারণ তিনি আর ভালোবাসা উপলব্ধি করেন না।

সমস্ত সৃষ্টির জন্ম ভালোবাসা থেকে।

* * *

যে ব্যক্তি আত্মহত্যা করতে চান সমুদ্রের বিস্তীর্ণ প্রসারতায়, গ্রীষ্মকালে যে দ্রুততায় একটি মানুষের শবদেহ পচে যায় তাতে তিনি ভয় পেতে পারেন! কিন্তু যখন তিনি একটি ঠান্ডা শরতের রাতে একটি স্বচ্ছ জলাশয় দেখবেন, তিনি সাধারণতঃ নিজেকে হত্যা করবেন।

* * *

মহিলাদের জামার ছোট হাতা চোখে পড়লেই তাদের মনে করিয়ে দেয় অনাবৃত হাত, নগ্ন দেহ, জননেন্দ্রিয়গুলো, যৌনসঙ্গম, নির্বিচার যৌনসম্ভোগ এবং জারজ সন্তানদের।

এটাই একমাত্র শ্রদ্ধা নিবেদন যার মধ্যে চীনাদের সক্রিয় কল্পনা বর্তমান।

২৪. ৯. ১৯২৭

অনুবাদ : দেবব্রত পাল

রুশো এবং ব্যক্তিগত রুচি

"কনট্রাট সোশ্যালের" রচয়িতা জঁা জ্যাকুইস রুশোকে তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত গালাগাল দেওয়া হয়েছিল এবং উত্যক্ত করা হয়েছিল; এবং লোকেরা এখনও তাঁকে গালাগাল দেওয়া বন্ধ করেনি। এমন কি চীন প্রজাতন্ত্র, যার সংগে কনট্রাট সোশ্যালের" কোনো সম্পর্কই নেই, এ ব্যাপারে নিজস্ব ভূমিকা পালন করছে।

উদাহরণস্বরূপ ধরুন, কমার্শিয়াল প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত "এমিলি" উপন্যাসের চীনা অনুবাদের ভূমিকায় বলা হয়েছে ঃ

"এই রচনার পঞ্চম খন্ডটিতে নারীশিক্ষা সম্পর্কে লেখা হয়েছে; কিন্তু মৌলিক প্রস্তাব পেশ করা তো দূরের কথা, তিনি নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যটুকুও স্বীকার করেন নি; সুতরাং প্রথম চারটি খণ্ডে মানবতা সম্পর্কে তাঁর গুরুত্ব প্রদানের উল্টোদিকেই তা যাচ্ছে……সুতরাং আমাদের আজকের দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা বলতে পারি যে পুরুষদের অধিকারকে উচ্চে তুলে ধরার ক্ষেত্রে তিনি কেবল অর্ধেক পথ গিয়েছিলেন।"

যাইহোক, "ফুদান বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকার" প্রথম সংখ্যায় অধ্যাপক লিয়াং শিকিউ (এক প্রতিক্রিয়াশীল লেখক) বলেছেন যে তাঁর "সামান্য ভিন্ন দৃষ্টিভংগী আছে"। বস্তুতঃ "সামান্য" কথাটা ঠিক নয়, কারণ অধ্যাপক লিয়াং বলেছেন, "রুশোর শিক্ষা-তত্ত্বে ভালো কিছুই নেই, কেবল নারীশিক্ষার বিষয়ে যা বলেছেন সেটুকু ছাড়া—সেটা সত্যিই চমৎকার।" কারণ সেটা হল ঃ "নারী ও পুরুষের শরীর ও মেজাজের পার্থক্যের বিষয়-ভিত্তিক রচনা।" তাছাড়া জীবনবিজ্ঞান ও মনস্তত্ত্বের আধুনিক গবেষণাগুলো থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, কোনো দুটি মানুষ পুরোপুরি একরকম নয়, এবং ভিন্ন লোকেদের ভিন্ন ধরনের শিক্ষার প্রয়োজন। তাই অধ্যাপক লিয়াং বলেছেন ঃ

"আমি মনে করি, 'মানুষ' শব্দটি অভিধান থেকে পুরোপুরি এবং চিরতরে বাদ দিয়ে দেওয়া অথবা সরকারী আদেশবলে নিষিদ্ধ করে দেওয়া দরকার। কারণ এর অর্থ অত্যন্ত গোলমেলে। একজন উচ্চ মেধাসম্পন্ন বিদ্বান ব্যক্তিকে

যেমন, তেমনি ষাঁড়ের মতো নির্বোধ কিছু লোককেও বলা হয় মানুষ ; অনুরূপ-ভাবে একজন কোমলাংগী নারী অথবা একজন কর্কশ স্বভাবের দৈত্যকেও বলা হয় মানুষ। সকল অবস্থার ও সবরকমের লোকই মানুষ। গণতন্ত্রের আধুনিক ভাবধারা এবং সাম্যের ধারণা মানুষে মানুষে পার্থক্যের অস্বীকৃত থেকেই উদ্ভূত হয়। অনুরূপভাবে, নারী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্যকে অস্বীকার করার ফলেই 'নারী-পুরুষের সমানাধিকারের' জন্য আধুনিক আন্দোলন গড়ে উঠেছে ! ব্যক্তিত্ব হচ্ছে একটা বিমূর্ত শব্দ, তার অর্থ হচ্ছে ব্যক্তি মানুষের দৈহিক এবং মানসিক গুণাবলীর সামগ্রিক যোগফল ; কিন্তু যেহেতু এই গুণগুলি কমবেশী থাকে, আমাদের ব্যক্তিত্বও বিভিন্ন ধরনের হয়। আমরা যখন কারও ব্যক্তিত্বের অপমানের কথা বলি, তখন আমরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে অস্বীকার করাই বোঝাতে চাই। রুশো যেহেতু স্বীকার করেন যে, একজন নারীরও নিজস্ব ব্যক্তিত্ব আছে, তিনি নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। কিন্তু যারা সকল সুস্পষ্ট নারীসুলভ বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করেন, তারা নারীজাতিকে অপমান করেন।"

এর থেকে আমরা নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য ঃ

"নারীর সঠিক শিক্ষা হচ্ছে সেই শিক্ষা যা সার্বিকভাবে তাদের সম্পূর্ণ নারীসুলভ করে তোলে।"

তাহলে যারা কোমল স্বভাবের, সঠিক শিক্ষা তাদেরকে সম্পূর্ণ কোমল করে তুলবে, যারা 'ষাড়ের মত নির্বোধ' তাদের সম্পূর্ণ নির্বোধ করে তুলবে। কারণ একমাত্র এইভাবেই আমরা প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অপমান এড়াতে পারি—অভিধান থেকে চিরতরে অপসারণ করা এবং সরকারী আদেশবলে চিরতরে নিষিদ্ধ করার আগে সাময়িকভাবে আমরা 'মানুষ' শব্দটি ব্যবহার করতে পারি। "এমিলির" প্রথম চারখণ্ডে যেহেতু রুশোর দৃষ্টিভংগী এরকম নয়, অতএব নিঃসন্দেহে প্রমাণ হয় যে সেগুলোর মধ্যে "ভালো কিছু নেই"।

যাইহোক, এই "ভালো কিছু নেই" কেবলমাত্র "উচ্চমেধাসম্পন্ন" বিদ্বানদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যারা "ষাঁড়ের মতই নির্বোধ" তাদের জন্য এটাই হচ্ছে সঠিক শিক্ষা। কারণ এধরনের যুক্তি পড়ার পর তারা ক্রমে ক্রমে এক চূড়ান্ত নির্বুদ্ধিতার স্তরে পৌঁছতে পারে। আর তার অর্থ হচ্ছে তাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে সম্মান করা।

—কিন্তু এই বিতর্কের এখানেই শেষ নয়। প্রথমতঃ এমনকি "স্বাভাবিক

অসাম্য" সম্পর্কে যদি কেউ জানে তাহলেও কোনটা প্রকৃত স্বভাব আর কোনটা "মানুষের দ্বারা ক্রমে এমনভাবে উদ্ভূত যে তা স্বাভাবিক দেখায়" এই দুইয়ের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে পার্থক্য নির্ণয় করা সহজ নয়। আর, যখন বিভিন্ন ধরনের ভাবধারা রয়েছে, স্বভাবতই আমরা "যেটা আমাদের রুচিতে মানায় তা গ্রহণ করি এবং সেই ভাবধারার প্রচার করি।"

সাংহাইতে দুবছর আগে ম্যাথু আর্নল্ডকে নিয়ে অনেক কথা হয়েছিল। আর এবছর আর্ভিং ব্যাবিটকে (হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও সাহিত্য সমালোচক। ১৮৬৫-১৯৩৩।) নিয়েও অনেক কথা হয়েছে। সন্দেহ নেই যে এটাও ব্যক্তিগত রুচির ফলে হয়েছে।

ব্যক্তিগত 'রুচি' থেকে অনেক সমস্যার উদ্ভব হয় এবং 'মানুষের' মত রুচিরও বিভিন্নতা রয়েছে—বস্তুতঃ এটাও আরেকটি শব্দ যা নিষিদ্ধ করার জন্য আমরা সরকারকে বলবো। আরেক ধরনের ব্যক্তিত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য আমি আরেকজন আমেরিকান আপ্টন সিনক্লেয়ারের রচনার একটি অংশ তুলে দিচ্ছি ঃ

"রুশোর যে কোন সমালোচককে সর্বাগ্রে একটি প্রশ্নের সমাধান করতে হবে।

এই লোকটির সঙ্গে আপনি কেন ঝগড়া করেন? এটা কি এজন্য যে, আপনি তাঁর ত্রুটি সংশোধন করতে চান এবং তাঁর সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার লক্ষ্যে পেঁছাবার জন্য পথ পরিষ্কার করতে চান? অথবা আপনি কি তাদের একজন যারা, রুশো এই পৃথিবীতে যে নতুন চিন্তা ও নতুন অনুভূতির জলোচ্ছ্বাস এনে দিয়েছেন তাকে ভয় পায়? যে সমগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আন্দোলনের তিনি জনক ছিলেন তাকে হেয় করা এবং যখন শিশুরা তাদের পিতামাতাকে মান্য করে চলতো এবং দাসদাসীরা তাদের প্রভুদের মান্য করতো, স্ত্রীরা তাদের স্বামীদের মান্য করতো এবং প্রজারা তাদের পোপ ও রাজাকে মান্য করতো, এবং কলেজের ছাত্ররা বিনা প্রশ্নে অধ্যাপকরা তাদের যা বলতেন তা গ্রহণ করতো, আমাদের সেই পুরাতন সুন্দর দিনগুলিতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়াই কি আপনার উদ্দেশ্য?"

শ্রীমতী ওগি বলেন "আমার সন্দেহ হয় যে শেষ বক্তব্যটি অধ্যাপক ব্যাবিটের সম্পর্কে বলা হয়েছে।"

তাঁর স্বামী বললেন, "এটা খুবই অদ্ভুত যে তাঁর ঐ নামটা রয়েছে। জ্ঞানীর মত বিচার, সন্দেহ নেই!"—(ম্যামনার্ট ৪৪ পরিচ্ছেদ)

২১. ১২. ১৯২৭

অনুবাদ : শ্যামল মৈত্র

সাহিত্য ও ঘাম

সাংহাইয়ের একজন অধ্যাপক* সাহিত্য-বিষয়ে বক্তৃতা দিতে গিয়ে বলেছিলেন যে, সাহিত্যের উচিত সনাতন মানবিক গুণাবলীর বর্ণনা করা, না হলে সাহিত্য টিঁকবে না। উদাহরণস্বরূপ, ইংলণ্ডে শেক্সপীয়র ও আরও কয়েকজন সনাতন মানব-প্রকৃতি নিয়ে লিখেছেন, সেজন্য তাঁদের লেখা আজও পড়া হয় ; অন্যেরা তা করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন এবং তাই তাঁদের রচনা লুপ্ত হয়ে গেছে।

"যতই আপনি ব্যাখ্যা করবেন আমার বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে তত বেশী" ; বস্তুতঃ ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এইরকম। আমার ধারণা, এটা হতে পারে যে অতীতের ইংরেজী সাহিত্যের অনেক রচনা হারিয়ে গেছে, কিন্তু সনাতন মানব-প্রকৃতির বর্ণনায় ব্যর্থতার দরুনই সেগুলি লোপ পেয়েছে এ কথা আমি কখনও মনে করি করি নি। এখন যেহেতু আমি সেটা জানলাম সেইহেতু ভেবে অবাক হয়ে যাচ্ছি কোথায় এই অধ্যাপক এই রচনাগুলি দেখলেন, যা লোপ পেয়েছে এবং যা দেখে তিনি এত নিশ্চিত হয়েছেন যে সেগুলোর কোনটাতেই সনাতন মানবিক গুণাবলীর বর্ণনা নেই।

যা টিঁকে থাকে তা হল সু-সাহিত্য, যা লুপ্ত হয় তা হল কু-সাহিত্য। যদি কেউ "আকাশের নীচের সবকিছু" জোর করে দখল করে তাহলে সে রাজা, যদি কেউ ব্যর্থ হয় তাহলে সে দস্যু। আমাকে বলবেন না যে চীনের ইতিহাসের তত্ত্ব সাহিত্যের তত্ত্বের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে যাচ্ছে !

আর, সত্যিই কি মানব-প্রকৃতি কখনো বদলায় না ?

মনুষ্য-সদৃশ বানর, বানর-সদৃশ মানুষ, আদিম মানুষ, প্রাচীন মানুষ, ভবিষ্যৎ মানুষ......যদি বাস্তবিক জীবজগতের ক্রমবিবর্তন ঘটতে পারে, মানব-প্রকৃতি অপরিবর্তিত থাকতে পারে না। আমরা এমনকি আদিম মানুষের অনুভূতি সম্পর্কে কোন অনুমান করতে পারি কিনা সন্দেহ, বানর-সদৃশ্য মানুষদের অনুভূতির কথা না হয় বাদই দিলাম ; সুতরাং ভবিষ্যতের মানুষও সম্ভবতঃ আমাদের বুঝবে না। সনাতন মানব-প্রকৃতি সম্পর্কে কিছু লেখা সত্যিই কঠিন।

---

* লিয়াং শিকুই

উদাহরণস্বরূপ, ঘামের কথাই ধরা যাক। আমি মনে করি যে সুদূর অতীতেও মানুষ ঘামত, তারা আজও ঘামে, এবং আগামী কিছু দিনেও তারা ঘামবে। সেজন্য এটা বরং তুলনামূলকভাবে একটা "সনাতন" মানবিক গুণ হিসেবে ধরা যেতে পারে। কিন্তু "পরমাসুন্দরী" যুবতী নারীদের ঘাম মিষ্টি, আর "ষাঁড়ের মত নির্বোধ" শ্রমিকদের ঘাম উৎকট। যদি কেউ এমন লেখা লিখতে চান যা বেঁচে থাকবে এবং লেখক হিসেবে তাঁর নাম অমরত্ব অর্জন করবে, তার পক্ষে কি মিষ্টি ঘামের বর্ণনা করা ভাল না উৎকট ঘামের? যতদিন পর্যন্ত না এই সমস্যার সমাধান হচ্ছে সাহিত্যের ইতিহাসে ততদিন একজন লেখকের স্থান "ভয়ংকর বিপদগ্রস্ত"।

যেমন আমি শুনেছি যে ইংলণ্ডে অতীতের উপন্যাসগুলির অধিকাংশই লেখা হয়েছিল মহিলাদের জন্য, সুতরাং সেখানে স্বভাবতই মিষ্টি ঘামের প্রাধান্য ছিল। অবশ্য ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে রুশ সাহিত্যের প্রভাবের ফলে সেখানে যথেষ্ট উৎকট ঘামের বোঁটকা গন্ধ দেখা দিয়েছিল। কে কাকে ফেলে টিঁকবে তা এত আগে বলা যায় না।

চীনদেশে, তাও-এর অনুরাগীরা তাও সম্পর্কে যা বলেন অথবা সমালোচকরা সাহিত্য বিষয়ে যা বলেন, তা শুনে আপনার গা শিউরে উঠবে—কার সাহস আছে ঘামবার? কিন্তু সম্ভবত এটাই চীনাদের সনাতন মানব-প্রকৃতি।

২৩. ১২. ১৯২৭

অনুবাদ: শ্যামল মৈত্র

সাহিত্য ও বিপ্লব*

প্রিয় মিঃ ডংফেন, এপ্রিল ৪, ১৯২৮

আমি সমালোচক নই বলে একজন শিল্পীও নই, কারণ আজকাল কোন ধরনের বিশেষজ্ঞ হতে হলে আপনাকে একজন সমালোচকও হতে হবে, অথবা আপনার এমন একজন বন্ধু থাকতে হবে যে সমালোচক। অন্ততঃ সাংহাইয়ের চৌহদ্দির মধ্যে আজ, কোন সুপারিশ ছাড়া আপনি অসহায়। এবং শিল্পী না হওয়ার দরুন, শিল্পের প্রতি আমার কোন বিশেষ শ্রদ্ধাও নেই, ঠিক যেমন একজন হাতুড়ে ডাক্তার ছাড়া কেউ তার ওষুধের গুণাগুণ প্রমাণের জন্য মুষ্টিযুদ্ধের প্রদর্শনী করবেন না। আমি শিল্পকে নিছকই একটি সামাজিক ব্যাপার বলে মনে করি, যুগ-জীবনের পঞ্জী বলে মনে করি; এবং যদি মানব জাতি অগ্রসর হয়, তাহলে আপনি বাইরের বিষয় নিয়েই লিখুন বা অন্তর্জীবনের কথাই লিখুন, তা অপ্রচলিত বা ধ্বংস হয়ে যেতে বাধ্য। কিন্তু বর্তমান সমালোচকরা মনে হয় এই ভবিষ্যৎ পরিণতির ব্যাপারে আতংকগ্রস্ত—বিদ্বৎজগতে তাঁরা অমর হতে চান।

বিভিন্ন "বাদের" উদ্ভবও একটি অপরিহার্য ঘটনা। যেহেতু সর্বদাই বিপ্লব সংঘটিত হচ্ছে, স্বাভাবিকভাবেই বিপ্লবী সাহিত্য রয়েছে। বিশ্বের বেশ কয়েকটি জাতি জেগে উঠছে, এবং যদিও তাদের অনেকগুলোই এখনও যন্ত্রণাদগ্ধ, কয়েকটি আবার ইতিমধ্যে ক্ষমতায় আসীন। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই জনপ্রিয় সাহিত্য জন্মায়, অথবা আরো স্থূলভাবে বললে—চতুর্থ শ্রেণীর সাহিত্য জন্মায়।

চীনের সাহিত্য সমালোচনার বর্তমান গতিধারা সম্পর্কে আমার খুব স্পষ্ট ধারণা নেই—সে বিষয়ে আমি খুব উৎসুকও নই। কিন্তু আমি যা শুনি ও দেখি, তা থেকে মনে হয় যে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ বিভিন্ন মানদন্ড ব্যবহার করেন ঃ অ্যাংলো-আমেরিকান, জার্মান, রাশিয়ান, জাপানী এবং অবশ্যই চীনা, বা এইসব কিছুর মিশ্রণ। কেউ কেউ সত্যের দাবি করেন, কেউ বা সংগ্রামের। কেউ কেউ বলেন সাহিত্য হওয়া উচিত যুগোত্তীর্ণ, অন্যেরা লোকের পেছন থেকে তীব্র ব্যঙ্গপূর্ণ মন্তব্য ছোঁড়েন। আবার অন্যেরা, যারা নিজেদের প্রামাণ্য সাহিত্য-সমালোচক

---

* বেইজিং বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র ডং কুইফেন-এর একটি চিঠির উত্তর।

হিসাবে উর্ধ্বে তুলে ধরেন, তারা অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করেন যখন অন্য কেউ লেখকদের লেখবার জন্য উৎসাহ দেন। তারা কি চান? এটা আমার কাছে সবচেয়ে দুর্বোধ্য মনে হয়, কারণ লেখা না হলে কিসের সমালোচনা করা হবে?

অন্য প্রশ্নগুলো আপাততঃ ছেড়ে দেওয়া যাক। তথাকথিত বিপ্লবী লেখকেরা নিজেদের জংগী অথবা অতি-প্রকৃতবাদী বলে জাহির করেন। আসলে, বর্তমান যুগকে ছাড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে এক ধরনের পলায়নবাদ। যদি তারা বাস্তবের দিকে তাকাতে সাহস না করেন অথচ নিজেদের বিপ্লবী বলে জাহির করতে থাকেন—সচেতনভাবে হোক বা অন্যভাবেই হোক—তারা এই পথ গ্রহণ করতে বাধ্য। এই জগতে বাস করে কিভাবে আপনি এ থেকে দূরে থাকবেন? আপনি নিজের কান টেনে নিজেকে মাটি থেকে উপরে তুলতে পারেন, এই রকম মিথ্যা দাবি করার মতোই এটা মিথ্যা। সমাজ যদি নিশ্চল হয়, শিল্প নিজে থেকে উড়ে এগিয়ে যেতে পারে না। যদি এই রকম একটি গতিহীন সমাজে শিল্প বিকাশ লাভ করতে থাকে এর অর্থ এই যে, ঐ সমাজ তা মেনে নিয়েছে এবং তা বিপ্লবের দিকে পেছন ফিরিয়েছে এবং তার একমাত্র ফল হচ্ছে পত্রিকার প্রচার আরও একটু বাড়া, অথবা বড় বড় ব্যবসায়ী পত্রিকায় কিছু লেখা ছাপানোর সুযোগ লাভ করা।

আমি বিশ্বাস করি, সংগ্রাম করা সঠিক। জনগণ যদি নির্যাতিত হয়, তারা কেন সংগ্রাম করবে না? কিন্তু, যেহেতু সম্মানিত ভদ্রলোকেরা* ঠিক এটাকেই ভয় করেন, সেহেতু তারা একে "চরম" নিন্দা করেন। তাদের অভিযোগ হল, যদি বর্তমানে একটি দুষ্ট চরিত্রের গোষ্ঠী দ্বারা তাদের দুর্নীতিগ্রস্ত না করা হ'ত, তবে এই পৃথিবীতে যে মানুষে মানুষে ভালোবাসা থাকার কথা তা-ই থাকত। একজন সুভুক্ত-ব্যক্তি এক অভুক্ত-ব্যক্তিকে স্বাভাবিকভাতেই ভালবাসতে পারেন, কিন্তু একজন অভুক্ত-ব্যক্তি একজন সুভুক্ত-ব্যক্তিকে কখনই ভালবাসে না। হুয়াং চাওয়ের** সময়ে যখন মানুষ মানুষের মাংস খেত, তখন একজন অভুক্ত মানুষ অপর অভুক্ত মানুষকে পর্যন্তও ভালবাসত না; অবশ্য এর কারণ এই নয় যে "সংগ্রামের" সাহিত্যের প্ররোচনায় এই গন্ডগোল সৃষ্টি হয়েছিল। আমি কখনও

---

* এখানে মুৎসুদ্দী বুর্জোয়াদের প্রতিনিধিত্বকারী সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংগঠন ক্রিসেন্ট মুন সোসাইটীর সদস্যদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে।

** তাং রাজবংশের শেষে এক কৃষক বিদ্রোহের নেতা।

বিশ্বাস করি নি যে সাহিত্যের যা খুশী করার ক্ষমতা আছে, কিন্তু মানুষ যদি একে অন্য কাজে ব্যবহার করতে চান তাহ'লেই আমার চলবে। যেমন একে "প্রচার" কার্যে ব্যবহার করা যেতে পারে।

আমেরিকার লেখক আপটন সিনক্লেয়ার বলেন: সমস্ত সাহিত্যই প্রচার। আমাদের বিপ্লবী লেখকেরা এই কথাটাকে মূলধন করেছেন এবং বড় বড় অক্ষরে এটি ছাপিয়েছেন, অথচ কঠোর সমালোচকেরা তাকে "নীচুমানের সমাজতন্ত্রী" নামে অভিহিত করেছেন। কিন্তু আমিও নীচুমানের হওয়ায় আপটন সিনক্লেয়ারের সাথে আমি একমত। সব সাহিত্যই প্রচার হয়ে যায় যখনই আপনি কাউকে তা দেখান। ব্যক্তিগত সাহিত্যকর্মের ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য—যখনই আপনি তা লিখে ফেলেন তখনই! আসলে প্রচার এড়ানোর একমাত্র উপায় হচ্ছে না-লেখা বা মুখ না-খোলা। তাই যদি হয়, স্বাভাবিকভাবেই সাহিত্যকে বিপ্লবের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

কিন্তু আমার মনে হয় তড়িঘড়ি নিজেদেরকে লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার আগে আমাদের সমৃদ্ধ বিষয়বস্তু ও দক্ষ রচনাশৈলী অর্জন করার দিকে নজর দেওয়া উচিত। দাও জিয়াং কান ও লুগাও জিয়ান-এর* মতো পুরোনো ট্রেডমার্কগুলোর আবেদন ইতিমধ্যেই নষ্ট হয়ে গেছে এবং আমার সন্দেহ আছে "সম্রাজ্ঞীর পাদুকালয়"-এর চেয়ে "মহীয়সী বিধবা সম্রাজ্ঞীর পাদুকালয়ে"র খদ্দেরের সংখ্যা বেশী হবে কি না। "রচনা শৈলীর" উল্লেখ করা মাত্রই বিপ্লবী লেখকেরা থমকে যান। যাহোক, আমার মনে হয়, যদিও সমস্ত সাহিত্যই হচ্ছে প্রচার, কিন্তু সমস্ত প্রচারই সাহিত্য নয়; ঠিক যেমন সমস্ত ফুলেরই রং আছে (আমি সাদাকেও রং মনে করি), সমস্ত রঙীন বস্তুই কিন্তু ফুল নয়। স্লোগান, পোস্টার, ঘোষণাপত্র, টেলিগ্রাম ও পাঠ্যপুস্তক প্রভৃতি ছাড়াও বিপ্লবের জন্য সাহিত্যের প্রয়োজন আছে—কারণ এটা সাহিত্য।

কিন্তু চীনের তথাকথিত বিপ্লবী-সাহিত্যও আবার ব্যতিক্রম বলে মনে হয়। সাইনবোর্ড আঁটা হয়েছে এবং আমাদের লেখকেরা পরস্পরের পিঠ চুলকোতে ব্যস্ত, কিন্তু তারা আজকের অত্যাচার ও অন্ধকারের দিকে অবিচলিতভাবে তাকাতে সাহস করেন না। কিছু কিছু লেখা প্রকাশিত হয়েছে একথা ঠিক, কিন্তু অধিকাংশ সময়ই তা সাংবাদিকতার চেয়েও দুর্বোধ্য করে লেখা। অথবা

* সাংহাইয়ের সুপরিচিত মিষ্টান্নের ভাণ্ডার।

এই ধরনের লেখা "অচল" মনে করায়, কোন নাটকের অভিনেতাদের উপরেই মঞ্চ-পরিচালনার ভার দেওয়া হয়েছে। তাহলে নিশ্চয়ই যে আদর্শগত বিষয়বস্তু পড়ে রইল তা সবচেয়ে বেশী বিপ্লবী? ফেং নাই-চাওয়ের (ক্রিয়েশন সোসাইটীর সদস্য) নাটক থেকে দুটো চমৎকার লাইন তুলে দিচ্ছি:

গণিকা : আমি আর অন্ধকারকে ভয় করি না।

চোর : চলো আমরা বিদ্রোহ করি!

অনুবাদ : সমর ঘোষ লু স্যুন

"বিজ্ঞপ্তিফলক"

আজকের চীনা লেখকদের সম্বন্ধে সবচেয়ে ভয়ের কথা হচ্ছে তারা সংজ্ঞা না দিয়েই নতুন নতুন শব্দ আমদানী করে যাচ্ছেন।

এবং প্রত্যেকেই নিজের নিজের খেয়ালখুশী মতন সেগুলোর মানে করেন। নিজের সম্বন্ধে বেশী লিখলে সেটা হয়ে দাঁড়ায় অভিব্যক্তিবাদ। অন্যের সম্বন্ধে লিখলে সেটা হয়ে দাঁড়াবে বাস্তববাদ। একটি মেয়ের পা-এর ওপর কবিতা লিখলে সেটা হবে রোমান্টিকতা। একটি মেয়ের পা-এর ওপর লেখা কবিতাকে নিষিদ্ধ করে দিলে সেটা হবে আদর্শবাদ।

আর—

"আকাশের থেকে ঝুলে রয়েছে
একজন মানুষের মাথা—
মাথার উপরে উঁচুতে একটা ষাঁড় খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে,
আহা!
সমুদ্রের ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে
সবুজ বজ্রাগ্নিকণা!……"

ভবিষ্যৎবাদের মধ্যে পড়বে……ইত্যাদি।

এইভাবেই শুরু হবে বাদ প্রতিবাদ। অমুক "বাদ" ভালো, তমুকটা ভালো নয়…এইভাবেই চলতে থাকবে।

গ্রামাঞ্চলে দুজন ক্ষীণদৃষ্টি লোকের সম্বন্ধে একটা রসিকতা চালু আছে— যারা দেখতে চেয়েছিল, দুজনের মধ্যে কার দৃষ্টিশক্তি ভালো। যেহেতু দুজনের কেউই নিজের দাবিকে প্রমাণ করতে পারলনা, কাজেই তারা ঠিক করল, স্থানীয় মন্দিরে সেদিন যে শপথমূলক বিজ্ঞপ্তিফলকটা ঝোলাবার কথা ছিলো সেটা দেখতে যাবে। প্রত্যেকেই চুপি চুপি শিল্পীর কাছে জানতে গেল, ফলকে কি খোদাই হবে। কিন্তু দুজনেই একটু আলাদা বক্তব্য শুনল; এবং যে লোকটি বড় হরফ জানতো সেতো হার স্বীকার করলই না বরং যে ছোট হরফ জানতো তাকে মিথ্যার দায়ে অভিযুক্ত করল। যেহেতু আবারও কেউই নিজের দাবি প্রমাণ

করতে পারল না, সেইহেতুই তারা একজন পথিককে আবেদন জানাল। যাহোক আগন্তুকটি একবার তাকিয়ে নিয়েই তাদের বলল ঃ

"ওখানে কিছু নেই ; ফলকটা এখনো ঝোলানোই হয়নি।"

আমার মনে হয় সাহিত্য-সমালোচক হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার আগে—প্রথমে ওই ফলকটা ঝোলানো দরকার। কারণ শুধুমাত্র বিবদমান দুপক্ষই জানে যে, তারা মিথ্যেমিথ্যেই বিবাদ করছে।

১০. ৪. ১৯২৮

অনুবাদ ঃ অনিতা চট্টোপাধ্যায়

মুণ্ডুগুলি

২৫শে মার্চ এর "শেনবাও" পত্রিকায় অধ্যাপক লিয়াং শিকিউ-এর লেখা রুশো সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ ছিলো যাতে তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে ব্যাবিট-এর ওপর আপ্‌টন সিন্‌ক্লেয়ার-এর আক্রমণের কথা উদ্ধৃত করা "অন্যের হাত দিয়ে খুন করার" মতন একটা কাজ এবং এটা "অবশ্যই একটা সেরা পথ নয়"। রুশোকে আক্রমণ করার পক্ষে তার দ্বিতীয় কারণ হ'ল "রুশোর নীতিহীনতা অধিকাংশ উদারপন্থী লেখকদের যথাযথ আচরণের প্রতীক, এবং কাজেই আমরা বলতে পারি যে রুশোর নীতিবাদকে আক্রমণ করা আর ওই সমস্ত লোকেদের নীতিকে আক্রমণ করা একই ব্যাপার।"

অবশ্য এটা "অন্যের হাত দিয়ে খুন করা" নয়, এটা "একটা মুণ্ডু ধার করে এনে সাবধান-বাণী ঘোষণার জন্যে টাঙিয়ে রাখার" সংগে তুলনীয়। রুশো যদি "অধিকাংশ উদারনৈতিক লেখকদের যথাযথ আচরণের প্রতিনিধিত্ব না করতেন" তবে হয়তো এতো দূর থেকে তাঁর মুণ্ডু চীনে এনে টাঙানো হ'ত না। কাজেই আমাদের "উদারপন্থী লেখকরা" তাঁদের সুদূরবাসী গুরুকে আঘাত করলেন, এবং তাঁর সমাধিতে নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করা অসম্ভব করে তুললেন। আজকে তাঁকে তাঁর বিষাক্ত প্রভাবের জন্য শাস্তি দেওয়া হচ্ছে, তাঁর নিজের দোষের জন্যে নয়—কি দুঃখের কথা!

পূর্বোক্ত কথাগুলি খুব "সম্ভ্রমসূচক" হল না—কারণ অধ্যাপক লিয়াং তো সত্যিই চান নি যে রুশোর মাথা টাঙানো হোক, তিনি লেখনীর মাধ্যমে শাস্তি দানের চেষ্টা করেছেন মাত্র। আমিই এত সব টেনে আনলাম কারণ, আজকের কাগজে খবর বেরিয়েছে, কিভাবে কম্যুনিস্ট গুও লিয়াং হুনানে "চরম শাস্তি-লাভের" পর তার মাথা "সমস্ত চাংসা ও ইউইয়াং"-এর সর্বত্র দেখিয়ে বেড়ানো হয়েছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ হুনান কর্তৃপক্ষের নৈতিকতার কাছে লেনিনের অপরাধ, (কিংবা কিছু অতীতে মার্ক্সের, বা আরও অতীতে হেগেলের) নথিভুক্ত করে রাখেননি—তা হ'লে তাঁদের মাথাও তার বিষাক্ত প্রভাবের প্রমাণ হিসেবে ওই একই সময়ে টাঙিয়ে রাখা যেত। বোধ হয় হুনানে কোন সমালোচক নেই।

আমার মনে আছে, 'রোমান্স অব দি থ্রি কিংডমস্'-এ পড়েছিলাম, য়ুয়ান শাও-এর মৃত্যুর পর কোনো এক কবি তাঁর উদ্দেশ্যে শোকগাথা লিখেছিলেন—

"তরবারি সংগে করে, অভিবাদনের পর বিদায়
নিয়েছেন তিনি,
তাঁর কালের সবচেয়ে সাহসী মানুষটি—
ছিন্ন মুণ্ডটি পাঠানো হল যোজন লি পথ—
অপরাধ—তিয়েন ফেঙ্*কে তিনি হত্যা করেছিলেন"

আমার "তিন অবসরের" কালে, আমিও রুশোর উদ্দেশে শোকগাথা লিখেছিলাম—

মুণ্ডিত মস্তকে বিদায় নিলেন তিনি, সংগে শুধু
তাঁর কলম—
তাঁর কালের সবচেয়ে দুর্ভাগা মানুষটি,
ছিন্ন মাথাটি পাঠানো হল যোজন লি পথ,
তাঁর অপরাধ—তিনি তরুণদের দিয়েছিলেন দীক্ষা ॥

১০. ৪. ১৯২৮ অনুবাদ ঃ অনিতা চট্টোপাধ্যায়

* তিয়েন ফেঙ্, য়ুয়ান শাওর অধীনে কাজ করতেন এবং কাও কাওকে যুদ্ধে নিযুক্ত না করার জন্য তিনি তাঁকে সাবধান করে দিয়েছিলেন। য়ুয়ান শাও তার উপদেশ অগ্রাহ্য করেছিলেন এবং পরাজিত হয়েছিলেন, ফলে ক্রোধে তিনি তিয়েন ফেঙ্কে হত্যা করেছিলেন।

লাল বিদ্রোহ বিলোপের মহান দৃশ্য

এপ্রিল মাসের ৬ তারিখের "শেন বাও" পত্রিকায় আবার একটা "চাংসার চিঠি" বার হ'ল। তাতে ছিলো কিভাবে কম্যুনিস্ট পার্টির প্রাদেশিক কমিটিকে হুনান কর্তৃপক্ষ গ্রেপ্তার করে তাদের ত্রিশ জনেরও বেশী লোককে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিয়েছে এবং তাদের আট জনকে মার্চ মাসের ২৯ তারিখেই হত্যা করেছে। প্রবন্ধটা এতো ভালো লেখা হয়েছে যে তার থেকে একটু তুলে দিলাম—

"সেদিনের হত্যার পর সমস্ত শহরটা দেখবার জন্যে ভেঙে পড়ল, কারণ বন্দীদের তিন জন ছিল মহিলা—ষোলো বছরের মা শুচুন, চৌদ্দ বছরের মা জিচুন, আর চব্বিশ বছরের ফু ফেংজুন। লোকের ভিড়ে চলাই দায়। আবার কম্যুনিস্ট দলনেতা গুও লিয়াং-এর মুন্ডু কোর্টগেট-এ ঝোলানোতে দর্শকের সংখ্যা আরও বেড়ে গেল। কোর্টগেট ও অক্টাগনাল প্যাভিলিয়নের মাঝখানে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। শহরের লোকেরা সাউথ গেট-এ গুও লিয়াং-এর মুন্ডু দেখবার পর শিক্ষক সমিতিতে মেয়েদের মৃতদেহগুলি দেখতে গিয়েছিল। আবার নর্থ গেটের শিক্ষক সমিতিতে মেয়েদের মৃতদেহগুলি দেখবার পর নাগরিকেরা কোর্টগেটে গুও লিয়াং-এর মুন্ডু দেখতে গিয়েছিল। সমস্ত শহরকে একটা উন্মত্ততা পেয়ে বসেছিল, এবং এর ফলে কম্যুনিস্ট নিধনের ব্যাপারটা আরও নতুনভাবে প্রেরণা পেল।

সন্ধ্যার পরে দর্শকেরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল।"

এটা টোকার পর দেখছি আমি বিরাট এক ভুল করেছি। আমার ইচ্ছে ছিল কয়েকটা ছোটখাট মন্তব্য করবো মাত্র, কিন্তু দেখছি এখন লোকে ভাবতে পারে আমি অবজ্ঞা দেখাচ্ছি (অনেকের ধারণা আমি নাক সিঁটকোনো ছাড়া আর কিছুই জানিনা)। অন্যরা আমাকে ধিক্কার দেবে হতাশা ছড়াচ্ছি বলে, এবং আমার ধ্বংস কামনা করবে—যাতে আমার সংগে আমি ওই সমস্ত হতাশা কবরে নিয়ে যেতে পারি। তবু আমি চুপ করে থাকতে পারি না, "শিল্প নিছক শিল্পেরই জন্যে" এর মধ্যেই আমার বক্তব্যকে আমি সীমিত রাখবো। কি শক্তিশালী ওই ছোট রিপোর্টটা! পড়তে পড়তে মনে হচ্ছিল যেন কোর্টগেট-এ ঝোলানো মাথাটাকে

দেখতে পাচ্ছি—এবং শিক্ষক সমিতিতে দেখছি মুণ্ডহীন তিনটি নারীদেহ। হয়তো কটিদেশ পর্যন্ত তাদের বিবস্ত্রও করা হয়েছিল—নাকি আমি অসৎ বলেই এমন অন্যায় ভাবতে পারছি। এবং তারপর সেই সব "নাগরিকেরা"—তাদের একটি স্রোত দক্ষিণে, অন্যটি উত্তরে—তারা পরস্পরের সংগে ঠেলাঠেলি করছে, চীৎকার করছে……। বাকি খুঁটিনাটিগুলিও পূরণ করে দেওয়া যায়ঃ কোনো কোনো মুখে গভীর প্রত্যাশা, কোনো মুখে তৃপ্তির ছাপ। যতো "বিপ্লবাত্মক" কিংবা "বাস্তবমুখী" লেখা এযাবৎ পড়েছি—এতো শক্তিশালী লেখা কখনো চোখে পড়েনি। সমালোচক রোগাচেভস্কি বলেছেন—"আন্দ্রেয়েভ বৃথাই আমাদের ভয় দেখাবার চেষ্টা করেন—আর চেখভ বিনা চেষ্টাতেই আমাদের শিহরণ জাগান"। হ্যাঁ, এই সামান্য কয়েকশো শব্দ অজস্র ছোটো গল্পের সমান, আর এগুলো যে নিখুঁত সত্য-বিবরণ তা না হয় নাই বললাম

আর একটুখানি। আরও বললে, আমার আশংকা কয়েকজন বীরপুরুষ অবশ্যই অন্ধকার ছড়ানোর ও বিপ্লবের গুণগান করার জন্য আমার নিন্দা করবেন। এর অবশ্য কারণ আছে। আজকের দিনে খবরের কাগজগুলো যখন লালপন্থী সন্দেহে অনুগত কমরেডদের গ্রেপ্তার বা মুক্তির বর্ণনায় ভরা তখন সন্দেহভাজন হয়ে পড়া খুবই সোজা। তুমি যদি তেমন মন্দভাগ্য হও এবং যদি পরিষ্কার করে না বোঝাতে পারো—ব্যাপারটা দাঁড়াবে খুবই খারাপ…। এ কথার পুনরাবৃত্তি হয়তো সাহসী মানুষেরও মনোবল কমিয়ে দেবে—কিন্তু ছিন্ন-মুণ্ডু প্রদর্শন করে বিপ্লবকে কখনোই থামানো যায়নি। বোধহয় বিপ্লব তখনই বিনষ্ট হয়, যখন সুবিধাবাদীরা বিপ্লবীদের দলে এসে ভিতর থেকে ক্ষতি সাধন করে। শুধু বলশেভিকবাদের উদ্দেশ্যেই নয়, সমস্ত 'মতবাদের' বিপ্লবের উদ্দেশ্যেই কথাটা বলছি। তবুও, এটা কি ঘটনা নয় যে অন্ধকারে পড়ে আছে বলে এবং আর কোনো রাস্তা নেই বলেই মানুষ বিদ্রোহ করতে চায়? তাদের বিপ্লবে যোগ দেবার আগে—যদি তোমাকে "উজ্জ্বল কোনো ভবিষ্যতের" এবং "কোনো মুক্তির পথের" প্রতিশ্রুতি দিতে হয়—বিপ্লবী হওয়া তো দূরের কথা তারা সুবিধাবাদীও নয়। কারণ সুবিধাবাদীদের পক্ষেও বলা সম্ভব নয়—একটা উদ্যম সফল হবে, না বিফল হবে।

উপসংহারে, আমি আরও একটু অন্ধকার ছড়াতে চাই এই বলেঃ আমাদের আজকের (বর্তমান—অতি-কাল্পনিক কিছু না) চীনারা আসলে রাজনৈতিক

দলসমূহ নিয়ে মাথা ঘামায় না—"ছিন্নমুণ্ড" আর "মৃত নারীদেহ" দেখতে পেলেই তাদের হ'ল। এইগুলো যদি পাওয়া যায় —যাদেরই হোক না কেন— আমাদের নাগরিকেরা তা দেখতে যাবেন। এই রকম বহু ঘটনার কথা আমি বিগত দুই দশকের সীমায়িত সময়ের মধ্যে দেখেছি বা শুনেছি—বক্সার বিদ্রোহ, কুইং রাজবংশের শেষে বিদ্রোহ দমন, ১৯১৩ সালের ঘটনা,* গতবছর ও এবছরের ঘটনাগুলি।

১০. ৪. ১৯২৮

অনুবাদ ঃ অনিতা চট্টোপাধ্যায়

---

* যুদ্ধবাজ ইউয়ান শিকাই-এর বিপ্লবীদের হত্যাকাণ্ডের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

আমাদের নতুন সাহিত্য প্রসঙ্গে কিছু ভাবনা

২২শে মে ১৯২৯, ইয়ানজিং বিশ্ববিদ্যালয়ের চীনা সাহিত্য সমাজে প্রদত্ত ভাষণ

এখন থেকে এক বছরেরও বেশী সময়ের মধ্যে যুবকদের কাছে আমি খুব অল্প ভাষণ দিয়েছি, কারণ বিপ্লবের সময় থেকে ভাষণ দেবার সুযোগ ছিল অতি অল্প। আপনারা হয় প্ররোচক না হয় প্রতিক্রিয়াশীল, এর কোনটাই কারো মঙ্গল করে না। যাহোক এবার বেইজিং-এ ফিরে আসার পর, আমার কিছু পুরোনো বন্ধু আমাকে এখানে এসে কয়েকটি কথা বলার জন্য বলেছিলেন এবং তাদের ফিরিয়ে দিতে না পারায় আমি আজ এখানে এসেছি। কিন্তু কোন না কোন কারণে, আমি কী বলব আদৌ ঠিক করিনি—এমনকি কী বিষয়ে বলব তাও ঠিক করিনি।

বাসে করে এখানে আসার সময় একটা বিষয় ঠিক করব বলে ভেবেছিলাম, কিন্তু রাস্তা এতই খারাপ যে রাস্তা থেকে বাস এক ফুট উঁচুতে লাফিয়ে উঠছিল, ফলে মনস্থির করা অসম্ভব হয়ে পড়ছিল। সেই সময়ই আমার চিন্তা এল যে বিদেশ থেকে কোন জিনিস সরাসরি আরোপ করলে কোন কাজে আসে না। যদি আপনার বাস থাকে, আপনার ভাল রাস্তাও থাকা প্রয়োজন। প্রতিটি জিনিসই তার পারিপার্শ্বিকের দ্বারা প্রভাবিত হতে বাধ্য, এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য—চীনে যাকে নতুন সাহিত্য, বা বিপ্লবী সাহিত্য বলে তার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

আমরা যত দেশপ্রেমীই হই না কেন, সম্ভবতঃ আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে আমাদের সভ্যতা বরং অনগ্রসর। যা কিছু নতুন তা আমাদের কাছে এসেছে বিদেশ থেকে এবং আমরা বেশীরভাগ লোকই নতুন শক্তিগুলো দেখে হতচকিত। বেইজিং এখনও এরকম হয়ে ওঠেনি, কিন্তু উদাহরণ হিসাবে, শাংহাইয়ের আন্তর্জাতিক সেটেলমেণ্ট-এ আপনারা দেখে থাকবেন যে বিদেশীদেরকে মাঝখানে রেখে ঘিরে রয়েছে দোভাষী, গোয়েন্দা, পুলিশ, "বালকেরা" এবং আরোও অনেকে—যারা তাদের ভাষা বোঝেন এবং বিদেশী সুযোগ সুবিধার নিয়মকানুন জানেন। সাধারণ মানুষরা এই পরিবেষ্টনের বাইরে আছেন।

যখন সাধারণ মানুষেরা বিদেশীদের সংস্পর্শে আসেন, তারা জানতেই পারেন না কী ঘটছে। যদি একজন বিদেশী বলেন "হ্যাঁ" তার দোভাষী বলেনঃ "উনি আমাকে তোমার কানে ঘুসি মারতে বললেন।" যদি বিদেশী বলেন 'না', একে অনুবাদ করা হয় "এ ব্যাটাকে গুলি কর।" এই ধরনের অর্থহীন ঝামেলা এড়াবার জন্য আপনার আরও জ্ঞানের দরকার, কারণ তখনই আপনি এই পরি-বেষ্টনকে ভেঙে এগোতে পারবেন।

বিদ্বৎ-জগতেও এই একই ব্যাপার। আমরা জানি খুবই কম, এবং আমাদের শিক্ষায় সাহায্য করার মতো খুব কমই আছে আমাদের রসদ। লিয়াং শি-কিউর আছে তাঁর ব্যাবিট, জু ঝিমোর আছে তাঁর টেগোর, হু শির আছে তার ডিউই—আর হ্যাঁ, জু ঝিমোর ক্যাথারিণ ম্যান্সফিল্ডও আছেন, কারণ তিনি তাঁর কবরের কাছে গিয়ে কেঁদেছিলেন—এবং ক্রিয়েশন স্কুলের আছে বিপ্লবী সাহিত্য, যে সাহিত্য এখন চলছে। কিন্তু যদিও একই সাথে বেশ ভালই লেখা চলছে, পড়াশোনা খুব বেশী হচ্ছে না। আজ পর্যন্ত, এখনও বেশ কয়েকটা বিষয় আছে যা সেই সব মুষ্টিমেয় কয়েকজনের ব্যক্তিগত সম্পত্তি, যারই প্রশ্নগুলো করে থাকেন।

সমস্ত সাহিত্যই তার পারিপার্শ্বিকের দ্বারা গঠনপ্রাপ্ত হয়, এবং যদিও শিল্প-প্রেমীরা দাবি করতে চান যে সাহিত্য বিশ্ব ঘটনাবলীর ধারাকে চালিত করতে পারে, সত্য ঘটনাটি হচ্ছে যে প্রথমে আসে রাজনীতি এবং সেই অনুসারে শিল্পের পরিবর্তন ঘটে। যদি আপনি কল্পনা করেন যে শিল্প আপনার পরিবেশকে পরিবর্তিত করতে পারে, আপনি তাহলে একজন ভাববাদীর মতো কথা বলছেন। পণ্ডিতদের আশানুরূপ ঘটনা খুব কমই ঘটে। সেই কারণেই একটি মহান বিপ্লবের পূর্বে তথাকথিত বিপ্লবী লেখকেরা নিষ্প্রভ হয়ে যান। যখন বিপ্লব সফল হতে শুরু করবে, এবং জনগণ পুনরায় শান্তির নিশ্বাস ফেলার সময় পাবেন, তখনই কেবল বিপ্লবী লেখক জন্মাবেন। এর কারণ যখন পুরোনো সমাজ ধ্বংসের মুখে এসে যায়, আপনি তখন প্রায়শই এমন লেখা দেখতে পাবেন, যা মনে হবে বিপ্লবী, কিন্তু তা আসলে সত্যিকারের বিপ্লবী সাহিত্য নয়। যেমন, কোন ব্যক্তি পুরানো সমাজকে ঘৃণা করতে পারেন, কিন্তু তার কেবল ঘৃণাই আছে—ভবিষ্যতের কোন দৃশ্য নেই। তিনি হয়ত সমাজ-সংস্কারের জন্য শোরগোল করতে পারেন, কিন্তু যদি আপনি জিজ্ঞাসা করেন কীরকম সমাজ

তিনি চান, তিনি যা বলবেন সেটা একটি অবাস্তব কল্পনা। অথবা তার বেঁচে থাকাটা ক্লান্তিকর মনে হতে পারে, এবং তার অনুভূতিগুলোকে উত্তেজিত করার জন্য তিনি কোন বিরাট পরিবর্তনের কামনা করতে পারেন, ঠিক যেমন খাদ্য ও মদে ভরপুর কোন ব্যক্তি তার ক্ষুধাকে তীব্র করার জন্য গরম গোলমরিচ খান। তারপরও আছে সেইসব পুরোনো প্রচারকরা যারা জনগণের দ্বারা পদদলিত হয়েছিল, কিন্তু যারা নতুন বিজ্ঞাপন ঝুলিয়ে রাখে এবং নিজেদের জন্য অপেক্ষাকৃত ভাল পদমর্যাদা অর্জন করার উদ্দেশ্যে কোন নতুন শক্তির উপর নির্ভর করে।

চীনে লেখকদের এমন ব্যাপারও আছে যে তারা বিপ্লবের জন্য সানন্দে প্রতীক্ষা করেন, কিন্তু একবার বিপ্লব এসে পড়লে তারা নীরব হয়ে যান। কুইং রাজবংশের শেষে সাউথ ক্লাবের সদস্যারা একটি উদাহরণ। বিপ্লবের জন্য উত্তেজিত সেই সাহিত্য গোষ্ঠী হানদের কষ্টে অনুশোচনা করেছিল, মাঞ্চুর অত্যাচারে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল এবং "অতীতের সুন্দর দিনগুলো" ফিরে আসার জন্য আকাঙ্ক্ষিত ছিল। কিন্তু প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর তারা একেবারে চুপ মেরে গিয়েছিলেন। আমার ধারণা, এর কারণ বিপ্লবের পর "প্রাচীন জাঁকজমকপূর্ণ দিন পুনঃপ্রবর্তিত হবে" এটাই ছিল তাদের স্বপ্ন—সেই পুরোনো অফিসারদের উঁচু টুপি ও চওড়া বেল্টের দিন। যেই ব্যাপারগুলো অন্যরকম ভাবে ঘটল এবং বাস্তবটা তাদের কাছে অরুচিকর বলে মনে হল, তারা আর লেখার কোন স্পৃহা বোধ করলেন না। রাশিয়াতে এর চেয়েও পরিষ্কার উদাহরণ পাওয়া যাবে। অক্টোবর বিপ্লবের শুরুতে বহু বিপ্লবী লেখক আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন এবং সেই তুফানকে স্বাগত জানিয়েছিলেন, ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন সেই ঝড়ে নিজেকে পরীক্ষিত করার জন্য। কিন্তু পরবর্তীকালে কবি ইয়েসেনিন ও ঔপন্যাসিক সোপালি আত্মহত্যা করেছিলেন, এবং সম্প্রতি তারা বলেন যে বিখ্যাত লেখক ইরেনবুর্গ বরং প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছেন। এর কারণ কি? এর কারণ হচ্ছে তাদের উপর দিয়ে যা বয়ে যাচ্ছে তা তুফান নয়, এবং যা তাদের পরীক্ষা করছে তা ঝড় নয়, বরং তা একটি প্রকৃত, সৎ বিপ্লব। তাদের স্বপ্ন চুরমার হয়ে গেছে, তাই তারা আর বেঁচে থাকতে অক্ষম। সেই পুরোনো বিশ্বাসের মতো এটা অত সুন্দর নয় যে, আপনি যখন মারা যান আপনার আত্মা স্বর্গে যায় এবং ঈশ্বরের

পাশে বসে কেক খায়*। কারণ নিজের আদর্শ অর্জন করার আগেই তারা মারা গিয়েছিলেন।

অবশ্য তারা বলেন, চীনে ইতিমধ্যেই একটি বিপ্লব হয়ে গেছে। রাজনীতির ক্ষেত্রে এটা হতেও পারে, কিন্তু শিল্পক্ষেত্রে হয়নি। কেউ কেউ বলেন, "পেটি-বুর্জোয়াদের সাহিত্য এখন তার মাথা খাড়া করছে।" সত্যি কথা বলতে কি, এরকম কোন সাহিত্য নেই; এই সাহিত্যের উঁচু করার মতো কোন মাথাই নেই। আমার পূর্বের কথা বিচার করলে, সাহিত্যে কোন পরিবর্তন বা যুগান্তর ঘটেনি এবং তা বিপ্লব অথবা প্রগতির কোনটাই প্রতিফলিত করে না, তা বিপ্লবীরা যেমন চান তেমনই ক্ষুদ্র।

ক্রিয়েশন সোসাইটির দ্বারা প্রচারিত আরো বেশী মৌলিক বিপ্লবী সাহিত্য—সর্বহারার সাহিত্যের সম্পর্কে বলা যায় তা নিছকই শূন্যগর্ভ কথা। ওয়াং ডুকুইং-এর যে কবিতা এখানে সেখানে ও সর্বত্র নিষিদ্ধ করা হয়েছিল তা লেখা হয়েছিল শাংহাইয়ের আন্তর্জাতিক সেটেলমেণ্টে, যখন তিনি বিপ্লবী ক্যাণ্টনের দিকে দৃষ্টি দিয়েছিলেন তখন। কিন্তু তার আরও বড় হরফে 'পঙ, পঙ, পঙ!' দেখে শুধু মনে হয় শাংহাইয়ের সিনেমার পোস্টার ও সয়াবীনের চাটনীর জন্য বিজ্ঞাপনের প্রভাব তার উপর পড়েছে। তিনি ব্লকের "বারো"-এর অনুকরণ করেছেন, কিন্তু ব্লকের মতো তার ক্ষমতা ও প্রতিভা নেই। বহু লোক গুয়ো মরুও-এর "হাত"কে চমৎকার লেখা বলে মত দিয়েছেন। এতে আছে কিভাবে একজন বিপ্লবী বিপ্লবের পরে তার একটি হাত হারিয়েছিল, কিন্তু তার অপর হাত দিয়ে সে তখনও তার প্রেয়সীর হাত ধরতে পারত—অবশ্যই অতি সুবিধাজনক ক্ষতি! যদি আপনার চারটি হাত পা-এর যে কোন একটাকে খোয়াতে হয়, তবে হাতই নিশ্চয় সবচেয়ে দামী ক্ষতি। পা-এর ক্ষতি অসুবিধাজনক হ'ত, তার চেয়েও বেশী একটি মাথার। এবং আপনার একটি হাতই যদি শুধু হারাবার আশংকা থাকে, লড়াইয়ের জন্য আপনার খুব বেশী সাহসের প্রয়োজন হয় না। অবশ্য আমার ধারণা একজন বিপ্লবীর এর চেয়ে অনেক বেশী ত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। এক দরিদ্র পণ্ডিতের বিচার নিয়ে লেখা

* এখানে হাইনের "ঘরে ফেরা" কবিতার অংশ "আমি স্বপ্ন দেখি আমিই ঈশ্বর" এর উল্লেখ করা হয়েছে।

"হাত" একটা অতি পুরোণো গল্প, যেখানে পরিণতিতে সে প্রথাসিদ্ধভাবে রাজ-প্রাসাদের পরীক্ষায় পাস করে ও একটি সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করে।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা চীনের আজকের পরিস্থিতির একটি প্রতিফলন। শাংহাইয়ে অধুনা-প্রকাশিত একটি বিপ্লবী সাহিত্য রচনার মলাটে যে ত্রিশূল ছাপা আছে সেটা "দুঃখের প্রতীক"*-এর মলাট থেকে নেওয়া, এর মাঝের শূলে বসানো হাতুড়ি সোভিয়েতের পতাকা থেকে নেওয়া। এই সহাবস্থানের অর্থ হচ্ছে আপনি ত্রিশূল দিয়ে ভেদ করতে পারবেন না, আবার হাতুড়ি দিয়েও আঘাত করতে পারবেন না, এবং এতে শুধুমাত্র শিল্পীর মূর্খতাই প্রকাশ পায়—এটা এই সব লেখকদের জন্য ব্যাজ হিসেবে ভাল ব্যবহার করা যায়।

অবশ্যই এক শ্রেণী থেকে অপর শ্রেণীতে যাওয়া সম্ভব। কিন্তু সবচেয়ে ভালো জিনিস হচ্ছে খোলাখুলিভাবে আপনার মতামত বলা, যাতে জনগণ জানতে পারে আপনি বন্ধু না শত্রু। আপনার নাকের ওপর নাটকীয়ভাবে আঙুল তুলে এবং "আমিই একমাত্র সত্যিকারের সর্বহারা!" এই দাবি করে, এই সত্যকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করবেন না যে আপনার মাথা পুরোনো আবর্জনায় পরিপূর্ণ। লোকেরা এমনই অতিস্পর্শকাতর যে "রাশিয়া" শব্দ শুনলেই তারা প্রায় হার্টফেল করেন, আর অচিরেই তারা এমনকি ঠোঁট লালও করতে দেবেন না। তারা সবরকম প্রকাশনাকেই ভয় পান। এবং আমাদের বিপ্লবী লেখকেরা, যারা বিদেশ থেকে আরও তত্ত্ব বা বই আনাতে অনিচ্ছুক, তাদের দিকে নাটকীয়ভাবে আঙুল তুলে দেখান এবং অবশেষে কুইং রাজবংশের শেষের দিকের "রাজ-পরোয়ানার তিরস্কার" জাতীয় কিছু আমাদের উপহার দেন—আর সেগুলো যে কী, সে সম্পর্কে কারোরই কোন ধারণা নেই।

সম্ভবতঃ আমাকে আপনাদের কাছে "রাজপরোয়ানার তিরস্কার" কথাটি ব্যাখ্যা করতে হবে। এটা সম্রাটের আমলের ঘটনা, যখন, কোন পদস্থ কর্মচারী ভুল করলে তাকে কোন গেট বা অন্য কিছুর বাইরে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসতে আদেশ করা হোত, আর তাকে আচ্ছা করে গালিগালাজ করার জন্য সম্রাট একজন খোজাকে পাঠাতেন। খোজাটিকে ঘুস দিলে সে তাড়াতাড়ি থেমে যেত। অন্যথায় সে

* সাহিত্য সমালোচনার উপরে লেখা হাকুসন কুরিয়াগাওয়ার বইটি জাপানী ভাষা থেকে লু স্যুন কর্তৃক অনূদিত।

আপনার প্রাচীন পূর্বপুরুষ থেকে উত্তরাধিকার পর্যন্ত সমগ্র পরিবারকে অভিসম্পাত দিতে থাকত। ধরে নেওয়া হত যে সম্রাটই এ সব বলছেন, কিন্তু কে সাহস করে সম্রাটকে গিয়ে জিজ্ঞেস করবেন যে সত্যিই তিনি এ সব বলতে চান কি না? একটি জাপানী পত্রিকায় প্রকাশ যে গতবছর জার্মানীতে গিয়ে নাটক নিয়ে পড়াশোনা করার জন্য চেং ফাং-উ চীনের কৃষক ও শ্রমিক কর্তৃক নির্বাচিত হয়েছিলেন। এবং তিনি সত্যিই সেইভাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন কিনা সেটা খুঁজে পাওয়ার কোন উপায়ই আমাদের নেই।

সেই কারণেই আমি সব সময়ে যেমন বলে থাকি, যদি আমরা আমাদের বোঝা-পড়া বাড়াতে চাই, আমাদের চতুর্দিকের বেষ্টনী ভাঙার জন্য আমরা অবশ্যই আরো বেশী বিদেশী বই পড়ব। এটা আপনাদের পক্ষে খুব কঠিন নয়। যদিও নতুন সাহিত্যের ওপর খুব বেশী ইংরিজি বই নেই এবং খুব বেশী ইংরিজি অনুবাদও নেই, তবুও যে অল্প কয়েকটি আমাদের আছে সেগুলো মোটামুটি নির্ভরযোগ্য। আরো অনেক বিদেশী তত্ত্ব ও সাহিত্যের বই পড়বার পরই যখন আপনারা আমাদের নতুন চীনা-সাহিত্য বিচার করতে যাবেন, তখন আরো অনেক পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারবেন। আরোও ভাল হয়, যদি আপনারা চীনে এই সব লেখা পরিচিত করাতে পারেন। জোলো লেখা দূর করার চেয়ে অনুবাদ করা সহজ নয়, কিন্তু আমাদের নতুন সাহিত্যের বিকাশের জন্য এর অবদান অনেক মহৎ এবং আমাদের জনগণের কাছে অনেক বেশী প্রয়োজনীয়।

২২. ৫. ১৯২৯ অনুবাদ : সমর ঘোষ

প্রথা ও সংস্কারসাধন

যারা শারীরিক ও মানসিকভাবে স্থবির হয়ে গেছেন তারা অনিবার্যভাবে সামান্যতম সংস্কারসাধনের বিরোধিতা করবেন। প্রথম নজরে মনে হয় যে তারা অসুবিধাকে ভয় পান, কিন্তু আসলে তারা কষ্টকে ভয় পান ; অথচ তারা প্রায়ই বড় বড় যুক্তি খাড়া করেন।

এ বছর চাও ক্যালেণ্ডার নিষিদ্ধ করা ছিল অতি তুচ্ছ ঘটনা, রাষ্ট্র ব্যবস্থার উপর তার কোন প্রভাব নেই, কিন্তু অবশ্যই দোকানদারেরা* হা-হুতাশে সোর-গোল তুলে দিয়েছিল। শুধু তা-ই নয়, এমন কি সাংহাই-এর গুণ্ডারা এবং ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের কেরানীরা পর্যন্ত বহু তিক্ত শ্বাস ফেলেছিল এবং ঘোষণা করেছিল যে খামারের কৃষকদের পক্ষে ও যারা সাগরের জোয়ারের জন্য অপেক্ষা করে তাদের পক্ষে এটা খুবই খারাপ। এই বিষয়টা বাস্তবিকই তাদের এতদিনের-ভুলে-থাকা কৃষক ও নাবিকদের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে—এটা নিশ্চয়ই বিশ্বপ্রেমের একটা দৃষ্টান্ত।

চান্দ্র ক্যালেণ্ডারের দ্বাদশ মাসের তেইশতম দিনে সর্বত্র বোমা ফাটতে শুরু করে।

আমি একজন দোকান-কর্মচারীকে বললাম, "এ বছরেও তোমরা চান্দ্র নববর্ষ উৎসব পালন করছ। পরের বছর কি তোমাদের সৌর নববর্ষ পালন করতে হবে ?"

সে উত্তরে বলল, "পরের বছর হচ্ছে পরের বছর। সে দেখা যাবে।"

সে বিশ্বাস করেনি যে পরের বছর তাদের সৌর নববর্ষ উৎসব পালন করতে হবে। তৎসত্ত্বেও কেবল চব্বিশটা উৎসবকে রেখে বর্ষপঞ্জী থেকে বস্তুতঃ চান্দ্র ক্যালেণ্ডার কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে। আবার একই সাথে, খবরের কাগজে "পরবর্তী একশ' কুড়ি বছরের যৌথ চান্দ্র ও সৌর ক্যালেণ্ডারের" জন্য বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে। চমৎকার ! তারা আমাদের ও আমাদের প্রপৌত্রের জন্য আগামী একশ' কুড়ি বৎসরের চান্দ্র ক্যালেণ্ডার তৈরী করেছে !

---

* চান্দ্র বছরের পর দোকানদারদের বকেয়া পাওনা আদায় করা প্রথা ছিল।

যদিও সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতি মিঃ লিয়াং শিকিউ ও তাঁর বন্ধুদের এ রকম একটি বিরাগ রয়েছে, তবুও এর শক্তি প্রচন্ড এবং চূড়ান্ত। ভাবী সংস্কারকরা যদি জনগণকে সার্বিকভাবে বুঝতে না পারেন এবং তাদের সঠিক পথে প্রলুব্ধ করার একটি পন্থা না বার করতে পারেন, মহৎ যুক্তিসমূহ ও উচ্চ ভাবনা, রোমান্টিক বা প্রাচীন সাহিত্য তাদের স্পর্শ করতে অপারগ হবে এবং কেবল মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যক্তি নিজ ব্যক্তিগত তৃপ্তির জন্য তাঁদের অধ্যয়নের সাথে সেগুলো পড়বেন। এমন কি একটি "ভদ্রলোকের সরকারও"* যদি সংস্কারের জন্য আদেশ জারি করে, তবে তাকেও তারা অচিরেই পুরোনো পথে পিছনে টেনে নিয়ে যাবে।

একজন সত্যিকারের বিপ্লবী অন্যান্য লোকেদের চেয়েও বেশী দূর দেখতে পান, যেমন লেনিনের ক্ষেত্রে, তিনি ঐতিহ্য ও প্রথাকে "সংস্কৃতি"-রই অঙ্গ বলে মনে করেন এবং বিশ্বাস করেন যে সেগুলো পরিবর্তন করা খুবই কষ্টকর হবে। কিন্তু আমার মনে হয় যে যদি এগুলো পরিবর্তন না করা যায় তবে বিপ্লব একটি বালির প্রাসাদের চেয়ে বেশী দিন টিঁকবে না। মাঞ্চুদের চীন থেকে বিতারণ করার সময় বিপ্লবকে ব্যাপক সমর্থন দেওয়া হয়েছিল, কারণ এর প্রধান স্লোগান "পুরাতনকে প্রবর্তন কর!" অথবা "অতীতের দিকে ফিরে যাও!" —গোঁড়া লোকদেরকেও অনুপ্রাণিত করেছিল।

কিন্তু যখন একটি রাজবংশের পরিবর্তনের পরও স্বাভাবিক উন্নতি বাস্তবায়িত হল না তখন তারা সন্তুষ্ট হলেন না—বিনা কারণেই তারা তাদের টিঁকি খোয়ালেন।

তারপর, অপেক্ষাকৃত নতুন সংস্কারগুলো একের পর এক ব্যর্থ হয়। এক আউন্স সংস্কারে সাথে দশ আউন্স প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, ঠিক যেমন এবারে চান্দ্র ক্যালেন্ডার বেআইনী ঘোষিত হবার সাথে সাথে আগামী একশ কুড়ি বছরের জন্য একটি যৌথ চান্দ্র ও সৌর ক্যালেন্ডারের আবির্ভাব ঘটল।

বহু লোক অবশ্যই এই যৌথ ক্যালেন্ডারটিকে স্বাগত জানাবেন, কারণ এটা ঐতিহ্য ও প্রথা ভিত্তিক, এবং সেই কারণেই তা ঐতিহ্য ও প্রথার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করবে। অন্যান্য ক্ষেত্রেও একই জিনিস প্রযোজ্য। যদি আপনি বাইরে বেরিয়ে জনগণের মধ্যে গিয়ে সেগুলোকে রক্ষা করার বা দূর করার জন্য মাপকাঠি

* ১৯২২ সালে হু শি "ভদ্রলোকের সরকারের" জন্য সুপারিশ করেন, এর দ্বারা তিনি বুর্জোয়া লিবারেলদের বুঝিয়েছেন।

স্থির ক'রে এবং একটি সতর্ক নির্বাচন করার জন্য একটি পন্থা নির্ণয় ক'রে, তাদের ঐতিহ্য ও প্রথাকে অনুসন্ধান, বিশ্লেষণ ও বিচার না করেন, তবে যে সংস্কারই আপনি করুন না কেন তা ঐতিহ্যের জগদ্দল পাথরের চাপে গুঁড়ো হয়ে যাবে অথবা কিছুদিনের জন্যে নিছকই উপর উপর ভেসে বেড়াবে।

লাইব্রেরীতে গিয়ে বই আঁকড়ে ধরার এবং ধর্ম, আইন, সাহিত্য ও শিল্প… নিয়ে নৈর্ব্যক্তিক আলোচনা করার সময় এটা আর নয়। যদি আমরা এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই, আমাদের অবশ্যই প্রথমে ঐতিহ্য ও প্রথাকে বুঝতে হবে এবং অন্ধকারের মুখোমুখী তাকাবার সাহস ও নিষ্ঠা থাকতে হবে। কারণ স্পষ্ট করে দেখতে না পারলে আমরা সংস্কার সাধন করতে পারব না। ভবিষ্যতের উজ্জ্বলতা নিয়ে শুধুমাত্র চিৎকার হচ্ছে আসলে আমাদের অলস আত্মা ও অলস শ্রোতাদের প্রবঞ্চিত করা।

১৯৩০

অনুবাদ : সমব ঘোষ

বিপ্লবের জন্য অবিপ্লবী ব্যগ্রতা

কেউ কেউ বলেন যে একটা বিরাট বিপ্লবী সৈন্যদলে যদি প্রত্যেক যোদ্ধার সম্পূর্ণ সঠিক আর পরিষ্কার ধারণা না জন্মায়—তবে সেটা প্রকৃত বিপ্লবী সৈন্যদল হতে পারে না—তা খড়কুটোরও সমান নয়। আপাতদৃষ্টিতে এটা খুব যুক্তিসংগত আর সুসংগত বলে মনে হলেও, বাস্তবে এটা একটা অসম্ভব দাবি—এবং একেবারে ফাঁকা বুলি; বিপ্লবকে বিষাক্ত করে তোলার মধুমাখা বড়ির সমান।

সাম্রাজ্যবাদী শাসনে যাতে জনগণ হাসিমুখে, করজোড়ে, মাথা নুইয়ে থাকে এবং "সমগ্র বিশ্বে শান্তি বিরাজ করে", এইজন্য সমগ্র দেশকে "বিশ্বপ্রেম" শিক্ষা দেবার মতোই তা অসম্ভব। বিপ্লবের শত্রুদের অধীনে থেকে সমস্ত দেশকে কথায় বা কাজে সঠিকভাবে ভাবতে শেখানোটাও সমান অসম্ভব। একটি নতুন বিপ্লবী সেনাদলের যোদ্ধাদের মধ্যে একটাই সাধারণ ধারণা আছে—সেটা হচ্ছে স্থিতাবস্থার বিরোধিতা। অবশ্য তাদের শেষ উদ্দেশ্য খুবই আলাদা। কেউ সমাজের জন্য বিদ্রোহ করে, কেউ কোনো গোষ্ঠীর জন্য, নারীর জন্য, নিজেদের জন্য কিংবা শুধু আত্মহত্যা করার উপায় হিসাবে, কিন্তু তবুও বিপ্লবী সেনা এগিয়ে চলে। কারণ এই প্রচার-উদ্যমের মধ্যে শত্রু একজন ব্যক্তিবাদীর গুলিতেও প্রাণ হারাতে পারে, একজন সমবায়ীর গুলিতেও প্রাণ হারাতে পারে। এবং যে ধরনের সৈনিকই নিহত বা আহত হোক না কেন, সৈন্যবাহিনীর যুদ্ধশক্তির একই রকম শক্তি ক্ষয় হয়। অবশ্যই, চূড়ান্ত লক্ষ্যের তফাৎ থাকে বলেই যুদ্ধের সময় কেউ কেউ যুদ্ধ ত্যাগ করে, পালিয়ে যায়, অবক্ষয়ের মুখে পড়ে কিংবা শত্রুদলে যোগদান করে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত তারা এগোতে থাকে, কালক্রমে তাদের সৈন্যদল আরও বেশী অমিশ্র ও বেশী শিক্ষিত হয়ে উঠতে থাকে।

আমি যখন ইয়ে উংঝেন-এর "কেবল দশ বছর" বইটির মুখবন্ধ লিখি—আমি ভেবেছিলাম, একজন মানুষ সমাজের জন্য যথাসাধ্য করলে যা দাঁড়ায় তা-ই এ বইতে রয়েছে। এ উপন্যাসের নায়ক সীমান্তে গিয়ে প্রহরী হয়েছিল (যদিও কেউ তাকে শেখায়ওনি কিভাবে বন্দুক ছুঁড়তে হয়)। কাজেই, যেসব পণ্ডিতরা নিজেদের হাঁটু জড়িয়ে ধরে বসে কাঁদেন কিংবা নিজেদের আহত সম্ভ্রমের

কথা লেখালেখি করেন—তাদের চাইতে সে ছিল অনেক বেশী বাস্তববুদ্ধিশীল।' সুতরাং সমস্ত যোদ্ধাদের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকবে এবং তারা প্রত্যেকে হবে ইস্পাত-কঠিন—এই রকম দাবি করা শুধু আকাশকুসুম স্বপ্নই নয়, তা অযৌক্তিক দাবিও বটে।

কিন্তু পরবর্তীকালে 'শেন বাও'তে আমি আরও তীব্র ও চরম একটি সমালোচনা পড়লাম যাতে গভীর অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে, কারণ নায়ক (এই উপন্যাসে) স্বার্থসিদ্ধির জন্য যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল। যেহেতু 'শেন বাও' পুরোপুরি শান্তিকামী ও সাংঘাতিক রকম বিপ্লব-বিরোধী—আপাতদৃষ্টিতে এটা খুব অপ্রাসংগিক মনে হতে পারে। কিন্তু, একজন আপাতঃ-চরমপন্থী বিপ্লবী —তিনি আসলে একজন অ-বিপ্লবী বা প্রতিবিপ্লবী ব্যক্তিবাদী বক্তা—কিভাবে এই কাগজের উপযুক্ত একটা সমালোচনা লিখতে পারেন এটা বুঝিয়ে বলছি।

এক শ্রেণীর লোক হচ্ছে ক্ষয়িষ্ণু। নির্দিষ্ট আদর্শ বা ক্ষমতার অভাবে এরকম একজন লোক সাময়িক আনন্দের খোঁজে ভেসে বেড়ায় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না পেয়ে-যাওয়া-সুখে ক্লান্ত হয়ে সে নতুন উত্তেজনার খোঁজ করছে—সে শুধুই তীব্র অনুভব আস্বাদন করতে পারে। বিপ্লব তার কাছে একটা নতুন উত্তেজনা। একজন পেটুক লোককে—যার তালু জড়িয়ে এসেছে, খিদে নষ্ট হয়ে গেছে—যেমন লংকা বা মরিচ খেতে হয়—যাতে সে আবার আধ হাঁড়ি ভাত খেতে পারে—তারও সেরকম অবস্থা। সে চায় সম্পূর্ণভাবে এবং একেবারে চূড়ান্ত বিপ্লবী লেখা। এবং যে মুহূর্তে বয়সের কোনো দোষত্রুটি প্রকাশ পায় তার ভ্রূকুঞ্চিত হয়—এবং সেটাকে সে নিতান্ত তুচ্ছ জ্ঞান করে। যতক্ষণ পর্যন্ত সে এতে সুখ পায় সত্যের থেকে তোমার স্খলনকে সে আমলই দেয় না। বদ্‌লেয়ারের কথা সকলেই জানে, ক্ষয়িষ্ণু ফরাসী কবি বদ্‌লেয়ার বিপ্লবকে স্বাগত জানিয়েছিলেন—কিন্তু যখন বিপ্লব তাঁর ক্ষয়িষ্ণু জীবনে হস্তক্ষেপ করতে উদ্যত হল— বিপ্লবকে তিনি ঘৃণা করতে লাগলেন। কাজেই যারা কাগজে বিপ্লবী—যারা বিপ্লবের পূর্বে সবচেয়ে পুরোদস্তুর এবং উত্তেজিত বিপ্লবী—বিপ্লব যখন আসন্ন হয়, নিজেদের অগোচরে পরা মুখোশ তারা টেনে খুলে ফেলে। চেং ফ্যাংয়ু-এর মতন "বিপ্লবী লেখকদের" এই সমস্ত ঘটনা সম্বন্ধে অবহিত করা দরকার, এঁরা সামান্য প্রাথমিক পরাজয়ের পরই হয় পূর্বে টোকিও কিংবা পশ্চিমে প্যারিসে পলায়ন করেন—যদি অবশ্য তাঁদের কোনো মর্যাদা (বা অর্থ) থাকে।

আর এক দল লোককে কোনো শ্রেণীভুক্ত করা মুস্কিল। তাঁদের সম্বন্ধে প্রধান কথা হল তাঁদের কোনো নীতিতেই বিশ্বাস নেই, কাজেই তাঁরা সব সময়েই নিজেদের ঠিক এবং অন্যদের ভ্রান্ত ভাবেন। সর্বশেষ বিচারে এঁরা হচ্ছেন স্থিতাবস্থায় সবচেয়ে সন্তুষ্ট মানুষ। সমালোচনা করবার সময় এঁরা যা-ইচ্ছে একটা কিছু অবলম্বন ক'রে অপর পক্ষকে স্তব্ধ করে দিতে চান। পারস্পরিক সাহায্যের তত্ত্বকে নস্যাং করতে এঁরা অস্তিত্বের সংগ্রামের কথা বলেন; অথবা বিপরীত ক্ষেত্রে উল্টোটা বলেন। শান্তির বাণীর বিরোধিতা করতে তারা শ্রেণী-সংগ্রামের কথা বলেন; এবং শ্রেণী-সংগ্রামকে অবমূল্যায়িত করতে বলেন বিশ্ব-প্রেমের কথা। ভাববাদীর সংগে তর্কে তাঁরা বস্তুবাদী হয়ে যান, আর বস্তু-বাদীকে নস্যাৎ করতে হন ভাববাদী।এককথায়, ইংরেজী মাপক-যন্ত্র দিয়েরাশিয়ান ভার্স্ট মাপতে গিয়ে এবং ফরাসী মাপক দিয়ে ইঞ্চি মাপতে গিয়ে তাঁরা আবিষ্কার করেন কোনোটাই উপযুক্ত নয়। যেহেতু আর কেউ-ই উপযুক্ত নয়, তাঁরা নিজেদেরকেই শ্রেষ্ঠ উপায়ের একমাত্র প্রবক্তা বলে ধরে নিয়ে চিরকাল নিশ্চিন্তে থেকে যান। তাঁদের মতে—যেটাতে একটু দোষ আছে, সেটা মোটেই ভালো না। আবার যেহেতু আজকের জগৎটা একশো ভাগ ত্রুটিহীন হতে পারে না—গা বাঁচাবার জন্যে কুকুরের মতন চিৎপাত হয়ে শুয়ে থাকাই ভালো। কিন্তু সেটাও একটা বড়ো ভুল হতে পারে। সংক্ষেপে, পৃথিবীর জীবন বড়ো কণ্টকর কিন্তু বিপ্লবী হওয়া স্বাভাবিকভাবেই আরও কঠিন।

যদিও শেন বাও "কেবল দশ বছরের" নায়ককে পুরোপুরি বিপ্লবী না হবার জন্য সমালোচনা করছেন - ঐ পত্রিকায় সমাজ বিজ্ঞানের অনুবাদকদের ওপরেও বিদ্রূপ বর্ষণ করা হয়েছে! এর সত্তা হচ্ছে ওই ২য় শ্রেণীভুক্ত। ক্ষয়িষ্ণুদের পরম ক্লান্তির বোধ এর মধ্যে আছে, যার ফলে এ খিদে শানাবার জন্যে ঝাল হজম করতে চায়।

১৯৩০ অনুবাদ ঃ অনিতা চট্টোপাধ্যায়

বামপন্থী লেখকদের লীগ সম্পর্কে ভাবনা*

২রা মার্চ বামপন্থী লেখকদের লীগের সভায় প্রদত্ত উদ্বোধনী ভাষণ

যে সব বিষয় নিয়ে অন্যেরা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন সে বিষয়ে আমার আর বলার দরকার নেই। আমার মতে, আজ বামপন্থী লেখকদের "দক্ষিণপন্থী" লেখকে পরিণত হওয়া খুবই সহজ। প্রথমতঃ, আপনি যদি প্রকৃত সামাজিক সংঘর্ষগুলোর সংস্পর্শে আসার পরিবর্তে কেবল কাচের জানলার মধ্যে নিজেকে বন্ধ রেখে লিখে যান বা পড়াশোনা করেন, তবে আপনার পক্ষে চরম মৌলিক বা "বাম" হওয়া সহজ। কিন্তু যে মুহূর্তে আপনি বাস্তবের মুখোমুখি হন, আপনার সমস্ত ধারণাগুলো চুরমার হয়ে যায়। বন্ধ দরজার আড়ালে থেকে মৌলিক চিন্তা নিঃসরণ করা খুব সহজ, কিন্তু একইভাবে সহজ "দক্ষিণপন্থী"তে পরিণত হওয়া। পাশ্চাত্য দেশে একেই বলে "বৈঠকখানার সমাজতন্ত্রী"। বৈঠকখানা হ'চ্ছে বসবার ঘর, এবং সেখানে বসে সমাজতন্ত্র নিয়ে আলোচনা করা অত্যন্ত শিল্প-সম্মত ও সুরুচিপূর্ণ—এর মধ্যে সমাজতন্ত্রকে বাস্তবায়িত করার কোন চিন্তা নেই। এই ধরনের সমাজতন্ত্রীরা আদৌ নির্ভরযোগ্য নয়। বস্তুত আজ, পেশাগতভাবে যিনি লেখক নন সেই একমাত্র মুসোলিনী বাদে, এমন লেখক বা শিল্পীদের দেখা পাওয়া দুর্লভ যাদের আদৌ কোন সমাজতান্ত্রিক চিন্তা নেই, যারা বলেন শ্রমিক-কৃষকদের দাস করে রাখতে হবে, শেষ করে ফেলতে হবে এবং শোষণ করে যেতে হবে।

(অবশ্য, আমরা বলতে পারি না যে সে রকম আদৌ কেউ নেই, যেমন চীনের ক্রিসেন্টমুন চক্রের ও ডিএ্যানুনজিও-এর সাহিত্যিকেরা পূর্বোক্ত মুসোলিনীর ভক্ত।)

দ্বিতীয়তঃ, যদি আপনি বিপ্লবের প্রকৃত চরিত্র না বোঝেন তবে "দক্ষিণ-পন্থী" হয়ে যাওয়া সহজ। বিপ্লব একটি তিক্ত বস্তু, নোংরা ও রক্তে পূর্ণ, কবিরা যেমন ভাবেন যেমন মনোরম বা নিখুঁত নয়। এটা সম্পূর্ণতই মাটির

---

* ১৯৩০ সালের ২রা মার্চ সাংহাইতে বামপন্থী লেখকদের লীগ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৩৬ সালের গোড়ায় তা ভেঙে যায়। লু স্যুন এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা ছিলেন। এই ভাষণটি বামপন্থী লেখকদের লড়াইয়ের কর্মসূচীতে পরিণত হয়।

কাছের জিনিস, যার সাথে বহু নীচ ও ক্লান্তিকর কর্তব্য জড়িত, যা কবিদের কল্পনার মতো রোমাণ্টিক নয়। অবশ্য একটি বিপ্লবে ধ্বংস আছে, কিন্তু এখানে সৃষ্টি আরও বেশী প্রয়োজনীয়; এবং ধ্বংস করা সহজ, সৃষ্টি করা কষ্টকর। সুতরাং যে সব ব্যক্তির বিপ্লব সম্পর্কে রোমাণ্টিক স্বপ্ন আছে, এর সাথে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে বা যখন সত্যি সত্যি একটি বিপ্লব সংঘটিত হয়, তাদের তখন মোহমুক্ত হওয়া সহজ। এইরকম কথিত আছে যে রুশ কবি ইয়েসেনিন প্রথমে সর্বান্তকরণে অক্টোবর বিপ্লবকে উচ্চকণ্ঠে স্বাগত জানিয়েছিলেনঃ "স্বর্গ ও মর্তে বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক!…আমি একজন বলশেভিক!" কিন্তু পরবর্তীকালে, বাস্তব ঘটনা যখন তাঁর কল্পনা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন বলে প্রমাণিত হ'ল তিনি মোহমুক্ত হলেন ও তাঁর অধঃপতন ঘটল। এবং বলা হয়ে থাকে যে এই মোহমুক্তিই পরবর্তীকালে তাঁর আত্মহত্যার অন্যতম কারণ। পিলনিয়াক ও ইরেনবুর্গও এই ব্যাপারের অন্যান্য উদাহরণ। এবং আমাদের ১৯১১ সালের বিপ্লবে আমরা অনুরূপ উদাহরণ পাই। সাউথ সোসাইটির লেখকদের মতো লেখকেরা অত্যন্ত বিপ্লবীর মতো শুরু করেছিলেন; কিন্তু তাদের এই মোহ ছিল যে মাঞ্চুরা একবার বিতাড়িত হলে সেই "পুরোনো স্বর্গ রাজ্য" আবার পুরোপুরি ফিরে আসবে এবং তারা সকলে বড় বড় হাতাওয়ালা জামা, উঁচু টুপি ও চওড়া বেল্ট পরতে পারবেন, এবং রাজকীয় ভঙ্গিতে চলাফেরা করবেন। তারা অবাক হলেন যে, মাঞ্চু সম্রাট বিতাড়িত এবং প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পরিস্থিতি হয়েছিল সম্পূর্ণ অন্যরকম। তাই তারা মোহমুক্ত হয়েছিলেন এবং তাদের কেউ কেউ নতুন আন্দোলনের বিরোধিতা পর্যন্ত করেছিলেন। যদি আমরা বিপ্লবের প্রকৃত চরিত্র না বুঝি, আমাদেরও এ রকম করা সহজ হবে।

আর একটি ভ্রান্ত মত হচ্ছে এই ধারণা যে, কবি-লেখকেরা উন্নত স্তরের মানুষ, এবং তাদের সৃষ্টি অন্য যে কোন সৃষ্টির চেয়ে মহত্তর। যেমন, হাইনে মনে করতেন যে, যেহেতু কবিরা হচ্ছেন মহত্তম প্রাণী এবং ঈশ্বরের ন্যায়পরায়ণতা অসীম, সেইহেতু যখন কবিরা মারা যান তাঁরা ঈশ্বরের পাশে বসবার জন্য উপরে উঠে যান এবং ঈশ্বর তাঁদের জন্য জলযোগের ব্যবস্থা করেন। আজ অবশ্য কেউ ঈশ্বরের জলযোগ পরিবেষণের কথা বিশ্বাস করেন না, কিন্তু কেউ কেউ এখনও বিশ্বাস করেন যে, যে-সব কবি ও লেখক আজ শ্রমিকদের বিপ্লবকে সমর্থন করছেন, বিপ্লব সম্পূর্ণ হলে তারা শ্রমিকশ্রেণীর দ্বারা প্রভূত পরিমাণে

পুরস্কৃত হবেন, বিশেষ ব্যবস্থা ভোগ করবেন, বিশেষ গাড়িতে ঘুরবেন এবং বিশেষ খাবার পাবেন। এমনকি শ্রমিকেরা তাঁদের রুটি-মাখন পর্যন্ত পরিবেষণ করে বলবেনঃ "ভোজন করুন, আপনারা আমাদের কবি"! এটা আর এক ধরনের মোহ, কখনই এরকম ঘটবে না। সম্ভবতঃ অবস্থা এখন যা আছে বিপ্লবের পর তা আরও কঠিন হবে। রুটি-মাখনের কথা তো বাদই দিলাম, তখন পোড়া রুটি পর্যন্ত না থাকতে পারে, রুশ বিপ্লবের পরের দু-এক বছরে যেমন ঘটেছিল। যদি আমরা এটা বুঝতে ভুল করি, আমাদের পক্ষে "দক্ষিণ-পন্থী" হয়ে যাওয়া সহজ। সত্যি কথা বলতে কি, যতদিন শ্রমিকেরা মিঃ লিয়াং শিকিউ বর্ণিত "যোগ্য" চরিত্র না পাচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত কোন শ্রমিক বুদ্ধি-জীবীদের প্রতি কোন বিশেষ শ্রদ্ধা বোধ করে না। আমার অনূদিত ফেদেয়েভের "উনিশ"-এর বুদ্ধিজীবী মেতিককে দেখুন, যাকে খনির শ্রমিকরা প্রায়ই উপহাস করত। বলাবাহুল্য, বুদ্ধিজীবীদের যে কর্তব্য আছে তাকে আমরা ছোট করে দেখব না; কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর অবশ্যই কবি বা লেখকদের প্রতি বিশেষ ব্যবহার করা কর্তব্য নয়।

এখন আমি কয়েকটি কথা বলতে চাই, যে বিষয়ে আমরা অবশ্যই মনোনিবেশ করব।

প্রথমত, পুরনো ব্যবস্থা ও পুরোনো শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে লড়াইতে আমাদের অবশ্যই কঠোর ও কষ্টসহিষ্ণু হতে হবে এবং শক্তির দিকে মনোনিবেশ করতে হবে। পুরোনো সমাজের মূল শেকড়গুলি গভীরে প্রবেশ করে, এবং আমাদের নতুন আন্দোলন আরও শক্তিশালী না হওয়া পর্যন্ত আমরা একে নড়াতে পারি না। তাছাড়া, আমাদের নতুন শক্তিসমূহকে আপোসমুখী করবার জন্য পুরোনো সমাজের কাছে অনেক ভালো ভালো ব্যবস্থা আছে, যদিও এ নিজে কখনও আপোস করবে না। চীনে অনেক নতুন আন্দোলন হয়েছে, তথাপি প্রত্যেকটিই পুরোনো ব্যবস্থাতেই নিমজ্জিত হয়েছে, তার প্রধান কারণ হচ্ছে সেগুলোর নির্দিষ্ট সাধারণ লক্ষ্যের অভাব ছিল, সেগুলোর দাবি ছিল খুবই ক্ষীণ, এবং সেগুলোকে অতি সহজেই সন্তুষ্ট করা হয়েছিল। মাতৃভাষার আন্দোলনের কথাই ধরা যাক, পুরোনো সমাজের শক্তিগুলো প্রথম দিকে এর প্রচণ্ড বিরোধিতা করেছিল। শীঘ্রই তারা মাতৃভাষায় লেখার অনুমতি দিয়ে একে একটি দুঃস্থের মর্যাদা দেয় এবং মাতৃভাষায় লিখিত রচনাগুলোকে খবরের কাগজের অদ্ভুত কোণে প্রকাশ

করারও অনুমতি দেয়, কারণ তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে তারা এই নতুন জিনিসটিকে টিঁকে থাকবার অনুমতি দিতে পারে, কারণ এটি কোনোভাবেই ক্ষতিকারক নয়, আর এই নতুন জিনিসটিও এখন এই ভেবে সন্তুষ্ট যে মাতৃ-ভাষারও বেঁচে থাকার অধিকার আছে। বিগত কয়েক বছরের সর্বহারার সাহিত্য-আন্দোলনের ক্ষেত্রেও অনেকটা একই রকমের ঘটনা ঘটেছে। পুরোনো সমাজ শ্রমিকশ্রেণীর লেখাগুলোকে অনুমোদন করেছে কারণ তাতে ভীতিপ্রদ কিছু নেই —আসলে কয়েকজন কট্টরপন্থী নিজেরাই এই বিষয়ে হাত পাকিয়েছে এবং একে অলংকার হিসেবে ব্যবহার করেছে, কারণ বসবার ঘরে বনেদী পোর্সেলিনের পাত্র ও প্রাচীন দ্রষ্টব্য-বস্তুর পাশে শ্রমিকদের অমসৃণ পাত্র রাখা বেশ রোমাঞ্চকর বলে মনে হতে পারে। আর যখন শ্রমিকশ্রেণীর লেখকেরা বিদ্বৎজগতে নিজেদের ক্ষুদ্র স্থান পেয়েছেন এবং তাদের পাণ্ডুলিপি বিক্রি করতে সক্ষম হয়েছেন, তারা তখন সংগ্রাম থেকে বিরত হয়েছেন, এবং তাত্ত্বিকরা জয়গান গেয়েছেন, "সর্বহারার সাহিত্য জয়লাভ করেছে !" কিন্তু মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যক্তিবিশেষের সাফল্যকে বাদ দিলে, সর্বহারা সাহিত্য নিজে কী অর্জন করেছে ? শ্রমিক শ্রেণীর সামাজিক শক্তির সাথে সমতালে বেড়ে উঠে, একে মুক্তির জন্য সর্বহারার সংগ্রামের অবিচ্ছেদ্য অংগ হতে হবে। সর্বহারাদের সামাজিক মর্যাদা যখন নীচু সেই সময়ে বিদ্বৎজগতে সর্বহারা-সাহিত্যের উচ্চ স্থানের ঘটনা এটাই প্রমাণ করে যে সর্বহারা-সাহিত্য সর্বহারাদের কাছ থেকে দূরে সরে গেছে এবং পুরোনো সমাজের কোলে আশ্রয় নিয়েছে।

দ্বিতীয়ত, আমি মনে করি আমাদের যুদ্ধক্ষেত্রকে বিস্তৃত করতে হবে। গতবছর ও তার আগের বছর আমরা সাহিত্য ক্ষেত্রে কিছু যুদ্ধ করেছিলাম, কিন্তু তাও খুব সীমিত মাত্রায়। পুরোনো সাহিত্য ও পুরোনো চিন্তাধারা-গুলোর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার পরিবর্তে আমাদের নতুন লেখকেরা এক কোণায় পরস্পরের মধ্যে কামড়াকামড়ি শুরু করে দিয়েছিলেন, আর পুরোনো চিন্তা-ভাবনার লোকেরা পাশে দাঁড়িয়ে মজা করে তা লক্ষ্য করার সুযোগ পেয়েছিলেন।

তৃতীয়ত, আমাদের একদল নতুন যোদ্ধা গড়ে তোলা উচিত, কারণ আজ আমাদের সত্যিই খুব লোকের অভাব। আমাদের বেশ কয়েকটি পত্রিকা আছে, এবং বেশ কয়েকটি বই প্রকাশিত হয়েছে ; কিন্তু যেহেতু তাদের সকলেরই অল্প কয়েকজন নির্দিষ্ট লেখক রয়েছেন, তাদের বিষয়বস্তু খুব সীমিত হ'তে বাধ্য।

কেউই বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠেন না, প্রত্যেকেই অনুবাদ, গল্প, সমালোচনা, এমন কি কবিতা এই সবকিছু নিয়ে শৌখিন চর্চা করেন। অবশ্যই তার পরিনাম খুব খারাপ। কিন্তু এর কারণ হচ্ছে লেখকের অভাব। যদি আমাদের অনেক লেখক থাকতেন, অনুবাদক অনুবাদের কাজে, লেখক লেখার কাজে, সমালোচক সমালোচনার কাজে মন দিতে পারতেন ; তখন শত্রুর সাথে মোকাবিলা করতে গেলে আমাদের শক্তিগুলো সহজেই তাদের জয় করার মতো শক্তিশালী হয়ে উঠত। প্রসঙ্গক্রমে এ বিষয়ে আমি একটি উদাহরণ দিচ্ছি। গতবছরের আগের বছর যখন ক্রিয়েশন সোসাইটী ও সান সোসাইটী আমাকে আক্রমণ করেছিল, তারা আসলে এতই দুর্বল ছিল যে পরবর্তীকালে আমার কোনো আগ্রহ পর্যন্ত ছিল না এবং পাল্টা আক্রমণ করার কোন প্রয়োজন বোধ করিনি, কারণ আমি বুঝেছিলাম যে তারা "ফাঁকা শহরের কৌশল"* অবলম্বন করছিল। সৈন্যদের অনুশীলন করাবার পরিবর্তে শত্রুপক্ষ উচ্চ চিৎকার করার দিকেই তার শক্তি নিয়োগ করেছিল। এবং যদিও আমাকে গালাগাল দিয়ে বহু লেখাই ছাপিয়েছিল—আপনারা সহজেই বলতে পারবেন যে সেগুলো ছদ্মনামে লেখা হয়েছিল—আর সমস্ত গালাগালই একই রকমের কয়েকটি মন্তব্যে পর্যবসিত হয়েছিল। আমি অপেক্ষা করছিলাম, এমন কেউ আক্রমণ করবেন যিনি মার্কসীয় পদ্ধতিতে সমালোচনায় সিদ্ধহস্ত, কিন্তু সে রকম কারোর দেখা পাওয়া গেল না।

আমি সব সময়েই মনে করেছি যে একদল তরুণ যোদ্ধাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া জরুরী এবং আমার সময়কালে বেশ কয়েকটি সাহিত্যগোষ্ঠী তৈরী করেছি, যদিও তাদের কোনটাই খুব বেশী কিছু হয়ে ওঠে নি। ভবিষ্যতে আমাদের অবশ্যই এই বিষয়ে আরও বেশী নজর দিতে হবে।

আমাদের যেমন একদল নতুন যোদ্ধা তৈরী করা আশু কর্তব্য, তেমনি আমাদের মধ্যে যারা এখন সাহিত্য-ক্ষেত্রে আছেন তাদেরকে অবশ্যই "স্থিতিস্থাপক" হতে হবে। স্থিতিস্থাপক বলতে আমি এই বোঝাতে চাই যে আমাদের কুইং রাজ-বংশের পণ্ডিতদের মতো হলে চলবে না যারা 'বাগু' বা অষ্টপদী রচনাগুলোকে "দরজা-খোলার-ইট" হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন। এই সব রচনাগুলোর সাহায্যেই

তিন (২২০-২৮০) রাজত্বকালের বিখ্যাত কৌশলবীদ ঝুগে লিয়াং সম্পর্কে বলা হয় যে তিনি অরক্ষিত শহরে শত্রুকে আমন্ত্রণ করেছিলেন। শত্রুপক্ষ ফাঁদের ভয়ে শহরে প্রবেশ করার সাহস পায় নি।

পণ্ডিতেরা পরীক্ষায় পাশ করতেন এবং কুইং রাজবংশের পদস্থ কর্মকর্তা হতেন। এই "উপস্থাপনা, ব্যাখ্যা, যুক্তি ও সিদ্ধান্ত"*-এর জোরে একবার পরীক্ষায় উতরে গেলে, আপনি সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারেন এবং বাকি জীবনে সেটা আর ব্যবহার নাও করতে পারেন। সেই কারণেই এটাকে "ইট" বলা হয়েছিল, কারণ কেবল দরজা খোলার জন্যেই একে ব্যবহার করা হত এবং দরজা খুলে গেলে বয়ে বেড়ানোর পরিবর্তে একে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া যেত। আজও সেই একই পদ্ধতি-সমূহ প্রয়োগ করা হচ্ছে। আমরা দেখি যে লোকেরা একটি কি দুটো কবিতা বা ছোটগল্পের সংকলন প্রকাশ করার পর প্রায়ই চিরতরে উধাও হয়ে যান। তারা কোথায় যান? কয়েকটি বই বার করে কমবেশী কিছু সুনাম অর্জন করার পর, তারা অধ্যাপক হন বা অন্য কোন কাজ খুঁজে নেন। যেহেতু তাদের নাম হয়ে গেছে, এবং তাদের আর বেশী লেখার দরকার নেই, তারা চিরতরে হারিয়ে যান। সেই কারণেই চীনে সাহিত্য ও বিজ্ঞানে দেখাবার মতো জিনিস এত কম। কিন্তু কিছু সাহিত্যকর্মের প্রয়োজন রয়েছে আমাদের, কারণ সেগুলো কাজে লাগবে। (লুনাচারস্কি রাশিয়ার হস্তশিল্পকে পর্যন্ত সংরক্ষিত করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন; কারণ কৃষকরা যা তৈরী করবে বিদেশীরা তা কিনবে, এবং সেই অর্থ কাজে লাগবে। আমি বিশ্বাস করি যদি সাহিত্য ও বিজ্ঞানে দেবার মতো আমাদের কিছু থাকতো, তবে তা সাম্রাজ্যবাদীদের কাছ থেকে নিজেদের মুক্ত করার জন্য আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলনে পর্যন্ত সাহায্য করতে পারত।) কিন্তু সাহিত্যের কিছু সাফল্য অর্জন করতে গেলে, আমাদের অবশ্যই স্থিতিস্থাপক হতে হবে।

সবশেষে আমার মনে হয় একটি যুক্তফ্রণ্টের জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিসটি হচ্ছে যে আমাদের একটি সাধারণ লক্ষ্য আছে। কেউ একজন বলেছিলেন বলে আমার মনে পড়ছেঃ "প্রতিক্রিয়াশীলরা ইতিমধ্যেই তাদের যুক্তফ্রন্ট গড়ে তুলেছে, কিন্তু আমরা এখনও ঐক্যবদ্ধ হই নি।" বস্তুতঃ তাদের যুক্তফ্রন্ট কোন ইচ্ছাপ্রণোদিত যুক্তফ্রণ্ট নয়, কিন্তু, যেহেতু তাদের একটি সাধারণ লক্ষ্য আছে, এবং তারা নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে তাই আমাদের মনে হয় যেন তাদের একটি যুক্তফ্রন্ট আছে। এবং আমাদের ঐক্যবদ্ধ না হতে পারার সত্য এই প্রমাণ

* এই ধরনের রচনার চারিটি প্রধান অংশ।

করছে যে আমরা আমাদের লক্ষ্যে বিভক্ত—আমাদের কেউ কেউ ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর জন্য কেউ বা কেবলমাত্র নিজেদের জন্যই কাজ করছেন। যদি আমরা সকলে শ্রমিক ও কৃষক জনসাধারণের কাজ করতে চাইতাম, আমাদের ফ্রন্ট স্বাভাবিকভাবেই ঐক্যবদ্ধ হ'তো।

২. ৩. ১৯৩০ অনুবাদ ঃ সমর ঘোষ

চীনা সর্বহারাদের বিপ্লবী সাহিত্য এবং অগ্রগামীদের রক্ত

চীনা সর্বহারাদের বিপ্লবী সাহিত্য আজকের অবস্থা থেকে ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হয়ে ধিক্কার ও হত্যাকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে বিকশিত হচ্ছে। এখন অবশেষে নিবিড় অন্ধকারে এর প্রথমে অধ্যায়টি লেখা হয়েছে আমাদের কমরেডদের রক্তে।*

সমগ্র ইতিহাসকালে আমাদের শ্রমজীবী জনসাধারণকে এমন ভাবে কঠোর অত্যাচার ও দমনের মধ্যে রাখা হয়েছে যে শিক্ষালাভের সৌভাগ্যটুকু থেকেও তারা বঞ্চিত হয়ে এসেছেন। নীরবে তারা হত্যা ও ধ্বংসের যন্ত্রণা ভোগ করতে পারেন। এবং আমাদের চিত্রবর্ণমালা এত কঠিন যে তাদের নিজেদের পড়া শেখার কোন সুযোগই নেই। আমাদের তরুণ বুদ্ধিজীবীরা যখন অগ্রদূত হিসেবে নিজেদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হ'লেন—তারাই প্রথম রণহুঙ্কার দিয়ে উঠলেন—যে রণহুঙ্কারে, শাসকশ্রেণী সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল—এ যেন শ্রমিকশ্রেণীর নিজেদেরই দেওয়া বিপ্লবের হুঙ্কার। তখন দালাল-লেখকেরা এই আক্রমণের জন্য সংহত হল, গুজব ছড়াতে লাগল, চরবৃত্তি আরম্ভ করল। এবং তারা যে সর্বদাই গোপনে এবং ভুয়ো নামে কাজ করত—এই ঘটনা থেকেই বোঝা যায় তারা অন্ধকারের জীব।

যেহেতু শাসকেরা বুঝল তাদের দালাল-লেখকেরা সর্বহারার বিপ্লবী সাহিত্যের তুলনায় কিছুই না—তারা বই-পত্র নিষিদ্ধ করতে আরম্ভ করল, বইয়ের দোকান বন্ধ করে দিল, নিপীড়নমূলক প্রকাশনা-আইন জারী করল, এবং সাহিত্যিকদের কালো তালিকা প্রকাশ করতে লাগল। এবং এখন তারা ঘৃণ্যতম কৌশল অবলম্বন করছে—বামপন্থী লেখকদের গ্রেপ্তার, জেলবন্দী করা ও গোপনে হত্যা করা—এই "নিধনকার্য" তারা এখনও জনসমক্ষে প্রকাশ করেনি। এর থেকে, যেমন বোঝা যায় অন্ধকারের জীবদের দিন শেষ হবার মুখে এবং

* ১৯৩১ সালের ৭ই জানুয়ারী রউ শি, বাই ম্যাং এবং অন্য তিন জন বামপন্থী লেখকদের লীগ-এর সদস্য কুওমিংটাং কর্তৃপক্ষের হাতে বন্দী হন। ৭ই ফেব্রুয়ারী সাংহাইতে গভীর রাত্রে তাঁদের গোপনে হত্যা করা হয়।

তেমনি চীনের সর্বহারার বিপ্লবী সাহিত্য-শিবিরের শক্তি কতোখানি তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। কারণ তাদের শোকসংবাদ থেকে জানা যায় যে আমাদের নিহত কমরেডদের বয়স, সাহস ও সর্বোপরি সাহিত্যিক-সাফল্য ওই কুকুরদের গোষ্ঠীর উন্মত্ত চীৎকার থামানোর পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

কিন্তু আমাদের এইসব কমরেডদের এখন হত্যা করা হয়েছে। এটা শ্রমিক-শ্রেণীর বিপ্লবী সাহিত্যের কিছুটা ক্ষতির সামিল এবং আমাদের গভীর বেদনা। আমাদের সর্বহারার সাহিত্য তবু বৃদ্ধি পাবে—কারণ ব্যাপক বিপ্লবী শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে এর স্থান; এবং যতদিন জনগণের অস্তিত্ব থাকবে ও তার শক্তি বৃদ্ধি পাবে, ততদিন এই বিপ্লবী সাহিত্যও বেড়ে চলবে। আমাদের কমরেডদের রক্ত প্রমাণ করেছে যে, শ্রমিকশ্রেণী ও তাদের বিপ্লবী সাহিত্য একই পীড়ন ও সন্ত্রাসের শিকার—দুয়ের সংগ্রাম মূলতঃ এক, এবং পরিণতিও এক, কারণ এ বিপ্লবী শ্রমজীবী মানুষেরই সাহিত্য।

এখন যুদ্ধবাজদের মত অনুসারে ষাট বছরের বৃদ্ধা মহিলারা পর্যন্ত এই সব "ক্ষতিকারক লেখার" বিষে আক্রান্ত হয়েছেন, এবং বিদেশী পাহারাদার সৈন্যরা প্রাথমিক স্কুলের ছাত্রদেরও তল্লাসী চালাচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদদের দেওয়া বন্দুক-গুলো ছাড়া, সামান্য কজন দালাল-লেখক ছাড়া এই যুদ্ধবাজদের কিছুই নেই—শত্রু ছাড়া কিছুই নেই। শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত সকলেই তাদের বিরুদ্ধে—তরুণদের তো কথাই নেই আর তাদের এই সব শত্রুরা আমাদেরই দিকে।

আজকে যখন তীব্র বেদনায় আমরা আমাদের যুদ্ধে নিহত কমরেডদের মনে মনে স্মরণ করছি—আমাদের মনে রাখা দরকার যে, চীনের সর্বহারার বিপ্লবী সাহিত্যের ইতিহাসের প্রথম পাতাটি আমাদের কমরেডদের রক্তে লেখা হয়েছে—এটা হবে শত্রুদের ঘৃণ্য বর্বরতার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত এবং আমাদের সংগ্রামে বিরত না হবার জন্য আমাদের অনুপ্রেরণা।

১৯৩১ অনুবাদ : অনিতা চট্টোপাধ্যায়

অন্ধকারতম চীনে শিল্পের বর্তমান অবস্থা

আমেরিকান ম্যাগাজিন 'নিউ মাসেস' -*এর জন্য লিখিত

প্রকৃতপক্ষে আজ চীনের একমাত্র সাহিত্য-আন্দোলন হ'ল সর্বহারাদের বিপ্লবী সাহিত্য-আন্দোলন। যদিও তা মরুভূমিতে কচি চারাগাছের মতো, তবুও তা ছাড়া চীনে আধুনিক সাহিত্য বলতে আর কিছুই নেই। শাসকশ্রেণীর সাথে সংযুক্ত তথাকথিত লেখকেরা এতখানি দুর্নীতি-পরায়ণ হয়ে পড়েছেন যে তারা "শিল্পের জন্য শিল্প" বা "অবক্ষয়ী" শিল্পের জন্ম দিতেও অক্ষম। বর্তমানে তাদের বামপন্থী লেখকদেরকে আক্রমণ করার একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে কুৎসা, নির্যাতন, গ্রেপ্তার ও হত্যা করা। তাই বামপন্থী লেখকদের একমাত্র বিরোধীপক্ষ হচ্ছে দুর্বৃত্ত, গুপ্তচর, পা-চাটা কুকুর ও ঘাতক।

গত দু বছরের ঘটনাবলী থেকে এটা পরিষ্কারভাবে প্রকাশ পায়।

গতবছরের আগের বছর যখন প্লেখানভ ও লুনাচারস্কীর সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কিত গ্রন্থগুলি চীনে প্রথম আমদানী করা হয়, অধ্যাপক আরভিং ব্যাবিট-এর** শিষ্য একজন সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন "পণ্ডিতের" ক্ষোভ অনুভব করেন, কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন না যে সর্বহারাদের কোন শিল্প থাকতে পারে। যদি কোন সর্বহারা শিল্পের সৃষ্টি বা প্রশংসা করতে চায়, তাকে অবশ্যই প্রথমে যথেষ্ট অর্থ জমিয়ে বুর্জোয়াদের মধ্যে গুটিসুটি মেরে ঢুকতে হবে—ছেঁড়া জামাকাপড় নিয়ে হৈচৈ করতে করতে বাগানে ঢুকে পড়া তার উচিত হবে না। এইসব ভদ্রলোকেরা এই গুজবও ছড়ান যে যারা চীনে সর্বহারা-সাহিত্যের প্রবক্তা, তারা রাশিয়ার কাছ থেকে রুবল খেয়েছে। এই পদ্ধতি পুরোপুরি ব্যর্থ হয়নি, কারণ বহু সাংহাই-রিপোর্টারই এই ধরনের গল্প ফেঁদেছেন, এমনকি কখনো-কখনো তারা রুবলের অংকেরও উল্লেখ করে দেন। কিন্তু বুদ্ধিমান পাঠকেরা তাদের কথা বিশ্বাস করেন না, কারণ আমাদের শ্রমিকদের নির্বিচারে হত্যা করার জন্য সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা বাস্তবিকভাবে

---

* আগনেস স্মেডলীর অনুরোধে লু স্যুন এটি লেখেন।

** লিয়াং শিকিইউ

প্রেরিত বন্দ্কগ্লো এইসব রিপোর্টের চেয়ে অনেক বেশী পরিষ্কার ভাবে কথা বলে। যদিও শাসকশ্রেণীর অফিসারেরা পণ্ডিতদের চেয়ে ধীর গতিতে বাড়ে, তব্ও গতবছর থেকে তারা দিনে দিনে তাদের ম্ঠি শক্ত করেছে। তারা পত্র-পত্রিকা ও বই নিষিদ্ধ করেছে, সেগ্লো তো আদৌ বিপ্লবী নয়-ই, এমনকি যেগ্লোর মলাটে লাল হরফ রয়েছে বা যেগ্লো র্শী লেখকদের লেখা সেগ্লোও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ. সেরাফিমোভিচ, ভ্যাসিভোলড ইভানভ ও এন. ওগনেভ তো স্বাভাবিকভাবেই নিষিদ্ধ, এমন কি চেখভ ও লিওনিদ অ্যান্দ্রেইয়েভ-এর কয়েকটি গল্পও নিষিদ্ধ। এর অর্থ হচ্ছে; বই-এর দোকানগ্লো এখন কেবল পাটিগণিতের পাঠ্যবই ও বসন্তের স্খ-বর্ণনা ক'রে শিশ্দের জন্য লেখা শ্রীমান বেড়াল ও ক্মারী গোলাপ-এর কথোপকথন-এর মতো গল্পের বই বিক্রীর পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। যেহেত্ হেলেনা জ্র ম্লেনের অন্বাদ-গল্পও নিষিদ্ধ হয়ে গেছে, স্তরাং আপনাদের একমাত্র যোগ্য কাজই হচ্ছে বসন্তের বন্দনা করা। কিন্ত্ এখন একজন জেনারেল ক্র্দ্ধ, এবং তিনি বলেন যে প্রাণীদের ম্খ দিয়ে কথা বলানো ও তাদেরকে শ্রীমান বলে ডাকা থেকে মানব জাতির প্রতি ঘ্ণাই প্রকাশিত হয়েছে।

কিন্ত্ যেহেত্ সামান্য একটা নিষিদ্ধ-ঘোষণা সমস্যার ম্ল পর্যন্ত যায় না, সেইহেত্ এ বছরে পাঁচজন বামপন্থী-লেখক উধাও হয়ে গেছেন। তাঁদের পরিবারের লোকেরা যখন অন্সন্ধান করেন, তারা আবিষ্কার করেন যে তাঁরা গ্প্ত-প্লিশের হাতে ধরা পড়েছেন এবং আর তাঁদের দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। এক পক্ষকাল পরে তারা যখন আবার অন্সন্ধান করেন, তারা শোনেন যে তাঁরা "ম্ক্ত হয়েছেন"—স্চত্রভাবে "নিহত" কথাটা বলা হয়—কিন্ত্ সাংহাই-এর কি চীনা, কি বিদেশী ভাষার কোন পত্রিকাতেই এর একটি শব্দও প্রকাশিত হয় নি। তারপর, যেসব বই-এর দোকান নত্ন বই ছাপে বা বিক্রী করে সেগ্লোও বন্ধ করে দেওয়া হয়, কখনও দিনে পাঁচটা দোকানও বন্ধ করে দেওয়া হয়। কি যে ঘটেছে আমরা জানি না; কিন্ত্ এখন সেগ্লো আবার একের পর এক খ্লছে। আর তাদের দেওয়া বিজ্ঞাপন বিচার করে দেখা যায় যে তারা রবার্ট লুই স্টিভেন্সন এবং অসকার ওয়াইল্ড-এর মত লেখকদের দ্বিভাষী পাঠ্যবই ছাপতে ব্যস্ত—তার একদিকে রয়েছে চীনা ভাষা আর অপরদিকে ইংরিজী।

যাহোক, শাসকশ্রেণী সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটা স্স্পষ্ট নীতি গ্রহণ করেছে।

কারণ একটা কথা হ'ল, আসল পুস্তক বিক্রেতা ও তার সহকর্মীদের বিতারণ করে তারা গোপনে একদল বিশ্বস্ত কর্মী নিয়োগ করেছে। কিন্তু তা আবার সাথে সাথে ব্যর্থতাও প্রমাণ করে, কারণ সেখানকার পা-চাটা কুকুরগুলো সেই স্থানে সরকারী আমলাদের বিষাক্ত পরিবেশ গড়ে তোলে, আর যেহেতু সেই আমলাদেরকে চীনারা সবচেয়ে বেশী ঘৃণা ও ভয় করে, সেইহেতু কেউ আর সেখানে পা মাড়ায় না। কেবল কয়েকটি পা-চাটা কুকুর অবসর সময় কাটানোর জন্য সেখানে মাঝে মাঝে ঢোকে। ফলে ব্যবসাও খুব একটা জমে না। তারপর আবার নিষিদ্ধ বামপন্থী প্রকাশনার স্থান দখল করার জন্য তারা প্রবন্ধ লেখে এবং পত্রপত্রিকা প্রকাশ করে। আজ পর্যন্ত তারা প্রায় দশটি এমন পত্রপত্রিকা প্রকাশ করেছে। কিন্তু সেটাও একটা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এর সবচেয়ে বড় ত্রুটি হচ্ছে এই ঘটনা যে, এই "সাহিত্যের" পৃষ্ঠপোষকদের একজন হচ্ছেন সাংহাই মিউনিসিপ্যালিটির কাউন্সিল সদস্য এবং আর একজন হচ্ছেন গোয়েন্দা পুলিশের ইনস্পেক্টর। এরা লেখক হিসেবে যত না পরিচিত তার চেয়ে অনেক বেশী পরিচিত হচ্ছে "মুক্তিদাতা" হিসেবে। যদি তারা "খুনের পদ্ধতি" বা "গোয়েন্দাগিরির কলাকৌশল" নিয়ে লিখতেন, তবে হয়ত তারা বেশ কিছু পাঠক পেতেন ; কিন্তু পরিবর্তে তারা হয় ছবি আঁকতে বা কবিতা লিখতে চেষ্টা করবেন। যদি এমন হয় যে আমেরিকার মিঃ হেনরী ফোর্ড গাড়ি সম্বন্ধে কথা বলা ছেড়ে দিয়ে গান গাইতে শুরু করে দিয়েছেন—তাহলে জনগণ সত্যিই খুব বিস্মিত হয়ে পড়বে।

যেহেতু কেউ-ই এইসব সরকারী বই-এর দোকানে ঢোকে না বা তাদের পত্রপত্রিকাগুলো পড়ে না সেইহেতু তাদের বিক্রী বাড়াবার জন্য তারা, যে-সব নামী লেখক বামপন্থী বলে পরিচিত নয় তাদের কাছ থেকে জোর করে লেখা আদায় ক'রে তাদের অবস্থা সামাল দেবার চেষ্টা করে। কেবল দু একজন নির্বোধকেই তারা যুক্ত করতে পেরেছে। বেশীরভাগই এখনও পর্যন্ত তাদের হয়ে লেখেন নি—আর একজন তো ভয়ে শেষ পর্যন্ত পালিয়েই গেলেম।

বামপন্থী সাহিত্য-আন্দোলন যখন শুরু হয়, যখন বিপ্লবী যুবকেরা তাকে সমর্থন জানায়, তখন যারা নিজেদের বামপন্থী লেখক বলে জাহির করত এবং যারা কোন হত্যার সম্মুখীন হয় নি কিন্তু যারা এখন শাসকের তলোয়ারের নীচে হামাগুঁড়ি দিয়ে জড়ো হয়েছে এবং বামপন্থী লেখকদের কামড়াতে উদ্যত হয়েছে,

আজ তারাই তারের সবচেয়ে মূল্যবান লেখক। তারা এই লেখকদের উপরে বেশী নির্ভর করে কারণ একদা বামপন্থী ছিল বলে তাদের কোন কোন পত্রপত্রিকা এখনও আংশিকভাবে লাল হয়েই প্রকাশিত হয়, কেবল কৃষক ও শ্রমিকদের ছবিগুলোর বদলেই যা অব্রে বিয়ার্ডস্লের অংকিত অসুস্থ সব ছবি স্থান পায়।

এই রকম পরিস্থিতিতে, যেসব পাঠক পুরোনো ধরনের ডাকাতের গল্প এবং আধুনিক যৌনতা-ভিত্তিক গল্প পছন্দ করেন, তারা খুবই আরাম বোধ করেন। কিন্তু আরোও অধিক প্রগতিশীল যুবকদের পড়বার মতো কিছুই নেই। সাময়িক-ভাবে ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য তাদের এমনসব বই পড়তে হয় যা বিষয়বস্তু হিসেবে খুবই নগন্য, কিন্তু ফাঁকা কথায় ভরা—কারণ সেগুলো নিষিদ্ধ হয়নি। কারণ তারা জানে যে বিষাক্ত সরকারী বই, যা আপনার বমির উদ্রিক করবে তা কেনার চেয়ে শূন্য কাপ থেকে পান করা শ্রেয়। তাতে অন্ততঃ আপনি আপনার কোন ক্ষতি করবেন না। কিন্তু আমাদের বিপ্লবী যুবকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সর্বকিছু সত্ত্বেও, এখনও উৎসাহভরে আমাদের বামপন্থী শিল্প ও সাহিত্যকে পেতে চাইছে, সমর্থন করছে ও এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

সুতরাং সরকার ও তাদের দালালদের প্রকাশিত পত্রপত্রিকাগুলোকে বাদ দিলে, অন্যান্য পত্রপত্রিকাগুলো আপ্রাণ চেষ্টা করছে তাদের পত্রপত্রিকাগুলোতে কিছু অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল রচনা সংযুক্ত করতে; কারণ তারা জানে যে তারা অনন্তকাল ধরে শূন্য কাপ বিক্রী করে যেতে পারে না। বাপপন্থী সাহিত্য বিপ্লবী পাঠকদের ব্যাপক অংশের সমর্থন লাভ করছে—ভবিষ্যত তাদেরই হাতে।

সুতরাং এই বামপন্থী সাহিত্য এখনও বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু তার অবস্থা অবশ্যই একটি ভারী পাথরের নীচে চাপা-পড়া কচি চারাগাছের মতো যার ফলে সে একেঁবেঁকে বাড়ছে। দুঃখের বিষয় হচ্ছে এই যে আমাদের বামপন্থী লেখকদের কেউ-ই আদতে শ্রমিক বা কৃষক বংশজাত নন। তার একটি কারণ হচ্ছে, কৃষক ও শ্রমিকেরা সর্বদাই এত নির্যাতিত ও দুস্থ যে তারা শিক্ষার কোন সুযোগই পান না। অপর কারণ হচ্ছে, চীনা বর্ণমালা—এখনও জানা যায় নি সেগুলো কিসের প্রতীক—দশ বছর শিক্ষা করেও শ্রমিক ও কৃষকদের পক্ষে স্বাভাবিকভাবে তাদের মনের ভাব লিখে প্রকাশ করা অসম্ভব। সেইসব তরবারি-হাতে "লেখকদের" কাছে এটা খুবই আনন্দদায়ক। তারা মনে করেন যে যদি একটি প্রবন্ধ লেখার মতো যথেষ্ট জ্ঞান আপনার থাকে, তবে আপনি অন্ততঃ

একজন পেটি-বুর্জোয়া হবেন ; যদি তিনি শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি কোন ঝোঁক প্রকাশ করেন তবে তা নিশ্চয়ই "ভণ্ডামি"। যেসব পেটি-বুর্জোয়া লেখক সর্বহারা-সাহিত্যকে আক্রমণ করে কেবল তারাই হচ্ছেন "নিষ্ঠাবান"। আর যেহেতু "ভণ্ডামির" চেয়ে "নিষ্ঠা" শ্রেয়, তাই তারা যে বামপন্থী লেখকদের কুৎসা, নির্যাতন, গ্রেপ্তার ও হত্যা করছে সেটাই তাদের শ্রেষ্ঠ শিল্প।

কিন্তু তলোয়ারের এই "শ্রেষ্ঠ শিল্প" বস্তুতঃ এটাই দেখায় যে শ্রমিকদের মতো বামপন্থী লেখকেরাও একই অত্যাচার ও সন্ত্রাসের মুখে পড়েছেন এবং তাদের পরিণতিও একই। যদি আজ বামপন্থী লেখক ও শিল্পীরা শ্রমিকদের মতো একই যন্ত্রণার অংশীদার হন, ভবিষ্যতে তারা নিশ্চয়ই একই সাথে জেগে উঠবেন। মোটের উপর মানুষ হত্যা করা কোন শিল্প নয়, সুতরাং এইসব ঠগেরা নিজেদের দেউলিয়াপনা স্বীকার করে নিয়েছে।

১৯৩১ অনুবাদ : সমর ঘোষ

"দি ক্রিপার" পত্রিকায় একটি উত্তর

—ভালো লেখার গোপন কথাটি কী

প্রিয় মহাশয়, ২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৩১

আপনার প্রশ্নটি আমেরিকার লেখক বা সাংহাইয়ের চীনা অধ্যাপকদের কাছে দেওয়া উচিত ছিল, "লেখার নিয়মাবলী" ও "কাহিনী লেখার শিল্পশৈলী"তে তাঁদের মগজ ভর্তি। যদিও আমি বেশ কয়েকটি ছোটগল্প লিখেছি, এ বিষয়ে আমার কখনই কোন স্থির দৃষ্টিভংগী ছিল না, ঠিক যেমন আমি চীনা ভাষায় কথা বলতে পারি কিন্তু কখনও 'চীনা ব্যাকরণের ভূমিকা' লিখতে পারি নি। কিন্তু যেহেতু আপনি আমার সংগে আলোচনা করতে চেয়ে আমাকে সম্মানিত করেছেন, আমার অভিজ্ঞতা থেকে তাই কয়েকটি কথা এখানে লিখছি ঃ

১। সব কিছুতেই আগ্রহ দেখান এবং যত বেশী পারেন দেখুন। সামান্য কিছু দেখার সাথে সাথেই লিখবেন না।

২। যখন মেজাজ থাকবে না, তখন জোর করে লিখতে বসবেন না।

৩। আপনার চরিত্রগুলোর জন্য কোন নির্দিষ্ট নমুনা বেছে নেবেন না, বরং আপনি যা যা দেখেছেন তার সমস্ত কিছুর থেকে সেগুলো রচনা করুন।

৪। শেষ করার পর আপনার গল্পটি অন্ততঃ দু বার আদ্যপ্রান্ত পড়ুন এবং যে সব শব্দ, অলংকার ও অংশ অপরিহার্য নয় সেগুলোকে নির্দয়ভাবে কেটে দিন। একটি স্কেচের বিষয়বস্তুকে টেনে গল্প করার চেয়ে একটি গল্পের বিষয়বস্তুকে সংকোচন করে স্কেচে পরিণত করা বরং ভালো।

৫। বিদেশীগল্প, বিশেষ করে পূর্ব, উত্তর ইউরোপীয় ও জাপানী লেখা পড়ুন।

৬। কখনই অন্যেরা বোঝে না এমন বিশেষণ বা অলংকার ব্যবহার করবেন না।

৭। "লেখার নিয়মাবলী" সংক্রান্ত কোন কথায় কখনই বিশ্বাস করবেন না।

৮। চীনা "সাহিত্য সমালোচকদের" কখনও বিশ্বাস করবেন না, বরং বিশ্বস্ত বিদেশী সমালোচকদের লেখা পড়বেন।

এই বিষয়ে যা বলার বললাম। আপনাকে আমার অভিনন্দন জানাই!

অনুবাদ ঃ সমর ঘোষ লু স্যুন

বিদ্রূপ (Satire) থেকে হাস্যরস (Humour)

বিদ্রূপকারী ব্যক্তি হওয়া বিপজ্জনক।

যদি তিনি নিরক্ষরদের নিয়ে বিদ্রূপ করেন, যারা নিহত ও যারা কারারুদ্ধ, অথবা নির্যাতিত তাদের নিয়ে বিদ্রূপ করেন ভাল কথাঃ যে সব "শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী" তার প্রবন্ধ পড়েন তাদের তিনি হাসাতে পারেন, এবং নিজেদের সাহস ও শ্রেষ্ঠতা সম্পর্কে তাদের চেতনাকে উন্নত করতে পারেন। কিন্তু আজকের বিদ্রূপ-রচয়িতারা সত্যিই বিদ্রূপকারী, তার মোদ্দা কারণ হচ্ছে যে তারা "শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের" এই সমাজকেই বিদ্রূপ করেন।

বিদ্রূপের লক্ষ্যই যেহেতু এই সমাজ, এখানকার প্রতিটি ব্যক্তিই তাই হুলের দংশন অনুভব করেন। তারপর সেই বিদ্রূপকারী ব্যক্তিকে তাদের বিদ্রূপ দিয়ে হত্যা করবার জন্য তারা গোপনে একে একে বেরিয়ে আসেন।

প্রথমে তারা তাকে পরশ্রীকাতর বলে অভিযুক্ত করেন। তারপর ক্রমে ক্রমে তারা একসাথে গলা মিলিয়ে তাকে অপপ্রচারক, দুশ্চরিত্র, নীচ, শিক্ষিত-দস্যু, শাওজিংয়ের ধাপ্পাবাজ উকিল ও এই ধরনের আরও অনেক কিছু বলে গালাগাল দেন। কিন্তু সমাজকে লক্ষ্য করে যে বিদ্রূপ তা প্রায়শঃই "ভয়ংকরভাবে দীর্ঘকাল ধরে টিঁকে থাকে"। এমনকি একে আক্রমণ করার জন্য যদি আপনি একজন বিদেশীর সাক্ষাত পান যিনি সন্ন্যাসী, বা কোন বিশেষ সান্ধ্য পত্রিকা পান, তাতেও কোন লাভ নেই। একজন ব্যক্তিকে চটিয়ে লাল করে দেবার পক্ষে এটাই যথেষ্ট।

বিপজ্জনক ব্যাপারটা হচ্ছেঃ তার বিদ্রূপের লক্ষ্যবস্তু হল সমাজ, এবং যতদিন না সমাজ পালটাচ্ছে তার বিদ্রূপও টিঁকে থাকবে। কিন্তু আপনারা তাকে একজন ব্যক্তি হিসেবে আক্রমণ করছেন, এবং যতদিন পর্যন্ত তার বিদ্রূপ টিঁকে থাকবে, আপনাদের আক্রমণও ব্যর্থ হবে।

সুতরাং এই ধরনের একজন নীচ বিদ্রূপকারীকে টেক্কা দিতে হলে, আপনাদের পরিবর্তন করতে হবে সমাজকে।

তবুও যারা সমাজকে বিদ্রূপ করেন তারা বিপদগ্রস্ত, বিশেষতঃ সেই যুগে,

যখন কিছু "পণ্ডিত ব্যক্তি" প্রকাশ্যে বা গোপনে "শাসকের দাঁত ও তীক্ষ্ণ চঞ্চুতে" পরিণত হয়েছেন। কেউ চান না যে তিনি লেখকদের হত্যাকাণ্ডে প্রধান লক্ষ্য হোন। কিন্তু যতক্ষণ একজন মানুষ জীবিত থাকবেন এবং তার শ্বাস থাকবে, অট্টহাসির আড়ালেই তিনি তার অনুভূতিগুলোকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে চাইবেন। অট্টহাসি কারও মনে আঘাত হানে না, এবং কখনও এমন কোন আইন নেই যাতে বলা আছে যে নাগরিকদের মুখ ভার করে থাকতেই হবে। তাই আমরা ধরে নিতে পারি যে অট্টহাসি বেআইনী নয়।

আমার মনে হয় সেই কারণেই গতবছর থেকে সাহিত্যে "হাস্যরসিকতার" প্রবনতা দেখা যাচ্ছে। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রেই তা নিছকই হাসির জন্য হাসি।

কিন্তু আমার আশংকা যে বেশী দিন এটা চলতে পারে না। আমাদের দেশীয় বস্তুগুলির মধ্যে "হাস্যরস" নেই, চীনারা "হাস্যরসিক" নন, এবং এটা সেই কালও নয় যে সহজেই হাস্যরসবোধ জন্মাবে। সুতরাং এমনকি হাস্যরসও বদলাতে বাধ্য। এটা হয় সমাজকে লক্ষ্য করে বিদ্রূপ হয়ে উঠবে, না হয় অধঃপতিত হয়ে আমাদের চিরাচরিত "ঠাট্টা-তামাশা" বা "কথার মারপ্যাঁচ"-এ পরিণত হবে।

২. ৩. ১৯৩৩ অনুবাদ ঃ সমর ঘোষ

কিভাবে আমি গল্প লিখতে শুরু করি

কিভাবে আমি গল্প লিখতে শুরু করি? আমার "যুদ্ধের ডাক"-এর ভূমিকায় কারণগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা করেছিলাম। এখানে আমার আরও একটু যোগ করা উচিত, যে সময়ে আমি প্রথম সাহিত্যে উৎসাহিত হয়েছিলাম সেই সময়ের অনেক পরিবর্তন হয়েছে; তখন চীনে গল্পকে সাহিত্যের পর্যায়ে ফেলা হ'ত না, এবং তার লেখকেরাও পণ্ডিতব্যক্তিদের সমপর্যায়ে পড়তেন না। তাই কেউই এইভাবে নাম করার কথা চিন্তা করেন নি। আমারও ছোটগল্পকে সাহিত্যের স্তরে উন্নীত করার কোন চিন্তা ছিল না। আমি সমাজের সংস্কার সাধনের জন্যই কেবল সেগুলোকে ব্যবহার করতে চেয়েছিলাম।

আমি লেখক হতে চাইনি, উৎসাহিত বোধ করেছিলাম ছোটগল্পের ভূমিকা লিখতে ও অনুবাদ করতে, বিশেষ করে যেগুলো নির্যাতিত জনগণের লেখকদের লেখা। কারণ সেই সময়ে মাঞ্চুদের বিতাড়িত করার বিষয়ে অনেক আলোচনা হত, এবং কিছু যুবক এইসব উপদেশমূলক ও বিদ্রোহী লেখকদের কাছে নৈতিক সমর্থন পেয়েছিল। সুতরাং যদিও আমি কখনও গল্প লেখার শিল্প-কৌশল সম্পর্কে একটি বইও পড়িনি, আমি আবার খুব কম গল্পও পড়িনি, কিছু পড়েছি নিজের আনন্দের জন্য আর অধিকাংশ পড়েছি পরিচিত করানোর বিষয় খোঁজবার জন্য। আমি সাহিত্যের ইতিহাস ও সাহিত্য সমালোচনাও পড়েছিলাম যাতে বিভিন্ন লেখকের চরিত্র ও ধারণাসমূহ জেনে ঠিক করতে পারি চীনে তাদের পরিচিত করানো সংগত হবে কি না। এতে আদৌ পাণ্ডিত্যের কিছু ছিল না।

যেহেতু আমি উপদেশমূলক, বিদ্রোহী লেখাই খুঁজছিলাম, সেইহেতু অবশ্যম্ভাবীরূপে আমি পূর্ব-ইওরোপের দিকে ঝুঁকেছিলাম এবং রাশিয়া, পোল্যান্ড ও বালকান রাজ্যের লেখকদের বহু বই পড়েছিলাম। কোন এক সময় আমি খুব আগ্রহের সংগে ভারত ও মিশরের গল্প খুঁজেছিলাম, কিন্তু তা কোন কাজে লাগে নি। আমার মনে পড়েছে যে সেই সময়ে আমার প্রিয় লেখক ছিলেন রাশিয়ার গোগোল এবং পোল্যান্ডের সিয়েনকিউইজ। আর দুজন জাপানীও ছিলেন—সোসেকি নাতজুম ও ওগাই মোরি।

চীনে ফিরে আসার পর আমি স্কুলে পড়াই, এবং পাঁচ ছ'বছরের মধ্যে গল্প পড়ার সময় পাইনি। "যুদ্ধের ডাক"-এর ভূমিকাতে আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছি কেন আমি পুনরায় পড়া শুরু করেছিলাম। তাই আমি তার আর উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। আমি ছোটগল্প লিখতে শুরু করে-ছিলাম তার কারণ এই নয় যে আমার বিশেষ প্রতিভা আছে বলে মনে করেছিলাম বরং এই কারণে যে আমি বেইজিং-এ একটি হস্টেলে থাকতাম এবং গবেষণা করার জন্য আমার কাছে কোন সহায়ক বই এবং অনুবাদ করারও কোন মৌলিক বই ছিল না। একটি অনুরোধ রক্ষার্থেই গল্পের মতো একটা কিছু লিখতে হয়েছিল এবং সেটা হ'ল "জনৈক উন্মাদের রোজনামচা"। আমি যে একশ' বা আরও বেশী বিদেশী গল্প পড়েছিলাম এবং চিকিৎসা শাস্ত্র সম্বন্ধে আমার যে ভাসা ভাসা জ্ঞান আছে আমি অবশ্যই তার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করেছিলাম। আমার আর কোন রকমের প্রস্তুতি ছিল না।

কিন্তু "নিউ ইউথ" এর সম্পাদকেরা আমি কিছু না লেখা পর্যন্ত বার বার আমাকে চাপ দিচ্ছিলেন। এবং এখানে আমি নিশ্চয়ই মিঃ চেন ডুজিউ-এর নাম স্মরণ করব যিনিই আমাকে লেখার জন্য সবচেয়ে বেশী পীড়াপীড়ি করেন।

অবশ্য, যিনি গল্প লেখেন তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী থাকতে বাধ্য। যেমন, কেন আমি লিখতাম এবিষয়ে বলতে গেলে, বহু বছর আগের মতো আমি এখনও মনে করি যে জনগণকে জাগ্রত করার আশায়, মানবিকতার জন্য এবং একে উন্নত করার জন্যই আমার লেখা উচিত। "আমোদ উপকরণ" হিসেবে গল্পকে বর্ণনা করার পুরোনো রীতি আমি অপছন্দ করতাম, এবং "শিল্পের জন্য শিল্প"কে যেন-তেন-প্রকারেণ সময় কাটাবার নামান্তর বলে মনে করতাম। সুতরাং এই অস্বাভাবিক সমাজের দুর্ভাগারাই ছিল সাধারণতঃ আমার গল্পের বিষয়বস্তু। আমার লক্ষ্য ছিল রোগগুলোকে প্রকাশ করা ও সেগুলোর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা, যাতে করে তা নিরাময় করা যায়। সমস্তরকমের শব্দবাহুল্য পরিহার করতে আমি আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলাম। যদি মনে হ'ত যে আমি যা বলতে চাই তা যথেষ্ট পরিষ্কার করে বলা হয়েছে, তাহ'লে আমি অলংকার বাদ দিতেই পছন্দ করতাম। পুরোনো চীনা থিয়েটারে কোন দৃশ্যসজ্জা নেই, এবং শিশুদের কাছে নববর্ষের যে সব ছবি বিক্রি করা হয় তাতে শুধু কয়েকটি ছবি থাকে (যদিও আজকাল সেগুলোর অধিকাংশেরই প্রেক্ষাপট থাকে)। এইরকম

সুর পুনরাবৃত্তিই আমার উদ্দেশ্য সাধন করে—এই আত্মবিশ্বাস এলে আমি অপ্রাসঙ্গিক বিস্তৃত বর্ণনাকে প্রশ্রয় দিতাম না এবং যতখানি সম্ভব কম কথোপকথন রাখতাম।

কোন লেখা শেষ করার পরে আমি সব সময়েই সেটা দু বার করে পড়তাম এবং যেখানেই কোন ছত্র কানে বাজত আমি কয়েকটি শব্দ জুড়ে বা কেটে দিতাম যাতে সেটা পড়তে সহজ লাগে। যখন মাতৃভাষায় কোনো সঠিক প্রকাশ-বাক্য পেতাম না আমি সাধুভাষা ব্যবহার করতাম এই আশায় যে, কিছু পাঠক অন্ততঃ বুঝতে পারবেন। কদাচিত আমি আমার মস্তিষ্কপ্রসূতি শব্দালংকার ব্যবহার করতাম যা কেবলমাত্র আমি একাই বুঝতে পারি বা আমিও বুঝতে পারি না। আমার সমালোচকদের মধ্যে একজনই কেবল এটা লক্ষ্য করেছিলেন, কিন্তু তিনি আমাকে "আলংকারিক" (stylist) আখ্যা দিয়েছিলেন।

যে সব ঘটনা আমি বর্ণনা করেছিলাম তা সাধারণতঃ আমি যা দেখেছি বা শুনেছি তার থেকেই উদ্ভূত, আমি কিন্তু কখনও বাস্তব ঘটনার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিনি। আমি কেবল একটি ঘটনা তুলে নিতাম এবং আমার মনের ভাব প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত আমি তার রূপান্তর বা বিস্তার করতাম। চরিত্র-গুলোর মডেলের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটেছিল—আমি কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তি-বিশেষকে বেছে নিইনি। আমার চরিত্রগুলো প্রায়শঃই ঝেজিয়াং-এর মুখ, বেইজিং-এর মুখমণ্ডল আর শানজির জামাকাপড়ের একটি মিশ্রণ। যে সব লোকেরা বলেন যে এই এই গল্পের লক্ষ্য হচ্ছে এটা ওটা তারা বাজে কথা বলেন।

যা হোক, এভাবে লেখার একটি অসুবিধা এই যে আপনার কলমকে থামিয়ে রাখা কঠিন। যদি আপনি একটি গল্পকে একটানা লিখে শেষ করতে পারেন, ক্রমে ক্রমে চরিত্রগুলো জীবন্ত হয়ে আসে এবং নিজ নিজ ভূমিকা পালন করতে থাকে। যদি আপনাকে বিক্ষিপ্ত করার মতো কিছু ঘটে, এবং দীর্ঘ সময় পরে আপনি সেই গল্প নিয়ে বসেন, তবে এর চরিত্রগুলো পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে এবং আপনি যা চেয়েছিলেন তা থেকে সেই গল্প পুরোপুরি অন্যরকম হয়ে যেতে পারে। যেমন, আমি যখন "বুঝো পাহাড়" গল্পটি শুরু করেছিলাম, আমি যৌন কামনার জাগরণ, এর উত্থান ও পতনের বর্ণনা দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু এর মাঝে প্রেমের কবিতাকে আক্রমণ করে লেখা একজন নীতিবাদীর একটি প্রবন্ধ পড়ে আমি খুব ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম। তাই আমার গল্পে একটি নগন্য বেচারা

তাড়াহুড়ো করে নুওয়ার পায়ের ফাঁকে ঢুকে যায়। এটা শুধু যে অপ্রয়োজনীয়ই ছিল তা-ই নয়, বরং তা আমার প্লটের সম্ভাবনাকেও নষ্ট করেছিল। তবুও, সম্ভবতঃ কেউই আর ঐ স্থানগুলো বুঝতে পারে না! প্রকৃতপক্ষে, আমাদের প্রখ্যাত সমালোচক মিঃ চেং ফ্যাংউ বলেন যে এটাই আমার সর্বশ্রেষ্ঠ গল্প।

যদি আপনি একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তিবিশেষের ওপর একটি চরিত্রের ভিত্তি করেন, আমার ধারণা আপনি এই অসুবিধাকে এড়াতে পারবেন, কিন্তু আমি কখনও এই চেষ্টা করি নি।

কথাটা কে বলেছিলেন আমার মনে নেই যে সব চেয়ে কম রেখায় একজন মানুষের চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলার সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে তার চোখ আঁকা। এটা সর্বতোভাবে সত্য। যত নিখুঁতভাবেই আপনি তার সমস্ত চুল আঁকুন না কেন, তা খুব বেশী কাজে লাগবে না। আমি এই পদ্ধতি রপ্ত করার চেষ্টা করে যাচ্ছি, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এ ব্যাপারে এখনও সিদ্ধহস্ত হয়ে উঠিনি।

আমি কখনও বড় বড় অনাবশ্যক শব্দ ব্যবহার করিনি, বা যখন মনে করেছি যে আমি লিখতে পারবো না তখন জোর করে লিখতে বসি নি; কিন্তু তার কারণ হচ্ছে যে সেই সময়ে আমার আর একটি আয়ের রাস্তা ছিল এবং কলম ভাঙিয়ে খেতে হ'ত না। সেটাকে আদৌ সাধারণ নিয়ম বলে মেনে নেওয়া যায় না।

আবার, লেখার সময়ে যে সমালোচনাই হোক না কেন আমি তার প্রতি কর্ণপাত করতাম না। কারণ সেই সময়ে চীনা লেখকেরা যদি শিশুসুলভ হয়ে থাকেন, তবে চীনা সমালোচকেরা তা ছিলেন আরোও বেশী। যদি তারা আপনাকে প্রশংসা ক'রে আকাশে না তোলেন, তবে তারা চূড়ান্তভাবে আপনার মুণ্ডুপাত করবেন; এবং যদি আপনি তাতে গুরুত্ব দেন তাহ'লে হয় আপনি নিজেকে একজন অসাধারণ প্রতিভাধর মনে করেন, না হয় আপনার অপরাধের খেসারত হিসেবে আপনি আত্মহত্যা করবেন। সমালোচনা তখনই লেখকের কাজে আসে যদি তা যা খারাপ তার নিন্দা করে এবং যা ভাল তার প্রশংসা করে।

যাহোক, আমি প্রায়ই বিদেশী সমালোচনামূলক প্রবন্ধ পড়ি, কারণ ঐ সব সমালোচকদের আমার পক্ষে বা বিপক্ষে কোন অন্ধ ধারণা নেই, এবং যদিও তারা অন্য লেখকদের নিয়ে লিখেছেন, তবুও সেখানে অনেক বিচার-বিশ্লেষণ আছে যা আমি নিজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পেরেছিলাম। কিন্তু আমি অবশ্যই তাদের রাজনৈতিক সংযোগগুলো খুঁজে বার করারও চেষ্টা করতাম।

এ সমস্তই দশ বছরের আগের কথা, তারপর থেকে আমি লিখিও নি, এগিয়েও যাই নি। যখন সম্পাদক এই বিষয়ে একটি প্রবন্ধ চাইলেন, আমি আর কি লিখতে পারি ? এই জগাখিচুরিই আমি দাখিল করতে পারি শুধু।

৫. ৩. ১৯৩৩, রাত্রিবেলা

অনুবাদ : সমর ঘোষ

রাত্রির স্তুতি

শুধু নিঃসংগ বা বিশ্রামরত মানুষ, কিংবা যারা যুদ্ধভীরু বা যারা আলোকে ভয় পায় তারাই যে রাত্রিকে ভালবাসে তা নয়।

মানুষ অনেক সময়ই দিনে আর রাতে, সূর্যালোকে বা প্রদীপালোকে কথা বলে এক, আর কাজ করে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে। রাত্রি হচ্ছে প্রকৃতির বোনা একটা রহস্যময় পোষাক—যেটা দিয়ে সমস্ত মানুষকে ঢেকে দেয়া যায়—যাতে তারা উত্তপ্ত ও শান্ত থাকে, যাতে তারা ধীরে ধীরে নিশ্চিন্তে তাদের কৃত্রিম মুখোস আর পোষাকগুলো খুলে নিতে পারে—তারপর কালো কাপাসের পোষাকের মতন এই সীমাহীন অন্ধকার দিয়ে নিজেদের নগ্নতাকে আচ্ছাদিত করতে পারে।

রাত্রিবেলায় আলো, ছায়া দুটোই থাকে। মিটমিটে আলো, গোধূলি, আর আছে ঘন অন্ধকার—যাতে নিজের সামনে রাখা নিজের হাতও দেখা যায় না। রাত্রি যারা ভালোবাসে তাদের অবশ্যই রাত্রির শব্দগুলি শোনবার কান থাকা চাই, চাই দেখবার চোখ—যাতে নিজেরা অন্ধকারে থেকেও তারা সমস্ত অন্ধকারটুকুকে দেখতে পায়। প্রদীপালোকিত ঘর থেকে অন্ধকার ঘরে মানুষেরা ফিরে যায়—টান টান হয়ে শুয়ে হাই তোলে। প্রেমিকেরা চন্দ্রালোক থেকে গাছের ছায়াতে চলে যায়—যেখানে মুহূর্তে তাদের দৃষ্টি পাল্টে যায়। রাত্রির আগমনের সংগে সংগে দিনের বেলা পন্ডিতেরা উজ্জ্বল সাদা কাগজে যা কিছু দিব্য, যা কিছু এলোমেলা, যা কিছু খাপছাড়া কিংবা সুন্দর জিনিস লিখেছিলেন—সবই যায় মুছে। পড়ে থাকে শুধু রাত্রির বাতাস—তার মিনতি-মাখানো, পায়ে-ধরা, মিথ্যা-প্রবঞ্চকের, গর্বিত-ভঙ্গী ও দৌরাত্ম্য নিয়ে যাতে সেই পন্ডিতপ্রবরদের মাথার ওপর একটা উজ্জ্বল, সুবর্ণ জ্যোতিবৃত্ত রচিত হয়—বৌদ্ধচিত্রে যেমন দেখা যায়।

কাজেই রাত্রি যারা ভালোবাসে তারা রাত্রির দেয়া আলো পেয়ে যায়।

কেতাদুরস্ত এক তরুণী মহিলা উঁচু গোড়ালির জুতো পরে ব্যস্তভাবে টক্ টক্ করে রাস্তার আলোর নীচ দিয়ে চলে গেলেন; কিন্তু তার চকচকে নাকের ডগাটি দেখলেই বোঝা যায় তিনি সদ্য কেতাদুরস্ত হতে শিখেছেন; এবং বেশী-

ক্ষণ যদি তিনি ঝলমলে আলোয় থাকেন তার সর্বনাশ হয়ে যাবে! বন্ধ দোকান-গুলির ঝাপসা সারি তাকে অনেক সাহায্য করল—তিনি গতি ধীর করে আনলেন এবং দম ফিরে পেলেন। আর এখনই তিনি বুঝলেন যে রাত্রির শীতল বাতাস কতো সুখদায়ক।

কাজেই রাত্রির প্রেমিকেরা এবং কেতাদুরস্ত তরুণী মহিলারা উভয়েই রাত্রির বরদানে ধন্য হন।

রাত্রি শেষ হয়ে গেলে, সাবধানে মানুষেরা ওঠে, এবং বার হয়ে আসে—এমনকি স্বামীস্ত্রীকেও পাঁচ ছ ঘণ্টা আগে যেমন দেখাচ্ছিল তার চেয়ে স্বতন্ত্র দেখায়। তারপর আবার সমস্তই শব্দ ও কোলাহলে ভরা। কিন্তু উঁচু বাড়িগুলোর মধ্যে, মহিলাদের কক্ষে, অন্ধকার জেলখানায়, বসবার ঘরে ও গোপন অফিসে—তখনও চারিদিকে সেই মর্মান্তিক, অনুভবময় অন্ধকার।

উজ্জ্বল দিনের আলো এবং তার মুখর আসা-যাওয়া—এসমস্তই অন্ধকারের ওপর আচ্ছাদন মাত্র, নরমাংসের আধারের ওপর সোনার ঢাকনা, শয়তানের মুখে শীতল প্রসাধন। শুধু রাত্রিরই আছে সততা। যেহেতু আমি রাত্রিকে ভালোবাসি—আমি রাত্রিবেলা এই রাত্রির স্তুতি লিখে চলেছি।

৮.৬.১৯৩৩ অনুবাদ ঃ অনিতা চট্টোপাধ্যায়

প্রথম শরতের কিছু ভাবনা

দরজার বাইরে ছোট্ট এক টুকরো জমিতে পিঁপড়েদের দুটো সৈন্যদল লড়াই করছে।

লোককাহিনীর লেখক এরোশেংকোর নাম পাঠকদের স্মৃতি থেকে মুছে যেতে চলেছে, কিন্তু তাঁর একটা আজব ভয়ের কথা আমার মনে পড়ে গেল। বেইজিং-এ থাকার সময়ে একবার তিনি আমায় খুব গুরুত্ব দিয়ে বলেছিলেন: "আমার ভয় হয় ভবিষ্যতে এমন একটা উপায় বার হবে—যাতে শিগ্‌গিরই মানুষকে একটা যুদ্ধের যন্ত্রে পরিণত করে ফেলা যাবে।"

এমন একটা উপায় সত্যিই অনেকদিন আগে উদ্ভাবিত হয়েছিল। তবে সেটা একটু জটিল—"একেবারেই শীগ্‌গিরই হবার মতন নয়"। আমরা যদি বিদেশী বই আর শিশুদের খেলনাগুলোকে দেখি—যেগুলোর অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে অস্ত্র ব্যবহারের কায়দা শেখানো—আমরা দেখবো যে, লড়াইযন্ত্র বানাবার জন্যে এগুলোই হচ্ছে যন্ত্রপাতি—এবং নিরীহ শিশুদের থেকেই এ প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে।

শুধু মানুষেরাই নয়, কীট-পতংগরাও এটা জানে যে পিঁপড়ে "সৈন্য" বাসাও বানায় না, খাবারও খোঁজে না, অন্য পিঁপড়েদের আক্রমণ করে আর তাদের বাচ্চাদের ক্রীতদাস ক'রে জীবন কাটিয়ে দেয়। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপারটা হচ্ছে, তারা বড়ো পিঁপড়েদের বন্দী করে না—কারণ তাদের তামিল দেওয়া কষ্ট। ছোট পিঁপড়েদের বা মুককীটদের নিজের দস্যুর গুহাতে নিয়ে যায়—যাতে তারা অতীতের স্মৃতি ভুলে, নির্বোধ, অনুগত দাস হয়ে বেড়ে উঠতে পারে। কারণ এরা শুধু সৈনিকের সেবা করবে তা-ই নয়, যখন সৈনিক আক্রমণে বার হবে, তারা নিজেদেরই মতই সেইসব ছোট পিঁপড়ে বা শুককীটদের বয়ে আনতে সাহায্য করবে যাদের সৈনিক আক্রমণ করেছে।

কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে এরকম একটা সহজ নিয়ম করা যায় না। সেইজন্যেই মানুষ হচ্ছে "সৃষ্টির কুসুম"।

তবু নির্মাণকারীরা হাল ছাড়বে না। শিশুরা যখন বেড়ে ওঠে, প্রায়ই তারা তাদের পবিত্রতা হারিয়ে ফেলে এবং বোকা হয়ে ওঠে—এটা আমরা প্রায়ই

দেখতে পাই। অর্থনৈতিক মন্দার জন্যে প্রকাশকেরা বিজ্ঞান বা সাহিত্যের বড় বই প্রকাশ করতে চায় না—কিন্তু ইস্কুলের পাঠ্যপুস্তক ও ছোটদের বই বাঁধ-ভাঙা পীত নদীর স্রোতের মতন বাজার ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এই বইগুলোর বিষয়বস্তু কি? আমাদের শিশুদের এগুলো কি দেবে? যুদ্ধের সমালোচকদের কাছ থেকে এসব প্রশ্নের ওপর কোনো মন্তব্য শুনিনি ঃ কারণ খুব অল্প লোকই বোধহয় ভবিষ্যত সম্পর্কে আগ্রহী।

যখন কাগজে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন সম্বন্ধে খবর প্রায় থাকেই না, সেই সময়েই তারা বলে যে চীনে যুদ্ধ খুব জনপ্রিয়; তাদের ওইসব খবরে আমাদের নিস্পৃহতা এটাই প্রমাণ করে যে, ওটা আমাদের মনোভঙ্গীর বিরোধী। লড়াই অবশ্য করতেই হবে, এবং সৈনিক পিঁপড়েকে অনুসরণ করে পরাজিতদের মূককীটদের-বয়ে-আনা-ক্রীতদাসের পক্ষে এটা জয়ের ব্যাপার। সৃষ্টির-কুসুম মানুষদের পক্ষে এটা অবশ্য যথেষ্ট নয়। অবশ্যই আমাদের লড়তে হবে। যে সব পিঁপড়ের ঢিবিতে যুদ্ধাস্ত্র তৈরী হয় সেগুলোকে গুঁড়িয়ে দিতে হবে, যে সব মিষ্টি বিষবড়ি শিশুদের মনকে বিষিয়ে দেয় সেগুলোকে গুঁড়িয়ে দিতে হবে,—ভবিষ্যতকে ধ্বংস করার চক্রান্তকে ব্যর্থ করতে হবে। মানুষ-যোদ্ধাদের কাছে এটাই হবে যোগ্য কাজ।

২৮.৮.১৯৩৩

অনুবাদ ঃ অনিতা চট্টোপাধ্যায়

চীনা বিদ্বৎ-সমাজে ভূতের নৃত্য

(১)

কুওমিংটাংরা কমিউনিস্টদের সাথে সহযোগিতা করা থেকে সরে এসে তাদের ধ্বংস করার কাজে নিযুক্ত হবার পর বলা হতে লাগল যে পূর্বে কুওমিংটাংরা তাদেরকে নিছকই ব্যবহার করছিল। তারা সর্বদা এই পরিকল্পনাই করে আসছিল যে উত্তরের অভিযান সম্পূর্ণ হবার মুখেই তাদের ধ্বংস করা হবে। অবশ্য, আমি এ কথা বিশ্বাস করি না। কুওমিংটাং-এর বেশ কিছু প্রভাবশালী সদস্য কমিউনিজমের পক্ষে ছিলেন। তাদের ছেলেমেয়েদের রাশিয়ায় পড়তে পাঠানোর আগ্রহই হচ্ছে তার প্রমাণ; কারণ চীনা অভিভাবকেরা তাদের ছেলেমেয়েদের সবার উপরে মূল্য দেন এবং তারা কখনই ছেলেমেয়েদের ধ্বংসের জন্য শিক্ষা নিতে পাঠাবেন না। কিন্তু এইসব প্রভাবশালী লোকেরা বোধহয় ভুল করেছেন। তারা মনে করেছিলেন যে যদি চীন কমিউনিস্ট হয়ে যায়, তবে সম্পদ ও উপপত্নীর সংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধিই পাবে, অথবা অন্ততঃপক্ষে পূর্বাপেক্ষা তাদের অবস্থা খারাপ হবে না।

আমাদের কোন একটি প্রাচীন রূপকথায় বলা আছে যে, দু হাজার বছরেরও আগে কোন একজন শ্রীযুক্ত লিউ তার অক্লান্ত সাধনার জোরে অমরত্ব লাভ করেছিলেন এবং তার পত্নীকে সাথে নিয়ে স্বর্গে উড়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু তার পত্নী যেতে অস্বীকার করলেন। কারণ তিনি তাদের পুরোনো বসতভিটা, তাদের হাঁস-মুরগীর পোলট্রি ও কুকুরের মায়া ত্যাগ করতে অক্ষম। অগত্যা শ্রীযুক্ত লিউকে ঈশ্বরের কাছে আবার প্রার্থনা করতে হল তাদের বসতভিটা, হাস-মুরগীর পোলট্রি ও কুকুরকেও সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য, তারপর তারা অমর হলেন। সুতরাং সেই বিরাট পরিবর্তনটা আসলে আর কোন পরিবর্তনই হল না। কোন কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে এই লোকেরা যদি তাদের সমস্ত অতীত রমরমা বজায় রাখতে পারেন বা আরও বেশী বিলাসবহুল জীবন যাপন করতে পারেন, তবে তারা একে অবশ্যই পছন্দ করবেন। অবশ্য পরবর্তী ঘটনা যখন প্রমাণ করল যে কমিউনিজম ঈশ্বরের মতো ততখানি উদার নয়, তখন তারা

কমিউনিস্টদের ধ্বংস করার জন্য মনস্থির করলেন। অবশ্য যদিও তারা তাদের ছেলেমেয়েদের সবার উপরে মূল্য দেন, তারা নিজের জীবনকে মূল্য দেন আরও অনেক বেশী।

আর তাই যুবকদের সর্বত্র, তারা কমিউনিস্ট হোক বা কমিউনিস্ট বলে সন্দেহভাজন হোক, তারা বামপন্থী হোক, বা বামপন্থী বলে সন্দেহভাজন হোক, এমনকি যদি তারা সন্দেহভাজনদের বন্ধুও হয়, তবুও তাদের নিজেদের ও ক্ষমতাবানদের ভুলের সংশোধন করতে হবে রক্ত দিয়েই। যুবকদের দ্বারা জাহান্নামে চালিত হয়েই যেহেতু এইসব ক্ষমতাবানেরা ভুল করেছেন, সেইহেতু তারা অবশ্যই যুবকদের রক্তে নিজেদের পরিশুদ্ধ করবেন। কিন্তু এইসব বিষয়ে কিছু জানেনা এমন অন্য বহু যুবক সোভিয়েত ইউনিয়নে তাদের পড়াশুনা শেষ করে উটের পিঠে চড়ে মহানন্দে মঙ্গোলীয়া থেকে ফিরে এসেছে। আমার মনে পড়ছে একজন বিদেশীনী ভ্রমণকারী এই দৃশ্য দেখে দুঃখ পেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, তারা জানেও না যে তাদের নিজের দেশেই তাদের জন্য ফাঁসিকাঠ অপেক্ষা করে আছে।

হ্যাঁ, ফাঁসিকাঠ আছে। কিন্তু ফাঁসিকাঠ ততখানি খারাপ নয়। নিছকই একটি ফাঁস তোমার গলায় পরা তো বেশ সুবিধাজনক ব্যাপার। উপরন্তু ফাঁসি-কাঠেই যে প্রত্যেকের পরিসমাপ্তি ঘটছে তা নয়, কেননা তাদের যেসব বন্ধু ফাঁসি-কাঠে ঝুলেছে তাদের পা ধরে জোরে টেনে কেউ কেউ বাঁচার রাস্তা খুঁজে পেয়েছে। এটাই তাদের সত্যিকারের অনুতাপের প্রকৃষ্ট প্রমাণ, এবং যারা অনুতাপ করতে জানে তারাই মহানুভব ব্যক্তি।

(২)

যেহেতু চীনের সকল কমিউনিস্ট অনুতাপ করতে অনিচ্ছুক, সেইহেতুই তারা অপরাধী এবং তাদের মৃত্যুই কাম্য। আর এইসব অপরাধীরা অন্যদের অনন্ত সুযোগসুবিধার জোগান দিচ্ছে ঃ তারা বিক্রয়যোগ্য পণ্যে পরিণত হ'য়ে মানুষকে একটি নতুন পেশার যোগান দিচ্ছে। স্কুলগুলোতে গন্ডগোল দেখা দিলে বা কোন প্রেমে প্রতিদ্বন্দ্বিতার উদ্ভব হলে, যদি একপক্ষকে কমিউনিস্ট—বা অন্যভাবে বললে অপরাধীর—ছাপ মারা যায়, তবে অতি সহজেই একটা সমাধানে উপনীত

কাজ হচ্ছে দুঃখকে কবর দেওয়া, যাতে তা ভুলে যাওয়া যায়। এই কাজটুকু হয়ে গেলেই প্রত্যেকে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়, মিছিলের আর কোনই অবশিষ্ট থাকে না।

(৩)

কিন্তু হোঁচট খাওয়ার পরিবর্তে বিপ্লবী-সাহিত্য বেড়ে চলে ও বিকাশ লাভ করে এবং এর প্রতি পাঠকদের প্রত্যয় বেড়ে যায়।

অতঃপর অপরপক্ষ তথাকথিত "তৃতীয় স্তরের" জন্ম দেয়। এই লোক-গুলো কোন মতেই বামপন্থী নয়, আবার তাদের দক্ষিণপন্থী বলেও মনে হয় না —তারা স্বতন্ত্র। তাদের মতে সাহিত্য হচ্ছে শাশ্বত, আর রাজনৈতিক ঘটনাসমূহ হচ্ছে ক্ষণস্থায়ী; সুতরাং সাহিত্যকে রাজনীতির সাথে যুক্ত করা চলবে না। যদি তা করা হয়, তবে তা তার চিরন্তনী মূল্য হারাবে এবং চীনেরও কোন অমর সাহিত্য থাকবে না। এতদ্‌সত্ত্বেও "তৃতীয় স্তরের" এই লোকেরা, যারা সাহিত্যের প্রতি এত বিশ্বস্ত, কোন অমর সাহিত্য রচনা করতেও সক্ষম হন নি। কেন? কারণ প্রবঞ্চিত বামপন্থী সমালোচকেরা, যাদের সাহিত্য সম্পর্কে কোনই ধারণা নেই, তাদের মহান সাহিত্যকর্মগুলোকে এমন কঠোর ও ভ্রান্ত সমালোচনা করে যে তারা আর লিখতেই সক্ষম হয় না। এইসব বামপন্থী সমালোচকরাই চীনা সাহিত্যের ঘাতক।

কিছু কিছু প্রকাশনার উপরে সরকারী নিষেধাজ্ঞা জারী করার ও লেখকদের হত্যা করার ব্যাপারে "তৃতীয় স্তরের" ভদ্রলোকেরা মুখ খোলেনি, কারণ সেটা ছিল একটা রাজনৈতিক প্রশ্ন। এই বিষয়ে কথা বলার মানে হচেছ তাদের রচনার চিরন্তনী মূল্যের বিনাস ঘটানো। তাছাড়া যারা "চীনা সাহিত্যের ঘাতকদের" শাস্তি দিয়েছে ও হত্যা করেছে, তারাই এই "তৃতীয় স্তরের" মহান কালজয়ী সৃষ্টিগুলোকে রক্ষা করেছে।

যদিও তাদের ক্ষীণ, কম্পমান অভিযোগসমূহও হচেছ এক ধরণের অস্ত্র, সেগুলো স্বাভাবিকভাবেই বিপ্লবী-সাহিত্যকে পরাভূত করার পক্ষে ছিল খুবই দুর্বল। তাই যখন "জাতীয়তাবাদী সাহিত্য" তার স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করল এবং "তৃতীয় স্তরও" আত্মগোপন করল, কর্তৃপক্ষকে আরো একবার সত্যিকারের অস্ত্রের আশ্রয় নিতে হল।

১৯৩৩ সালের নভেম্বর মাসে, অকস্মাৎ একদল লোক সাংহাই-এর ইহুয়া ফিল্ম কোম্পানীটিকে আক্রমণ করে এবং একটি চরম নারকীয়তার সাক্ষর রেখে যায়। আক্রমণকারীরা ছিল সুসংগঠিত। প্রথম বাঁশী বাজার সাথে সাথে তারা কাজ শুরু করে ; আর যখন দ্বিতীয় বাঁশী বাজে তারা থেমে যায় ও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে। তাদের এই শাস্তিমূলক অভিযানের কারণ হিসেবে এই সত্যকে দায়ী করে তারা ইস্তেহার রেখে যায় যে এই ফিল্ম কোম্পানীকে কমিউনিস্ট পার্টি ব্যবহার করছিল। বস্তুত, তাদের শাস্তিমূলক অভিযান কেবলমাত্র একটি ফিল্ম কোম্পানীর মধ্যেই সীমিত ছিল না বরং তা বই-এর দোকানের দিকেও প্রসারিত হয়েছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে পুরো একদল লোক ভেতরে ঢুকে সবকিছু গুঁড়িয়ে দেয়, কোন কোন ক্ষেত্রে জানলার উপর পাথর ছুঁড়ে বড় বড় কাচের কপাট ভেঙে ফেলা হয়—যার এক একটার দাম দু'শ' ডলার। অবশ্য এ ক্ষেত্রেও একই কারণ দেখানো হয় যে এইসব বই-এর দোকানগুলোকে কমিউনিস্টরা ব্যবহার করত। এইসব মূল্যবান জানলার কাচগুলোর ভঙ্গুরতা ম্যানেজারদের খুবই বিমর্ষ করে তোলে। এর কয়েকদিন পরে কয়েকজন "লেখক" তাদের "মহান রচনাসমূহ" বিক্রি করার জন্য উপস্থিত হয়, আর যদিও প্রকাশকেরা জানে যে সেগুলো কেউ-ই পড়বে না, তবুও তাদের সেইসব পাণ্ডুলিপি গ্রহণ করতেই হয়। কারণ সেগুলোর মূল্য কোন মতেই জানলার কাচের চেয়ে বেশী নয়, আর সেগুলো নিলে পুনরায় প্রস্তর-বর্ষণ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে এবং জানলা-গুলোকে মেরামত করার হাত থেকেও বাঁচা যাবে।

(৪)

অতএব বই-এর দোকানগুলোর উপর নির্যাতন করাই সবচেয়ে ভালো কৌশল হয়ে উঠল।

অবশ্য কয়েকটি পাথরই যথেষ্ট নয়। কেন্দ্রীয় প্রচার কমিটি ১৪৯টি নিষিদ্ধ পুস্তকের একটি দীর্ঘ তালিকাও প্রস্তুত করল। বস্তুতঃ বহুল-প্রচলিত সমস্ত পুস্তকই এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ কথা বলারই অপেক্ষা রাখে না যে চীনের অধিকাংশ বামপন্থী লেখকদেরই রচনা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল এবং অনুবাদকর্মও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। কয়েকটি উদাহরণ হচ্ছে গোর্কি, লুনা-

চারস্কী, ফেদিন, ফ্যেদেয়েভ, সেরাফিমোভিচ ও আপটন সিনক্লেয়ার, এমনকি মিটারলিংক, সোলোগাব ও স্ট্রিণ্ডবার্গও এর মধ্যে আছে।

এর ফলে প্রকাশকেরা খুবই অসুবিধাজনক অবস্থার মধ্যে পড়ে। কেউ কেউ সেইসব বই পোড়াবার জন্য তৎক্ষণাৎ জমা দেয়। অন্যেরা অবস্থাকে সামাল দেবার চেষ্টা করে, অফিসারদের সাথে আপোষ করে এবং ঘটনাক্রমে কয়েকটি বই-এর ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা রদ করায়। ভবিষ্যতে প্রকাশনার অসুবিধা লাঘব করার জন্য অফিসার ও প্রকাশকদের মধ্যে একটি সম্মেলন হয়, এবং ভাল রচনাগুলো ও প্রকাশকের পুঁজিকে রক্ষা করার জন্য, পত্রপত্রিকাগুলোর সম্পাদকের পদাধিকার বলে "তৃতীয় স্তরের" বেশ কয়েকজন এই জাপানী পন্থাটি অবলম্বন করার প্রস্তাব দেয়ঃ প্রকাশনার পূর্বে পাণ্ডুলিপিগুলোকে সেন্সর করতে হবে যাতে করে অন্যান্য লেখকদের রচনাসমূহ বামপন্থী লেখক হিসেবে অভিযুক্ত হয়ে নিষিদ্ধ না হয়ে যায় এবং বই ছাপা হবার পর সেই বই নিষিদ্ধ হয়ে প্রকাশকেরও অর্থক্ষতি না হয়।

আর তৎক্ষণাৎ তা কার্যকরী করা হয়। এই জুলাইতে সাংহাইতে পুস্তক ও পত্রপত্রিকা সেন্সর করার জন্য একটি কমিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বহু "পণ্ডিত ব্যক্তির" বেকারত্বের অবসান ঘটে। আর যেসব বিপ্লবী লেখক পূর্ববিশ্বাস পরিত্যাগ করেছেন এবং "তৃতীয় স্তরের" সদস্যরা, যারা সাহিত্য ও রাজনীতির মধ্যে কোন সম্পর্কের বিরোধী, তারাই অনেকগুলো সেন্সর-পদ দখল করেছেন। এইসব লোকেরা বিদ্বৎসমাজ সম্পর্কে ব্যাপকভাবে পরিচিত, নিছকই আমলাদের চেয়ে অনেক কম মাথামোটা, কোন বিদ্রূপাত্মক আক্রমণ বা তির্যক মন্তব্যের উদ্দেশ্য বুঝতে বেশ ভালরকম সক্ষম। সে যাইহোক, একজন লেখকের কাছে ঘসামাজার কাজটা মৌলিক রচনা সৃষ্টির চেয়ে কম কষ্টকর, আর আমরা শুনেছি যে এর ফলাফলও চমৎকার।

অবশ্য, জাপানকে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করে তারা ভুলই করেছিলেন। একথা সত্যি যে জাপানে শ্রেণী-সংগ্রামের কথা বলা নিষিদ্ধ, কিন্তু তা বলে তারা পৃথিবীতে যে শ্রেণী-সংগ্রাম আছে এ কথাও অস্বীকার করে না। অপর দিকে, চীনে তারা শ্রেণী-সংগ্রামের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে, বলে যে এটা কার্ল মার্কসের মন গড়া কথা এবং এই দাবি করে যে এইসব কথার উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করলে সত্যকেই রক্ষা করা হয়। এ কথা সত্যি যে জাপানেও তারা বই ও

পত্রপত্রিকা সেন্সর করে, কিন্তু যেসব অংশ কেটে বাদ দেওয়া হয় সেসব স্থান ফাঁকা থাকে, যাতে তৎক্ষণাৎ পাঠকেরা দেখতে পায় যে সে সব অংশ কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে। অপরদিকে চীনে কোন ফাঁকা স্থান থাকা চলবে না, লেখাটা একটানা চলবে। সুতরাং পাঠকেরা মনে করবে যে রচনাটা সম্পূর্ণ, আর কেবল লেখকই বাজে বকেছে। আজ চীনা পাঠকদের কাছে বাজে বকার হাত থেকে এমনকি ফ্রিশ, লুনাচারস্কি এবং অন্যরাও রেহাই পেলেন না।

সুতরাং এখন প্রকাশকদের পুঁজি নিরাপদ এবং "তৃতীয় স্তরের" পতাকাও উধাও, কারণ তারা ফাঁসিকাঠে-ঝোলা অন্য লেখকদের পা ধরে গোপনে জোরে টানছে। আর তাদের প্রতিনিধিত্বকারী কোন রচনাও নেই, কারণ তারা সেন্সরের কলম ও জীবন-মৃত্যুর ক্ষমতার প্রয়োগ করতেই ব্যস্ত। পাঠকরা যা দেখছে তা হল পত্রপত্রিকাগুলির মান নীচে নেমে যাচ্ছে এবং রচনাগুলো জোলো হচ্ছে, আর এতদিন অন্য দেশের যেসব লেখকেরা সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাঁরা হঠাৎ বোকা বনে গেছেন।

কিন্তু বস্তুতঃপক্ষে সাহিত্য-ক্ষেত্রে বিভাজন পূর্বাপেক্ষা অনেক তীব্র হয়েছে। কোন প্রবঞ্চনাই দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। এখন শুধু আরেকটি রক্তাক্ত যুদ্ধের প্রতীক্ষা।

২১.১১.১৯৩৪. অনুবাদ : সমর ঘোষ